

নতুন চাঁদের মাসআলা

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী

নতুন চাঁদের মাসআলা

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী

প্রধান অফিসঃ

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইলঃ ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিসঃ

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইলঃ ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশঃ অক্টোবর ২০২২ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্যঃ ১০০ (একশত) টাকা

اطلاع ارباب الكمال على ما فى رسالة الجلال فى الهلال من الاختلال

ইত্তিলা'উ আরবাবিল কামাল 'আলা মা ফী রিসালাতিল জুলাল ফিল হিলাল মিনাল ইখতিলাল

হাসান আহমাদ আল জুলাল রচিত চাঁদ দেখার মাসআলা সংক্রান্ত পুস্তিকায় বিদ্যমান ত্রুটি সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমদের অনুসন্ধানমূলক পর্যালোচনা

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني

মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল্লাহ আশ-শাওকানী আল-ইয়ামানী

অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আনসারী

দাওরাতুল হাদীছ, জামেয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

❖ **ভূমিকা**.....৬

নতুন চাঁদের বিষয়ে ৪টি প্রশ্ন ও তার জবাব

❖ **প্রথমটি** হলো: এমন লিখিত সংবাদের উপরে আমল করা বিদ'আত বলে গণ্য হবে, যা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে বর্ণিত হয়নি অথচ তাঁদের সময় ইসলামী শাসন অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। মানুষের হেদায়েতের ব্যাপারেও তাদের আগ্রহের কমতি ছিল না, তাদের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান ছিল এবং তাঁরা হক্বকে সঠিকরূপে গ্রহণও করেছিলেন। তারপরেও তাঁরা এক অঞ্চলে চাঁদ দেখতে পাওয়ার ভিত্তিতে অন্য অঞ্চলে আমল করেছেন মর্মে কোনো খবর জানা যায়নি। আবার তাঁরা কেউ এক অঞ্চলের চাঁদ উদয়ের সংবাদ অন্য অঞ্চলে লিখে পাঠাননি, আবার কারোর কাছ থেকে এমন লিখিত সংবাদ চেয়ে লোক পাঠাননি। এমন প্রশ্নের জবাব.....১৭

❖ দ্বিতীয় বিষয়টি **হলো:** ইবনু আব্বাসের স্বীয় আযাদকৃত দাস কুরাইবকে সম্বোধন করে বলা কথা যখন কুরাইব শাম (সিরিয়া) থেকে ফিরে আসলেন এবং তাকে জানালেন যে, মু'আবীয়া ও সিরিয়াবাসীগণ শুক্রবার রাত্রে সিরিয়ায় চাঁদ দেখেছে। অথচ ইবনু আব্বাস ও মদীনাবাসীগণ শনিবারে চাঁদ দেখেছেন। কারণ চাঁদ (শুক্রবারে) তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, তাই তারা রবিবারের আগ পর্যন্ত (ছিয়াম রেখে) রমযান মাসের মেয়াদ পূর্ণ করেছে, আর কুরাইব ছিয়াম ভাঙ্গতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ইবনু আব্বাস তাকে বাধা দিলেন, আর বললেন: মদীনাবাসীগণের অনুকরণ করো, আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটিই করতে আদেশ দিয়েছেন। এমন প্রশ্নের জবাব ৪৪

❖ **তৃতীয় বিষয়টি** হলো: মুফতীর "নির্ধারিত (অমুক) দিবসটি আমার নিকট মাসের প্রথম দিন হওয়া সঠিক বলে মনে হয়েছে" এই ফতোয়ার ভিত্তিতে ছিয়াম রাখা শুরু করা ও ছিয়াম রাখা বন্ধ করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল পেশ করা ছহীহ নয়.....৬৫

❖ **চতুর্থ বিষয়ঃ** দীনের ব্যাপারে যারা অতি বাড়াবাড়ি করে, তারা শা'বান মাসের শেষ দিবসে ছিয়াম রাখাকে আবশ্যককারী কোনো কারণে নয়, বরং তারা নিজেদের অবান্তর ধারণার উপরে ভিত্তি করেই ছিয়াম রাখে অর্থাৎ তারা ওয়াজিব নয় এমন আমলকে ওয়াজিব মনে করে.....৭৪

হাসান আহমাদ আল জুলাল রচিত চাঁদ দেখার মাসআলা সংক্রান্ত পুস্তিকায় বিদ্যমান ত্রুটি সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেমদের অনুসন্ধানমূলক পর্যালোচনা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

তোমার জন্যই পূর্ণ প্রশংসা হে মহান সত্তা, যিনি সকল পূর্ণতার একচ্ছত্র মালিক এবং কথা ও কাজের সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত, তোমার প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি হে মহান সত্তা, যিনি ইনছাফকে এত নিখুঁত মানদণ্ড হিসেবে প্রস্তুত করেছেন, যা মতানৈক্য দেখা দিলে আঁকড়ে ধরা যায়। আর ছলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টিকুলের সেরা আল্লাহর রসূলের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও ছাহাবাদের উপর, যারা সত্যের উপরে দাঁড়িয়ে সত্যকে রক্ষা করেছেন।

পরবর্তী আলোচনা হলো এই যে,

আমি (ইমাম শাওকানী রহি.) : 'আল্লামা সায়্যিদ ইমাম হাসান আহমাদ আল জুলাল এর পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করেছি, যা ছিয়াম রাখা, **ছিয়াম** ভঙ্গ করা এবং ভূখণ্ড ও রাষ্ট্র ভেদে নির্দিষ্ট কোনো অঞ্চলের বাসিন্দাদের চাঁদ দেখাটা কোনো সম্প্রদায়ের নিকটে ধর্তব্য হওয়া, আর কোনো সম্প্রদায়ের নিকটে ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়গুলোতে মুসলিমদের মতানৈক্যের বর্ণনা সম্বলিত একটি রিসালাহ-পুস্তিকা, যা ইনছাফপূর্ণ, পক্ষপাতিত্ব ও বিপথগামিতা থেকে মুক্ত। তবে তাতে এমন কিছু বিষয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যা তাকে হিংসুকের হিংসাত্বক দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে, যার কারণে আমি অনুপস্থিত মৃতব্যক্তি ও উপস্থিত জীবিত ব্যক্তিকে সদুপদেশ প্রদান করার দৃষ্টিকোণ থেকে সেই অবশিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা (কিছু বিশ্লেষক ও গবেষক জানতে চাওয়ার পরে) তা একটি পুস্তিকা আকারে উপস্থাপন করা ভালো মনে করলাম।

সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এর হস্তলিপি, সংশোধন ও সংস্করণ সংযুক্ত যে পাণ্ডুলিপি আমি দেখেছি, যাতে লেখকের কোনো রকম পরিবর্তন করা বা কোনো ব্যক্তিগত মতকে প্রাধান্য দেওয়ার মত কোনো শিথিলতা দেখানো হয়েছে এমন ধারণা পোষণ করা যায় না। আমি ঐ নুসখাটি হুবহু শব্দে শব্দে অবিকলভাবে উপস্থাপন করেছি, আর যে বিষয়ে আমি একমত নই সে বিষয়ে আমার আপত্তি তুলে ধরেছি।

তিনি (লেখক) বলেন: বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম – সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য তাঁর অপার অনুগ্রহের কারণে। আর শান্তি ও রহমত প্রার্থনা করছি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য।

পরসমাচার কথা **হলো** এই যে, যখন মুসলিম জাতির মাঝে ছিয়াম রাখা – না রাখা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিল অর্থাৎ কোনো সম্প্রদায় একদিন আগে আর কোনো সম্প্রদায় একদিন পরে ছিয়াম রাখতে শুরু করল, যা দীনের মধ্যে মতানৈক্যের শামিল, যাতে লিপ্ত হতে আল্লাহ তাঁরই সুস্পষ্ট কিতাবে নিষেধ করেছেন। তখন আমি এই মতানৈক্যের কারণ উল্লেখ করা, আল্লাহ যাকে সুন্নাহের দিশা দিতে চান তাকে সুন্নাহ এর পথ প্রদর্শন করা এবং ন্যায়ের পথের স্পষ্ট বর্ণনা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তাই আমি বলব নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ

"তোমরা চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত ছিয়াম রেখো না"। (ছহীহ বুখারী হা/১৯০৬)

এই বাক্যে বহু বচনের সর্বনাম "তোমরা" শব্দটি "প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য চাঁদ দেখা বাধ্যতামূলক" এমন বাহ্যিক অর্থ বিশিষ্টই ছিল। যেমন "তোমরা ছলাত ক্বায়েম করো" বাক্যে বিদ্যমান সর্বনাম "তোমরা" শব্দটির ন্যায়, যা "প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত এর জন্য ছলাত আদায় করা বাধ্যতামূলক" এই অর্থ প্রদান করে। এমনিভাবে অন্যান্য সাধারণ আদেশসূচক সম্বোধনগুলোও (বিশেষভাবে যেগুলো "তোমরা" শব্দ বিশিষ্ট) একই রকম।

কিন্তু যখন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক জনের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ছিয়াম রাখা ও ছিয়াম **ভঙ্গ** করার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন তাঁর এই সিদ্ধান্তটা প্রকৃত অর্থ হতে রূপক অর্থে রূপান্তর করার পক্ষে দলীল হয়ে গেল।

যেমন আল্লাহর বাণী – "তারা উষ্ট্রীটিকে হত্যা করল" এই বাক্যে তারা সর্বনামকে বাহ্যিক অর্থ থেকে রূপক অর্থে রূপান্তর করা হয়েছে। সুতরাং অনুকরণের স্বার্থে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মের সীমার মধ্যে অবস্থান করা ওয়াজিব। অন্যথায় অনুসরণের পথ থেকে বের হয়ে বিদ'আতের পথে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না।

আমি (ইমাম শাওকানী) বলব: মৌলিক নীতিমালার মধ্যে এই নীতি বিধিবদ্ধ আছে যে, সম্পূর্ণ সার্বিকভাবে আসা সাধারণ সম্বোধনগুলো অর্থাৎ (কুরআন ও সুন্নাহ এর মাঝে বিদ্যমান) এমন সম্বোধন, যা প্রত্যেক সদস্যের উপরে সংশ্লিষ্ট সম্বোধনের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে প্রযোজ্য হবে। চাই সেই সম্বোধন হ্যাঁ - সূচক অথবা না - সূচক, সংবাদ সূচক অথবা আদেশসূচক অথবা নিষেধসূচক যাই হোক না কেনো। সমষ্টিগত সম্বোধন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে প্রযোজ্য হবে না, আবার পৃথক পৃথকভাবে সরাসরি ব্যক্তিকে গণনা না করে শুধুমাত্র সত্তাগতভাবেও এই সম্বোধনও প্রযোজ্য হবে না।

সুতরাং তাঁর বাণী - তোমরা যতক্ষণ চাঁদ না দেখতে পাও - এই বাক্যটি ব্যক্তি সংখ্যার ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর সমপর্যায়ের বলে বিবেচিত হবে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি না দেখবে এবং অমুক ব্যক্তি না দেখবে এবং অমুক ব্যক্তি না দেখবে (ততক্ষণ পর্যন্ত **ছিয়াম** রাখা যাবে না)।

সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই **ছিয়াম** রাখতে নিষেধ করা হয়েছে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত তথা প্রত্যেক ব্যক্তি চাঁদ দেখতে পাওয়ার আগ পর্যন্ত। তাই সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য বহুবচনের সর্বনামটি প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য চাঁদ দেখা আবশ্যক হওয়ার বাহ্যিক অর্থ প্রদান করছে যা সঠিক।

কিন্তু আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্মের সীমার মধ্যে অবস্থান করা ওয়াজিব এই কথা বলা আর শুধুমাত্র কর্মের বিরোধিতার উপরেই বিদ'আতকে সংযুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি সঠিক নয়। কেননা, যেমনিভাবে তাঁর কর্মের দ্বারা এই বাহ্যিক সম্বোধনের উপরে আমল না করাটা প্রমাণিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর বক্তব্য দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যখন তাঁকে জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি চাঁদ দেখার সংবাদ দিল, তিনি বললেন:

«أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: نَعَمْ، أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا»

"তুমি কি এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বূদ নেই? সে বলল, হ্যাঁ, তিনি বললেন: তুমি কি এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ

আল্লাহর রসূল? সে বলল, হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন: হে বিলাল, মানুষদেরকে আগামীকাল থেকে **ছিয়াম** রাখার ঘোষণা শুনিয়ে দাও"।[১]

আর আবূ দাউদ (ছহীহ, হা/২৩৪২) ইবনু উমার থেকে বর্ণনা করেছে, তিনি বলেন:

«تَرَائِى النَّاسُ الْهِلَالَ،» فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

"একদা মানুষ একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে পরস্পরে চাঁদ দেখার চেষ্টা করতে লাগল, তখন আমি আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি, তখন তিনি **ছিয়াম** রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মানুষদেরকেও **ছিয়াম** রাখার আদেশ দিলেন"।

আর আবূ দাউদ (হাসান, হা/২৩৩৮) আরো বর্ণনা করেছে ইবনুল হারিছ বিন হাত্বিব থেকে:

"তিনি বলেন, আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদ দেখে হজ্জ ও কুরবানী সংক্রান্ত ইবাদতগুলো পালন করার আদেশ দিয়েছেন, আর যদি আমরা চাঁদ দেখতে না পাই, তবে দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী এই জাতীয় ইবাদত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন"।

আবূ দাউদ (ছহীহ, হা/১১৫৭) ও নাসায়ী আবূ উমাইর বিন আনাস থেকে, তিনি তার চাচা সম্পর্কিত এক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন:

«أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ»

"একদা একদল লোক আল্লাহর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এসে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গতকালকে নতুন চাঁদ দেখেছে, তখন তিনি তাদেরকে **ছিয়াম** রাখতে নিষেধ করে দিলেন এবং আগামীকাল সকালে ঈদগাহে যাওয়ার আদেশ দিলেন"।

---

১ যঈফ : আবূ দাউদ হা/২৩৪১, তিরমিযী হা/৬৯১, ইবনে মাজাহ হা/১৬৫২ ও নাসায়ী ইবনু আব্বাস থেকে হাদীছ**টি** বর্ণনা করেছে।

আর বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও মুওয়াত্ত্বায় ইবনু উমার এর **হাদীছ** দ্বারা চান্দ্রমাসের মেয়াদ পূর্ণ করার পরে **ছিয়াম** রাখার ও **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে।

আর চান্দ্রমাসের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরে **ছিয়াম** ভঙ্গ করার অনুমতি সাব্যস্ত হয়েছে মুসলিম ও নাসায়ীতে বর্ণিত আবূ হুরায়রার **হাদীছ** দ্বারা।

যখন তুমি এটা বুঝতে পেরেছ, তখন জেনে রাখো যে, যে ব্যক্তি চান্দ্রমাসের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার ভিত্তিতে অথবা তাঁর থেকে সাব্যস্ত যেকোনো প্রমাণের ভিত্তিতে **ছিয়াম** রাখা শুরু করে ও **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করে, সে অনুসরণকারী, সে বিদ'আতপন্থী নয় যেমনটা সায়্যিদ এর কথা থেকে বোঝা যায়।

যদি তুমি বল যে, সায়্যিদ এর কথা থেকে এটা কীভাবে উপলব্ধি করা যায়, যেখানে তার কথায় কোনো সীমাবদ্ধতা নেই?

আমি (ইমাম শাওকানী) বলব: কর্মের সীমার মধ্যে অবস্থান করাকে ওয়াজিব বলা ও কর্মের বিরোধিতা করলেই বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়ার বিষয়টিই এর প্রমাণ। যদি তুমি বল যে, এমন অনেক ক্ষেত্রেই আলেমদের ক্বলম সীমাতিরিক্ত অগ্রসর হয়েছে। সুতরাং তার কথাকেও তাদের কথার মতই মনে করা যেতে পারে?

আমি (ইমাম শাওকানী) বলব: অচিরেই তোমার কাছে এই পুস্তিকার অনেক স্থানেই এমন আলোচনা আসবে, যেগুলোকে সেই মাত্রার বলে মেনে নেওয়া যায় না, আর সেই দৃষ্টান্তগুলোকে সামনে রেখেই আমি এই আলোচনাগুলোকে সন্নিবেশিত করেছি, শুধু এই একটি দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে নয়।

তিনি বলেছেন: মদীনার বাহিরে চাঁদ দেখা গেছে এই ভিত্তিতে তিনি মদীনার ভিতরে **ছিয়াম** পালন করেছেন এমনটি জানা যায়নি।

আমি বলব (ইমাম শাওকানী): এটা শুধুমাত্র একটি দলীল বিহীন দাবি। সায়্যিদ যেই দাবির উপরে তার অসংখ্য কথার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। আর তুমি জান যে, গ্রাম্য ব্যক্তির সংবাদ ও আরোহীদলের সংবাদ এই জাতীয় দাবি খণ্ডনের জন্য যথেষ্ট। সায়্যিদ অচিরেই সেই হাদীছের ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করবে, আর তুমি উপলব্ধি করতে পারবে যে, তাতে কী কী সমস্যা রয়েছে।

তিনি বলেছেন: বর্তমান যুগে মানুষ এই হাদীছের বিপরীত আমল করে, তারা এক রাষ্ট্রীয় অঞ্চলের কারোর চাঁদ দেখাকে অন্য রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জন্য সাব্যস্ত করে, ঐ চাঁদ দেখার বিষয়টি এক দেশ থেকে আরেক দেশে লিখে পাঠিয়ে দেয়, আর সেটাকেই মানা আবশ্যকীয় মনে করে। অথচ এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই মর্মে কোনো হাদীছ নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এবং তাঁর কোনো খলীফাতুর রাশিদ থেকেও বর্ণিত হয়নি, বরং ইবনু আব্বাসের **হাদীছ**টি এই মতের বিপক্ষে, যা অচিরেই আসছে।

আমি বলব (ইমাম শাওকানী): কিতাব ও সুন্নাহ থেকে এই বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, সাক্ষ্য কোনো প্রকার শর্ত-সীমা ছাড়াই গ্রহণযোগ্য হবে। ক্বুরআন ও সুন্নাহ থেকে এটাও সাব্যস্ত হয়েছে যে, লিখিত সংবাদের উপর ভিত্তি করে আদেশ (রাষ্ট্রীয় ফরমান) দেওয়া ও আমল করা ছহীহ। বিতর্কের ক্ষেত্রটি এই দুই প্রধান নীতির মধ্যেই বিদ্যমান। সুতরাং এই বিশেষ সাক্ষ্যটির ক্ষেত্রে উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এই সাক্ষ্যটি অর্থাৎ এক অঞ্চলের জনগণের চাঁদ দেখার সাক্ষ্যটি এমন এক গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য, যার উপযুক্ত সকল শর্ত বিদ্যমান, তাই এই সাক্ষ্যটিও গ্রহণযোগ্য।

এখানে প্রথমটি অর্থাৎ সাক্ষ্যটি সকল শর্তে পরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট। কারণ সাক্ষ্যদাতার দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া, ন্যায়পরায়ণ হওয়া এবং সাক্ষ্যদাতার সংবাদ ছহীহ হওয়ার পথে ত্রুটি বা সমালোচনার যোগ্য কোনো অন্তরায় না থাকার শর্তগুলো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এখানে একমাত্র নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত না হওয়ার বিষয়টি ছাড়া আর কোনো সমালোচনার যোগ্য বিষয় নেই। আর এই বিষয়টি এই সাক্ষ্যকে ছহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটিযুক্ত করতে পারে না। কেননা, এটা ঐ সাধারণ বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, বিতর্কের ক্ষেত্রটা যেই বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত, যদিও এই বিষয়ে শুধুমাত্র এই **হাদীছ**টিই একমাত্র প্রমাণ:

"আর যদি আমরা চাঁদ না দেখি, আর দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়, তাহলে আমরা তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হজ্জ ও ক্বুরবানী সংক্রান্ত ইবাদতগুলো পালন করবো"। **হাদীছ**টি আবূ দাউদ বর্ণনা করেছে এবং নিম্নের **হাদীছ**টিও তা প্রমাণ করে।

"যদি চাঁদ অস্পষ্ট থাকে, তাহলে চান্দ্রমাসের মেয়াদ পূর্ণ করো, তবে দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী যদি সাক্ষ্য দেয়, তাহলে ভিন্ন কথা"।

আর অঞ্চলের ভিন্নতাকে একমাত্র এই সাক্ষ্যটির ছুহীহ হওয়ার পথের অন্তরায় সাব্যস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ ধার্য করার বিষয়টির অযৌক্তিকতার বিবরণ অচিরেই আসছে।

আর দ্বিতীয়টি সাব্যস্ত হবে নছ্ব (কুরআন হাদীছের ভাষ্য) ও ইজমা' দ্বারা। আর শুধুমাত্র এই জাতীয় লিখিত বিষয়ের ব্যাপারে বলা হবে যে, এই লিখিত সংবাদ ছুহীহ হওয়ার পথে কোনো অন্তরায় নেই। আর যেই লিখিত সংবাদ ছুহীহ হওয়ার পথে কোনো অন্তরায় নেই, তা গ্রহণযোগ্য। বিধায় এ লিখিত সংবাদটিও গ্রহণযোগ্য।

এই ক্ষেত্রে প্রথম বিষয়ে বলা যায়, এ কথা স্বীকৃত যে, শুধুমাত্র এই জাতীয় লিখিত সংবাদের উপরে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল না করা ছাড়া অন্য কোনো অন্তরায় নেই। আর তাঁর এই জাতীয় লিখিত সংবাদের উপরে আমল না করাটা এটা শরী'আত সম্মত না হওয়ার পক্ষে দলীল হতে পারে না। সাধারণ বিষয়গুলোর মধ্যে এই জাতীয় লিখিত সংবাদ অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই এটার শরী'য়াহ সম্মত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আর এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিষয়টি প্রমাণিত সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে কিতাব ও সুন্নাহ এর মধ্যে উক্ত বিষয়ের পক্ষে নির্দেশ বিদ্যমান থাকার কারণে এবং সেই অনুযায়ী আমল করার বিষয়টি বিদ্যমান থাকার কারণে, লেখার ব্যাপারে আদেশ পাওয়া যায়, আর প্রত্যেক আদেশই যেহেতু গ্রহণযোগ্য, তাই লিখিত সংবাদ এর বিষয়টিও গ্রহণযোগ্য।

প্রথমটির দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

"তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেনো ন্যায়পরায়ণতার সাথে তোমাদের চুক্তির বিবরণ লিখে রাখে"। সূরা আল বাকারা ২:২৮২

আর ছুহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা আবূ শাহ এর জন্য **হাদীছ**টির বিবরণ লিখে দাও"। আর ছুহীহাইনে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল্লাহ বিন আমরকে বলেছেন:

"তুমি লিখে রাখো"। এই জাতীয় আরো অন্যান্য দলীলসমূহ।

আর দ্বিতীয়টির পক্ষে প্রমাণ **হলো** এই যে, কোনো বিষয় গ্রহণযোগ্য না হওয়া সেই বিষয়টির অকার্যকর হওয়াকে আবশ্যক করে, যা এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাত্বিল বলে বিবেচিত হবে।

আর এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর বাণী -- "কোনো লেখক যেনো লিখতে অস্বীকার না করে" এই বাক্যে "কোনো লেখক" শব্দটি এমন একটি নাকিরাহ (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য), যা না-বাচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুতরাং এই শব্দটি সর্বপ্রকার লেখককেই অন্তর্ভুক্ত করেছে, আর এমন ব্যাপক অর্থবোধক পরিস্থিতিতে নাকিরাহ (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) শব্দকে শুধুমাত্র কারণের উপরে সীমাবদ্ধ রাখাটা অগ্রহণযোগ্য মত। তুমি যদি বল যে, আয়াতটির প্রথম অংশের বিষয়বস্তু **হলো** ঋণ, সুতরাং ব্যাপক অর্থটা ঋণ কেন্দ্রিক হতে হবে?

আমি বলব: শর্তহীনভাবে লিখিত বস্তু গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষের দলীলগুলো এমন শর্তকে গ্রহণ করে না, আর সামগ্রিকভাবে লিখিত বস্তু আমলযোগ্য এই বিষয়ে অনেক বেশি দলীল-প্রমাণ আছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম **হলো** নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চিঠিগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজাদের নিকট প্রেরণ করতেন, এরপরে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে সেনা প্রেরণ করতেন ও বদ দু'আ করতেন। আর এই বিষয়টিই **হলো** তাদের নিকট কিতাবসমূহ পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের কাছে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পক্ষের দলীল, অথচ তারা তাঁর হস্তলিপি চিনত না এবং তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলোও বুঝত না, বরং তাদেরকে অনুবাদ করে দিতে হত। অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** তাঁর মাঝে আর কুরাইশের মাঝে সংঘটিত চুক্তিনামা লিখে রাখার আদেশ প্রদান। আরো অন্যান্য দলীল **হলো** আমানত সংক্রান্ত বিষয়ের কিতাবগুলো, এগুলোর মধ্যে আরো আছে জায়গীর প্রদান করা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর কিতাবসমূহ, আরো আছে নিরাপত্তা, ঋণ ও প্রতিজ্ঞা ও মীমাংসা সংক্রান্ত বিষয়গুলোর কিতাব, আরো আছে আমর ইবনে হাযাম এর কিতাব, যা নাবী ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট লিখে পাঠিয়েছিলেন, আর ছাহাবাগণ সেখান থেকে অনেক শারঈ বিধি-বিধান গ্রহণ করেছেন, যেই **হাদীছ**টি মুত্তাছিল ও মুরসাল উভয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

যারা **হাদীছ**টি মুত্তাছিল সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, তারা হলেন আহমাদ, নাসায়ী ও আবূ দাউদ কিতাবুল মারাসীল এর মধ্যে, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আদ-দারিমী, আবূ ইয়া'লা আল মূছিলী ও ইয়া'ক্বূব বিন সুফয়ান, তারা স্বীয় মুসনাদে **হাদীছ**টি বর্ণনা করেছেন, **হাদীছ**টি আরো বর্ণনা করেছেন হাসান বিন সুফয়ান আছ-ছাওরী, উছমান বিন সা'ঈদ আদ-দারিমী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আযীয আল বগবী, আবূ যুর'আহ আদ-দিমাশক্বী, আহমাদ ইবনুল হাসান বিন আব্দুল জাফফার আছ-ছূফী, হামিদ বিন মুহাম্মাদ বিন সা'ঈদ বালখী, হাফেয ত্বাবারানী, আবূ হাতিম বিন হিব্বান স্বীয় ছহীহ গ্রন্থের মধ্যে এবং (মুহাদ্দিসদের) একটি বড় জামা'আত **হাদীছ**টি বর্ণনা করেছেন, আর মুরসাল সনদে **হাদীছ**টি বর্ণনা করেছেন নাসায়ী, আবূ দাউদ, শাফেঈ, উছমান বিন সা'ঈদ আদ-দারিমীসহ আরো অন্যান্যরাও। তবে এই বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন হাফেয ইবনু কাছীর।

অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** ইবনু উমারের এই **হাদীছ**ঃ

"কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য দুই রাত এমনভাবে অতিবাহিত করার অধিকার নেই যে, সে ওয়াছীয়্যাত করে যেতে চায় এমন সম্পত্তি তার নিকট থাকা সত্ত্বেও সে উক্ত বিষয়ের লিখিত ওয়াছীয়্যাত নিজের কাছে সংরক্ষণ করে রাখেনি"। মুত্তাফাক্বুন আলাইহি।

অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** ক্বুরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদেশ প্রদান করা। অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি একদা একটি চিঠি লিখে তা সিলগালা করে দিলেন এবং প্রেরিত সেনাদলকে আদেশ দিলেন যে, তারা যেনো তাঁর কাঙ্খিত গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে দেয় এবং তারা যেনো তাঁর চিঠি তাঁর নির্ধারিত স্থানে পৌঁছানোর পূর্বে পাঠ না করে এবং চিঠিতে লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী যেনো কাজ করে।

অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** আলী রা. এর বাণী, যখন তাকে প্রশ্ন করা **হলো** আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাদেরকে কোনো

বিশেষ বস্তু দিয়ে গেছেন? তিনি বললেন: না, তবে এই ছহীফার মধ্যে যা আছে, শুধু তাই, আর ঐ ছহীফার মধ্যে কিছু শারঈ বিধান ছিল। অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** আল্লাহ তা'আলার বাণী:

"আপনি বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তাহলে তাওরাত কিতাব নিয়ে আসো এবং তা তেলাওয়াত করে শুনাও"। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলকে আদেশ দিয়েছেন তাদেরকে তাওরাত কিতাব নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়ার জন্য, আর এই আদেশটা দেওয়া হয়েছে তাওরাত কিতাবে লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান বিধানের উপরে আমল করার দৃষ্টিকোণ থেকে।

অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** ইতোপূর্বে অতিবাহিত আল্লাহর বাণী:

"তোমাদের মধ্যে সংঘটিত চুক্তি যেনো কোনো একজন লেখক ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে লিখে রাখে" এবং নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী:

"তোমরা আবূ শাহ এর জন্য **হাদীছ**টি লিখে দাও" এবং আব্দুল্লাহ বিন আমরকে লক্ষ্য করে তারঁ আদেশ: "তুমি লিখে রাখো"।

অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত শাসকদের পক্ষ থেকে আগত চিঠির উপর তাঁর আমল করা।

যেমন বায়হাক্বী বারা ইবনু আযিব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাজদায় থাকা অবস্থায় তাঁর নিকট আলী রা. এর পক্ষ থেকে "হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ সম্পর্কিত" চিঠি এসে পৌঁছে।

অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** হস্তলিপির উপরে আমল করার বিষয়ে ছাহাবাগণের ইজমা', যা আল মু'তামাদ গ্রন্থে আবূল হুসাইন আল বাছরী ও ইমাম রাযী বর্ণনা করেছেন। এই ইজমা' এর কথা আরো বর্ণনা করেছেন হাফেয ইয়া'ক্বূব বিন সুফয়ান ও হাফেয ইসমা'ঈল বিন কাছীর এবং মানছূর বিল্লাহ আব্দুল্লাহ বিন হামযাহ, এই মতকে গ্রহণ করেছেন একদল বিশিষ্ট আহলুল বাইতের ইমামগণ। এই তথ্যটুকু উযীর সায়্যিদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম তানক্বীহুল আনযার কিতাবে প্রদান করেছেন। ছাহাবাদের ইজমা' ও যুক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হওয়া বিষয়ের পর্যালোচনায় রাযী এই বিষয়ে দলীল

দিয়েছেন এরপরে বলেছেন আর যুক্তিসঙ্গত বিষয়ের ক্ষেত্রে যেহেতু অগ্রাধিকারযোগ্য ইলম অর্জিত হয়েছে, যার ওপরে আমল করা ওয়াজিব।

অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** মুসলিমদের সকল শহরে ও নগরে চুক্তিনামা, টাকার চেক এবং আমীর ও শাসকদের হস্তলিপি গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে কর্মগত ইজমা' বা ইজমা' আল ফি'লী সাব্যস্ত হয়েছে।

অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** বিজাদাহ[২] এর উপরে আমল করা, যেই বিষয়টি আলেমগণ স্পষ্টভাষায় গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন। আর ইবনু রিসলান সুনানু আবী দাউদ এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে স্পষ্ঠভাষায় বলেছেন যে, ক্বাযী 'আয়ায এটা বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ হস্তলিপির উপরে আমল করার বিষয়টি তিনি বর্ণনা করেছেন অধিকাংশ ছাহাবা ও তাবে'ঈ থেকে, তিনি বলেন, এরপরে মুসলিম উম্মাহ এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছে আর মতানৈক্য দূর হয়েছে। এরপরে তিনি বলেছেন, মুসলিমে বর্ণিত আবূ সা'ঈদ এর **হাদীছ**, যেখানে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা ক্বুরআন ছাড়া আর কিছুই লিখো না"। এই হাদীছের উত্তর বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে।

- কেউ বলেছেন, লেখার অনুমতি প্রদান করা সংক্রান্ত **হাদীছ**গুলো দ্বারা নিষেধাজ্ঞার বিধান রহিত হয়েছে। নিষেধাজ্ঞা প্রথমদিকে দেওয়া হয়েছিল ক্বুরআন এর সঙ্গে **হাদীছ** মিলে যায় কি-না এই ভয়ে, পরবর্তীতে যখন এই ভীতি দূর হয়, তখন অনুমতি দেওয়া হয়।
- আবার কেউ কেউ সমাধান দিয়েছেন এভাবে যে, যার হিফয এর উপরে ভরসা করা যায়, তার জন্য লেখার অনুমতি নেই, আর যার হিফযের উপরে ভরসা করা যায় না, তার জন্য লেখার অনুমতি আছে, যেমনটি আবূ শাহ এর ক্ষেত্রে দেখা যায়।

---

২ বিজাদাহ মূলত মুহাদ্দীসদের একটি অন্যতম পরিভাষা, যা তারা ব্যবহার করে থাকেন এমন ইলম বা বিদ্যর ক্ষেত্রে, যা কোনো ছহীফা বা কোনো কিতাব থেকে কোনো ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করেছে, যেই বিদ্যা অর্জনের পথে সে কারো থেকে সংশ্লিষ্ট কিতাবটি শুনে নি, কারো থেকে শংশ্লিষ্ট কিতাবটির ইজাযত নেয় নি, কারো থেকে মুনাওয়ালার মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট কিতাবটির কোনো বিদ্যা সে অর্জন করেনি, বরং সে সম্পূর্ণ নিজে নিজেই কিতাবটি পড়েছে।

❖ আবার কেউ কেউ নিষেধাজ্ঞার হাদীছের ব্যাখ্যা করেছেন এই মর্মে যে, **হাদীছ** আর ক্বুরআন এক ছহীফায় লেখা যাবে না, কেননা, ছাহাবাগণ অনেক সময় কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা শুনে তা ঐ আয়াতের সঙ্গে লিখে রাখতেন, যার ফলে তাদেরকে এভাবে একত্রে লিখে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে উভয়টি মিশ্রিত না হয়ে যায়, যা সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে একই রকম মনে হয়। ইবনু রিসলান এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

এমনিভাবে আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীছের ব্যাপারেও একই কথা বলা হবে: যখন যায়েদ বিন ছাবিত মু'আবীয়ার দরবারে প্রবেশ করলেন, তখন মু'আবীয়া তাকে একটি **হাদীছ** সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন, আর এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন হাদীছটি লিখে রাখতে। তখন যায়েদ তাকে বললেন, আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেনো তাঁর কোনো **হাদীছ** না লিখি, আর তা ছাড়া **হাদীছ**টির বাহ্যিক অর্থ মেনে নিলেও এটা বিবাদমান বিষয়টির ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে না। যখন তুমি এই দলীলগুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছ, তখন এটাও জানতে পেরেছ যে, কোনো বস্তু লিখে রাখা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত একটি বিষয়, আর বিবাদমান ক্ষেত্রে লিখিত বিষয়ের উপরে আমল করার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে কোনো দলীল নেই।

আর এই দাবির সঠিকতার পক্ষে ইবনু আব্বাসের **হাদীছ**কে সহায়ক দলীল হিসেবে পেশ করার বিষয়ে আলোচনা সামনেই আসছে, যা তুমি অচিরেই জানতে পারবে।

তিনি বলেছেন: বর্তমান যুগের মানুষের কাজের মধ্যে **চারটি ক্ষেত্রে** প্রশ্ন উত্থাপিত হয়,

১। প্রথমটি হলো: এমন লিখিত সংবাদের উপরে আমল করা বিদ'আত বলে গণ্য হবে, যা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর খুলাফায়ে রাশিদীন থেকে বর্ণিত হয়নি অথচ তাঁদের সময় ইসলামী শাসন অনেক দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। মানুষের হেদায়েতের ব্যাপারেও তাদের আগ্রহের কমতি ছিল না, তাদের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান ছিল এবং তাঁরা হক্বকে সঠিকরূপে গ্রহণও করেছিলেন। তারপরেও তাঁরা এক অঞ্চলে চাঁদ দেখতে পাওয়ার ভিত্তিতে অন্য অঞ্চলে আমল করেছেন মর্মে কোনো খবর জানা যায়নি। আবার তাঁরা কেউ এক অঞ্চলের চাঁদ উদয়ের সংবাদ অন্য অঞ্চলে

লিখে পাঠাননি, আবার কারোর কাছ থেকে এমন লিখিত সংবাদ চেয়ে লোক পাঠাননি।

আমি (ইমাম শাওকানী) বলব: এই দীর্ঘ আলোচনার কোনো বড় উপকারিতা নেই। আর এই পুনরাবৃত্তিমূলক আলোচনা উপকারহীন। এখানে পূর্বের আলোচনার চেয়ে খুব বেশি কিছু বলা হয়নি। আর আমরা তোমাকে এই বিষয়টি জানিয়েছি যে, সরাসরি বিবাদমান বিষয়টি নির্দিষ্টভাবে দলীলের মধ্যে না আসার কারণে আলোচিত বিষয়টি সমালোচনার যোগ্য হবে না। আর যদি এভাবে শরী'আতে এমন নির্দিষ্টভাবে দলীল পেশ করা অত্যাবশ্যকীয় হয়, তবে শরী'আতের অধিকাংশ অংশই বাত্বিল হবে, যা সম্পূর্ণ বাত্বিল বলে বিবেচিত।

সাধারণ দলীলগুলোর মাঝে অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো শাখাগত বিধি-বিধান এবং মীমাংসিত বস্তু। আর এই মীমাংসিত বিধিগুলোর মাঝে সরাসরি স্পষ্টভাবে নছ (কুরআন-সুন্নাহর ভাষ্য) এর মধ্যে উল্লেখিত বিধানগুলোর চাইতে অনুল্লেখিতভাবে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলীর সংখ্যাই বেশি। ইসলামের পাঁচটি রুকনও এই অনুল্লেখিতভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিধানগুলোর ন্যায় প্রমাণিত হয়েছে,

সুতরাং ছলাত প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর বাণী - "তোমরা ছলাত ক্বায়েম করো" এখান থেকে। আর যাকাত প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর বাণী "তোমরা যাকাত আদায় করো" এই আয়াত থেকে। আর হজ্জ প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর বাণী - "মানুষের উপরে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্যে হজ্জ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে" এই আয়াত থেকে। আর **ছিয়াম** প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর বাণী – "তোমাদের উপরে **ছিয়াম** ফরয করা হয়েছে" এই আয়াত থেকে।

আর শাহাদাতের কালিমা প্রমাণিত হয়েছে আল্লাহর নবীর বাণী - - "আমাকে মানুষের সঙ্গে লড়াই করার আদেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এই কথা স্বীকার না করে" এই **হাদীছ** থেকে।

যদি দায়িত্বপ্রাপ্তির জন্য নির্দিষ্টভাবে দলীল বিদ্যমান থাকা শর্তই হতো, তাহলে সৃষ্টিজগতের প্রত্যেকেই ইবাদতের বাধ্য-বাধকতা থেকে এই কথা বলে স্বাধীন হয়ে যেত যে, এমন কোনো দলীল নেই, যা আমাকে এই জাতীয় ওয়াজিব

কার্যক্রমগুলো পালনে বাধ্য করে। আর এই জাতীয় খোঁড়া যুক্তির মধ্যে বিবেক ও শরী'আতের যে বৈপরীত্য বিদ্যমান, সেই বিষয়টির অকার্যকারিতা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর এটা মেনে নিলে যেই ফলাফল সামনে আসে, তা সুস্পষ্ট, যে বিষয়ে কোনো মুসলিম বিতর্কে জড়াতে পারে না।

যখন তোমার সামনে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তুমি এটা অবশ্যই বুঝতে পারছ যে, সাক্ষ্য ও বিবাদমান লিখিত সংবাদ এর উপরে যে আমল করে, সে আসলে কিতাব ও সুন্নাহ এর উপরেই আমলকারী। আর নির্দিষ্টভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলীল থাকতে হবে এমন দাবিদারের পক্ষের দলীলের আলোচনা সামনে আসছে, যেটাকে সায়্যিদ নির্দিষ্ট দলীল মনে করলেও আসলে তা নির্দিষ্টকরণের পক্ষে দলীল হওয়ার যোগ্য নয়।

তিনি বলেছেন: বরং লিখিত সংবাদ দলীল হওয়ার বিষয়টিকে তিনি স্বীয় বক্তব্য দ্বারা স্পষ্টভাষায় নাকচ করে দিয়েছেন:

«إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ

আমরা উম্মী জাতি, আমরা হিসাব করতে জানি না, আমরা মাসের হিসাব লিখে রাখতে জানি না। মাস হল এভাবে এভাবে (অর্থাৎ এক বার ইশারা করে ঊনত্রিশ দেখালেন, আরেক বার দেখালেন ত্রিশ) ছহীহ বুখারী হা/১৯১৩, ছহীহ মুসলিম হা/১০৮০।

আমি (ইমাম শাওকানী) বলব: যদি সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এই **হাদীছ** দ্বারা লিখিত সংবাদের উপরে সম্পূর্ণরূপে আমল করা যাবে না এই মর্মে দলীল পেশ করে থাকেন, তাহলে এটা বাত্বিল বাত্বিল। আর তুমি জানতে পেরেছ, যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে, তাই সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না অথচ নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর যুগে ঘটে যাওয়া অনেকগুলো ঘটনায় সাক্ষ্যের বিবরণ লিখে রাখার আদেশ দিয়েছেন। জমি জায়গীর প্রদান করা, অঙ্গীকারসমূহ ও সন্ধিগুলোর ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে। আর ছাহাবাদের যুগেও এই বিষয়টির ব্যাপক প্রচার প্রসার ঘটেছিল, তাহলে এই জাতীয় নির্দিষ্ট সাক্ষ্যের বিবরণী সম্বলিত কিতাবগুলো অস্বীকার করার দলীল কোথায়?

আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় এই মাসআলায় লিখিত সংবাদের উপরে আমল না করার উপর প্রমাণ পেশ করা, যেমনটা তার বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়। "বরং তিনি স্পষ্টভাষায় লিখিত সংবাদ দলীল হওয়ার বিষয়টিকে নাকচ করেছেন", তাহলে (আমরা বলব) হাদীছে এমন কোনো শব্দ নেই, যা এই বিষয়ের দলীল হতে পারে। বরং হাদীছের বাহ্যিক অর্থ হলো দিবসের হিসাব এবং মাসের বৃদ্ধি ও হ্রাস হওয়ার হিসাব লিখে রাখার কথা বলা হয়েছে। যেমনটি বোঝা যায় "আমরা হিসাব লিখে রাখতে জানি না" তাঁর এই বক্তব্যকে মাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কারণে, অথবা এই কথার উদ্দেশ্য হলো চাঁদের গমনাগমন এর হিসাব লিখে রাখা ও সেই অনুসারে আমল করা, অথবা আমরা লিখে রাখতে জানি না এই কথার উদ্দেশ্য হলো আমরা বালিতে রেখা টেনে লিখতে পারি না, যেমনটি বোঝা যায় এই বাক্যকে হিসাব এর সাথে নিয়ে আসার দ্বারা। কারণ হিসাবের অধিকাংশ দলীলগুলো বালিতে রেখা টেনে লেখার মত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেছেন: তোমাদের আরাফা হলো তোমাদের পরিচয় প্রদান করার দিন আর তোমাদের 'ঈদুল ফিত্বরের দিন হলো যে দিন তোমরা **ছিয়াম** ভঙ্গ করবে। আর এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, পরিচয় প্রদান ও **ছিয়াম** না রাখা একমাত্র তখনি হবে, যখন মানুষ উভয় ক্ষেত্রেই একত্রিত হবে, মানুষ একত্রিত না হয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করলে তা সম্ভব হবে না। তাই উভয় ক্ষেত্রেই ঐ স্থানেই অবস্থান করা ওয়াজিব, যেখানে সকলের জন্য একত্রিত হওয়া ওয়াজিব।

আর এটা একমাত্র আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করেননি তা পরিত্যাগ করার মাধ্যমেই সম্ভব হবে। উক্ত হাদীছের মধ্যে এই বিষয়েরও দলীল আছে যে, এক প্রান্তের অধিবাসীদের 'ঈদ অন্য প্রান্তের অধিবাসীদের 'ঈদ একসঙ্গে হয় না। কারণ স্বাভাবিক সমাবেশ একমাত্র একটি শহরের অধিবাসীদের দ্বারাই হয়ে থাকে। আর এটা স্পষ্ট এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যে, তিনি তাদেরকে **ছিয়াম** রাখা ও **ছিয়াম** ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন চাঁদ এর প্রকৃত অবস্থা জেনে ইবাদত করতে বাধ্য করেননি। এটাই হলো এই কথার প্রকৃত অর্থ যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহা উদার শরী'আত দিয়ে পাঠানো হয়েছে।

আমি বলব: খাত্ত্বাবী রহি. বলেছেন **হাদীছ**টির অর্থ হলো ইজতিহাদ করার পথে মানুষের কোনো ভুল হয়ে গেলে তা মার্জনা করে দেওয়া হবে। সুতরাং

কোনো সম্প্রদায় যদি ইজতিহাদ করেও ত্রিশদিনের পূর্বে নতুন চাঁদ দেখতে না পায়, এমনকি তারা মাসের মেয়াদ পূর্ণ করে, এরপরে তাদের কাছে যদি কোনো প্রমাণ আসে যে, মাস উনত্রিশদিনে হয়েছে, তাহলে তাদের **ছিয়াম** ও 'ঈদ অতিক্রান্ত হয়েছে বলেই বিবেচিত হবে। এতে করে তাদের কোনো গুনাহ সাব্যস্ত হবে না। এমনিভাবে হজ্জের মধ্যেও একই বিধান। যদি তারা আরাফা ও 'ঈদের দিন ধার্য করতে ভুল করে, তাহলে তাদের জন্য সেই দিনের ইবাদত পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই, এমনিভাবে তাদের কুরবানীও পুনরায় দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং প্রথম কুরবানীই যথেষ্ট হবে, এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীয় বান্দাদের প্রতি সহনশীলতা ও অনুগ্রহের বহিঃপ্রকাশ।

এই ব্যাখ্যা ইবনুল আছীর গারীবু জামে' আল উছূল কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি ছাড়াও আরো অনেক **হাদীছ** ব্যাখ্যাকার এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেছেন। তাহলে হাদীছের অর্থ যদি ভুল মার্জনা করে দেওয়া আর বাস্তবতার আলোকে ইবাদত করাকে বাধ্যতামূলক না করাই হয়, যেমনটি সায়্যিদ স্বীকার করেছেন, তাহলে এই হাদীছে বিবাদমান বিষয়ের কোনো আলোচনা নেই। আর যাকে নিজ অঞ্চলের নয় বরং অন্যকোনো অঞ্চলের অধিবাসীগণ শাওয়াল মাসের প্রথম দিন আসার পূর্বেই এই মর্মে সংবাদ দিয়েছে যে, শাওয়াল মাসের প্রথম দিন। উদাহরণস্বরূপ – শুক্রবার এমন ব্যক্তিকে কীভাবে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা ছহীহ হয়, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের প্রথম দিনে **ছিয়াম** রেখেছে ঐ দিনকে রমযান মাসের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাস করে, এরপরে সেই **ছিয়াম** শেষ করার আগ পর্যন্ত তার নিকটে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়নি যে, সেই দিনটি শাওয়াল মাসের প্রথম দিন ছিল। এই দুই অবস্থার মধ্যে বিস্তর তফাৎ রয়েছে। এই ব্যাখ্যাটা অনেকটা ঐ ব্যাখ্যাকারদের ন্যায়, যারা **হাদীছ**টির ব্যাখ্যায় বলেছেন মানুষ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং নবীর আদর্শের বিরুদ্ধাচারণ করবে, কোনো দল হিসাবের ভিত্তিতে কাজ করবে, আর এই আদর্শের উপরে উম্মাহর একটি দল অবস্থান করছে। আরেকটি দল হলো বাত্বেনী সম্প্রদায়, যারা **ছিয়াম** ও আরাফায় অবস্থানের আমলকে অন্যান্যদের চেয়ে আগে পালন করে থাকে, আর এটা তাদের জন্য নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। আর নববী আদর্শের উপরে তারাই প্রতিষ্ঠিত আছে, যাদের কপল্যাণ চেয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, তারাই হলো হাদীছের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, তারাই হলো ঐ সকল ব্যক্তি, যারা সর্বদা হক্বের

উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যাদের বিরোধিতাকারীরা তাদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারে না, তারাই হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, যদিও সেই দল সংখ্যায় একজন ব্যক্তি হয়, তারাই **হলো** ঐ সকল ব্যক্তি, যারা সত্যের পথের দিশা পেয়েছে আর সেই পথেই তারা সরলভাবে চলতে থাকে, তারাই হলো সেই দল, আল্লাহর হাত যাদের সাথে আছে। আর যারা তাদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। বিধায় তারাই হলো সেই দল, যারা যে দিন ঈদুল ফিতর পালন করবে আল্লাহর কাছেও সেই দিন ঈদুল ফিতর হিসেবেই বিবেচিত হবে, আর তারা যেই দিন কুরবানীর 'ঈদ পালন করবে, আল্লাহর কাছে সেই দিনটি কুরবানীর 'ঈদ হিসেবেই বিবেচিত হবে। কারণ তারা জানে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন ইবাদতের জন্য কোন সময়সূচী ও কী কী নিদর্শনাবলী ধার্য করেছেন।

এরপরে এই **হাদীছ** দ্বারা দলীল পেশ করা ছহীহ মেনে নেওয়া হয়, তথাপি আমরা বলব, এই হাদীছের সম্বোধিত ব্যক্তি উম্মাহর পূরো জামা'আত হয় অথবা রসূলের যুগে বিদ্যমান উপযুক্ত ব্যক্তিগণ হয়, তবুও এই হাদীছে কোনোভাবেই সায়্যিদের বক্তব্যের ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিত নেই। আর যদি হাদীছের সম্বোধন নির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এই বিধানটি তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, আর এটা ইজমা' বিরোধী হওয়ার পাশাপাশি মূল বিষয়বস্তুর উপরে কোনো ইঙ্গিত করে না। আর যদি এই সম্বোধনের দ্বারা উদ্দেশ্য হয় পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসী, এমনকি এটাকে যদি একেক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য একেকটি পৃথক পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্বোধন বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে এই সম্বোধন যদিও তার উদ্দেশ্যেকে ইঙ্গিত করে থাকে, তথাপি এই বিষয়ে তার সঙ্গে কেউ একমত হবে না। আর তার দাবির পক্ষের দলীলকে "কারণ, স্বাভাবিক সমাবেশ..." এই কথা দ্বারা শক্তিশালী করার বিষয়টি অগ্রহণযোগ্য। আর দূর-দূরান্তের বহু অঞ্চলের অধিবাসীদের বরং ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের এবং ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশের মানুষেরও একত্রিত হওয়ার পক্ষে অসংখ্য সনদ রয়েছে, যেমন এক ধর্মের উপরে একমত হওয়া, এক রাষ্ট্রনায়কের উপরে একমত হওয়া, এক মাযহাবের উপরে একমত হওয়া ইত্যাদি। আর ইজমা' যেখানে অন্যতম একটি প্রধান দলীল, সেখানে মানবিক স্বভাব একটি অনুভবযোগ্য দৃশ্যমান এবং সকলের জন্য উপলব্ধি করা সম্ভব এমন বিষয়ের উপরে তাদের ঐকমত্যকে কীভাবে অস্বাভাবিক মনে করতে পারে, অর্থাৎ চাঁদ

দেখাকে। আর প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানে যে, মানবিক স্বভাব এই জাতীয় বিষয়ে ঐকমত্য হওয়ার সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারবে এবং এই বিষয়ে মতানৈক্য হওয়াটা খুবই অবাস্তবিক ও অতি সামান্য।

কারণ, কোনো প্রশ্নকারী যদি হজ্জের সমাবেশকালে 'ইরাক্ব, শাম, পূর্ব, পশ্চিম ও ইয়েমেন এর ন্যায় দেশগুলোতে ঘুরে ঘুরে মানুষকে রমযান বা শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ সম্পর্কে জানতে চায়, তাহলে সে অধিকাংশক্ষেত্রেই তাদের উত্তর একই রকম পাবে, তাহলে সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ মানবীয় স্বভাবের যেই দাবি করলেন, তা কীসের ভিত্তিতে করলেন?

তবে তার "এটাই **হলো** এই কথার প্রকৃত অর্থ যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহা উদার শরী'আত দিয়ে পাঠানো হয়েছে" এই বক্তব্যটি সঠিক। কেননা, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অজ্ঞতার কারণে **ছিয়াম** না রাখা ওয়াজিব এমন ক্ষেত্রে **ছিয়াম** রাখা অথবা **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব এমন ক্ষেত্রে **ছিয়াম** না রাখার কারণে মুকাল্লাফ ব্যক্তিকে গুনাহগার বানানোটা এমন ইবাদত করতে বাধ্য করা, যা তার সাধ্য বহির্ভূত, আর এমন কঠিন ইবাদত বান্দার উপরে চাপিয়ে দেওয়া উদার শরী'আতের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, কিন্তু এর সাথে বিবাদমান বিষয়ের সম্পর্ক কী?

আবার এই কথাও বলা যেতে পারে যে, এক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য **ছিয়াম** রাখা ও না রাখার ক্ষেত্রে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সংবাদ গ্রহণ করাটা অধিক সহজ তাদের সংবাদ গ্রহণ না করার চাইতে, তবে সর্বশেষ পরিণতি **হলো** উভয়টিই সমান। কারণ "মাসের প্রথম দিন (উদাহরণ স্বরূপ) শুক্রবার" সংবাদদাতার এমন সংবাদে ঐ দিনে **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে যদিও কোনো সুবিধা নেই, কিন্তু এই সংবাদ অন্য আরেকদিক থেকে সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়, আর তা **হলো** জুম'আহ দিবস থেকে শুরু করে মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার পরে অতিরিক্ত একদিন **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব না হওয়ার সুবিধা। আর সংবাদটি গ্রহণ না করার মধ্যে যদিও শুক্রবারে **ছিয়াম** না রাখার সুবিধা আছে, তথাপি এর মধ্যে আরেকদিক থেকে অসুবিধাও আছে, আর তা **হলো** এই অবস্থায় (সংবাদ গ্রহণ না করার ক্ষেত্রে) আসল অবস্থার উপরে অবস্থান করাটা ওয়াজিব হওয়া, অর্থাৎ চাঁদ দেখা না গেলে ত্রিশদিন পর্যন্ত মাসের মেয়াদ পূর্ণ করা, যেই বিশ্লেষণ অচিরেই আসছে।

তিনি বলেছেন: আর যেহেতু মানুষ এমন কাজ করছে, যা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, তাই তাদের কার্যক্রম দীনের মধ্যে মানবসৃষ্ট বিদ'আত এর অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য।

আমি বলব: তুমি ইতোপূর্বেই জানতে পেরেছ যে, এই দাবি ভিত্তিহীন। আর এমন দাবির পক্ষে দলীল উপস্থাপন করা, যেই দাবির ব্যাপারে বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ সন্তুষ্ট হন না। আর যেই পরিণতি বা ফলাফলকে (বিদ'আত হওয়া) তিনি অবধারিত সাব্যস্ত করতে চেয়েছেন, তা একমাত্র তখনি পূর্ণ হবে, যখন শরী'আতকে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা ও মৌন সম্মতিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র তাঁর কার্যসমূহের উপরে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হবে... এটা এমন বক্তব্য, যা কেউ পূর্বে বলেনি এবং কোনো আলেমের মস্তিষ্ক কখনো এমন কথা কল্পনাও করেনি। শুধুমাত্র বিভ্রান্তিকর ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষকে বিদআতী বলা ও এই জাতীয় অলীক কল্পনাসমূহের ভিত্তিতে শরী'আত প্রণেতার বিরোধিতা করার অপবাদ দেয়া বিবেক-বুদ্ধি, শরী'আত ও ইনছাফ পরিপন্থী।

তিনি বলেছেন: আর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -- "যে আমাদের এই দীনের মধ্যে এমন নতুন বিধান সৃষ্টি করল, যার অস্তিত্ব তাতে ছিল না, তা প্রত্যাখ্যাত। আমরা এমন বিষয় কীভাবে গ্রহণ করতে পারি, যা আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আমি বলব: এই হাদীছে বিদ'আতকে প্রত্যাখ্যান করার দলীল আছে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর নতুন বিধান সৃষ্টির অনিষ্টতা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এই **হাদীছ** দ্বারা দলীল পেশ করা ছহীহ হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো বিবাদ নেই। কিন্তু আমরা বলব এই **হাদীছ**টি বিবাদমান বিষয়টির উপরে প্রয়োগ হবে না। আর এর বিবরণ **হলো** ক্বুরআন দ্বারা প্রমাণিত বিষয় যা শরী'আত, আর প্রতিটি শরী'আত বা বিধান **হলো** তাঁর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। তাই ক্বুরআন দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ও তাঁর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। আর তাঁর কথা ও মৌন সম্মতি দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ও শরী'আত। আর প্রতিটি শারঈ বিধান তাঁর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। তাই তাঁর কথা ও মৌন সম্মতি দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ও তাঁর আদেশের অন্তর্ভুক্ত। আর উক্ত **হাদীছ** দ্বারা বিবাদমান বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করার জন্য দলীল পেশ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই ছাত্রদের বাহনের ঘাড় ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

যাওয়ার আশংকা আছে এমন গিরিপথ আর তেপান্তরের ন্যায় জটিল ও দুর্বোদ্ধ পন্থায় প্রমাণ উপস্থাপন বাদ দিয়ে সরাসরি এটা প্রমাণ করা হবে যে, হাদীছে বর্ণিত আমর আদেশ শব্দটিকে শুধুমাত্র তাঁর কর্মের দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ের সঙ্গে নির্দিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। কবি বলেন: তুমি নিজের বিবেককে প্রশ্ন করে দেখো, কীভাবে তুমি আজকের প্রভাতকে রাত বলছ * দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কি আলোর রশ্মি দেখতে অপারগ হয়ে গেল।

তিনি বলেছেন: এটা বিদ'আত হওয়ার দলীল **হলো** আমরা এই অঞ্চলের মুসলিমরা শুধুমাত্র উনত্রিশদিন **ছিয়াম** রেখে এরপরে একদিনের **ছিয়াম** কাযা করেছে এই কথা আমরা শুনিনি, অথচ নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ইবনু মাস'ঊদসহ অন্যান্যদের হাদীছে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাহাবাগণের উনত্রিশদিনের ছিয়াম**ই** বেশি বার হত ত্রিশদিনের চেয়ে। একবার তিনি একমাস যাবৎ স্বীয় স্ত্রীদের নিকট না যাওয়ার ঈলা (শপথ) করলেন, এরপরে উনত্রিশদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তিনি স্ত্রীদের ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁকে বলা হলো মাসের মাত্র উনত্রিশদিনই কেবল অতিবাহিত হয়েছে, তখন তিনি বললেন, মাস উনত্রিশদিনেও পূর্ণ হয়ে থাকে।

আমি বলব: সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ যেই বিষয়টি থেকে সাবধান করা ও অস্বীকার করার পিছনে পড়েছেন, তা হলো এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখার সংবাদের ভিত্তিতে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের আমল করা এবং চাঁদ দেখার লিখিত সংবাদ কোথাও পাঠানো এবং সেই লিখিত সংবাদের উপরে আমল করার বিষয়গুলোতে। এরপরে তিনি সেই বিষয়গুলো বিদ'আত হওয়ার দলীল পেশ করতে যেয়ে এমন দলীল নিয়ে এসেছেন, যার মাঝে এবং ঐ বিষয়গুলোর মাঝে কোনোদিক থেকেই কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এই বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, এক অঞ্চলের অধিবাসীদের সাক্ষ্য বা তাদের লিখিত সংবাদ অন্য অঞ্চলের অধিবাসীগণ গ্রহণের কারণে ত্রিশদিনের **ছিয়াম** আবশ্যক হবে না অথবা উনত্রিশদিনের **ছিয়াম** এর পাশাপাশি আরো একদিনের **ছিয়াম** বাধ্যতামূলকভাবে কাযা করা আবশ্যক হবে না, তাহলে এটা কেমন দলীল **হলো** যেই দলীলের ব্যাপারে কোনো আলেম আস্থা রাখতে পারছেন না।

সুতরাং এই ক্ষেত্রে করণীয় **হলো** সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এর সমকালীন মানুষদের থেকে সংঘটিত হয়েছে ধরে নিয়ে এটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বিদ'আত আখ্যা দেওয়া। আর এই **হাদীছ** দ্বারা ঐ সাক্ষ্য বা লিখিত সংবাদ গ্রহণ করা বিদ'আত হওয়ার দলীল পেশ করা এমন পরস্পরবিরোধী কর্ম, যেই ব্যাপারে স্বয়ং লেখক নিজেই সন্তুষ্ট নন।

এরপরে এই বিষয়টি জেনে রাখো যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকাংশ ছিয়াম**ই** উনত্রিশদিন যাবৎ হত মর্মে যেই দলীল তিনি পেশ করেছেন এবং ঈলার ঘটনার বিবরণে যা তিনি উল্লেখ করেছেন, তা প্রযোজ্য হবে একমাত্র ঐ ব্যক্তির বিদ'আতপূর্ণ কর্মের উপরে, যে ব্যক্তির রমযান মাস উনত্রিশদিনে শেষ হয়ে গিয়েছে এই কথা নিশ্চিতরূপে জানার পরেও উনত্রিশদিন ছিয়াম রেখে পরে আবার একদিনের ছিয়াম কাযা করেছে, তবে এই একদিনের ছিয়াম যদি সে অনিশ্চয়তার সঙ্গে কাযা করে, তাহলে তার ক্ষেত্রে এই দলীল প্রযোজ্য হবে না, কারণ চাঁদ দেখতে না পাওয়ার শর্তে মাস পূর্ণ করার যেই দাবি হাদীছে জানানো হয়েছে, সেই দাবি থেকে দায়মুক্তি সায়্যিদ এর বর্ণিত পন্থায় অর্জন করা সম্ভব নয়, যেই আলোচনা সামনে আসছে। বরং ত্রিশদিন ছিয়াম পূর্ণ করে তবেই সেই দায়ভার থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব, যেমনটি আমরা শীঘ্রই আলোচনা করবো। আর উছূলুল ফিক্বহ ও শাখাগত ফিক্বহ শাস্ত্রের আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে এই বিষয়ে যে, মূল বিধানটি ওয়াজিব হওয়ার দলীল কি ঐ বিধানটি কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নাকি নতুন দলীল ছাড়া কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হবে না, যা একটি অনুমেয় ইজতেহাদী মাসআলা, যেখানে নিন্দনীয় ও বিদ'আতী বলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ নেই।

তিনি বলেছেন: আর যখন এটা প্রমাণিত **হলো** যে, মাস উনত্রিশ দিনে হয়, তখন ঐ দিনগুলোর (উনত্রিশ দিন) **ছিয়াম** সম্পূর্ণ করার দ্বারা মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার দায়বদ্ধতা আর থাকে না, - যেমন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শপথ পূর্ণ সততার সহিত সম্পন্ন হয়েছে উনত্রিশদিন পর্যন্ত তাঁর স্বীয় স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার মধ্য দিয়ে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিশদিন ছিয়াম রাখাকে আবশ্যক করে এমন কোনো বিষয় নতুন করে সামনে আসে, আর এমন বিষয়টি হলো শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ অস্পষ্ট থাকা।

আমি বলব: আবূ দাউদ ও নাসায়ী হুযায়ফা থেকে বর্ণনা করেছে, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমরা পরবর্তী মাসে ততক্ষণ পর্যন্ত যেয়ো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নতুন চাঁদ না দেখ অথবা চলমান মাসের মেয়াদ পূর্ণ না কর, এরপরে তোমরা **ছিয়াম** রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন চাঁদ না দেখ অথবা চলমান মাসের মেয়াদ ত্রিশদিন পূর্ণ না কর"।

আর এই **হাদীছ**টি এই বিষয়ের স্পষ্ট দলীল যে, মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার দাবিটি ত্রিশদিনের **ছিয়াম এ**র সাথে সম্পৃক্ত, তবে এমন কোনো নতুন কারণ সামনে আসলে ভিন্ন কথা, যা ত্রিশদিনের মধ্যে একদিনের **ছিয়াম** থেকে দায়মুক্তি দিতে পারে, আর সেই কারণটি **হলো** নতুন চাঁদ দেখা।

কারণ, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **ছিয়াম** রাখা ও **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার দুইটি শেষসীমা ধার্য করে দিয়েছেন। আর তা **হলো** নতুন চাঁদ দেখতে পাওয়া অথবা মাসের মেয়াদ পূর্ণ করা। সুতরাং প্রথমটি যদি অর্জিত না হয়, তবে দ্বিতীয়টি অর্জনের লক্ষ্যে বিরামহীনভাবে অগ্রসর হতে হবে।

পক্ষান্তরে সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ "মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার দাবিকে উনত্রিশদিন **ছিয়াম** রাখার সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছেন, তবে ত্রিশদিন **ছিয়াম** রাখাকে আবশ্যক করে এমন কোনো নতুন কারণ সামনে আসলে ত্রিশদিনই **ছিয়াম** রাখতে হবে" এটা শরী'আত প্রণেতার কথার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ তার এই দাবিটি "তোমরা উনত্রিশদিন পর্যন্ত **ছিয়াম** রাখো, তবে চাঁদ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেলে ত্রিশদিন **ছিয়াম** রাখো" এরকম।

পক্ষান্তরে শরী'আত প্রণেতার বক্তব্য **হলো** "তোমরা ত্রিশদিন **ছিয়াম** রাখো, তবে এর পূর্বে চাঁদ দেখতে পেলে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করে দাও" এরকম।

সুতরাং শরী'আত প্রণেতা ত্রিশদিনের **ছিয়ামকে** প্রথমে ওয়াজিব বিধান হিসেবে ধার্য করেছেন। তবে ত্রিশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোনো দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তকারী কোনো কারণ সামনে আসলে ত্রিশদিন পূর্ণ করা আর ওয়াজিব থাকে না। আর সায়্যিদ ত্রিশদিনের **ছিয়াম** পূর্ণ করার ওয়াজিব বিধানকে প্রথম পর্যায়েই দায়মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তবে ত্রিশদিনের **ছিয়াম** পূর্ণ করা ওয়াজিব হয় এমন কোনো কারণ সামনে আসলে তবেই তিনি ত্রিশদিনের **ছিয়াম** রাখার অনুমতি দিয়েছেন। উভয় কথার মধ্যে এই দিক থেকে বড়

ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। আর আমরা অচিরেই উভয় কথার মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য এর বিষয়টি একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে রেখে বিশ্লেষণ করব। অবস্থাটি **হলো** যদি কোনো ব্যক্তি রমযান মাসের প্রথম দিন – এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জেনে অথবা এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে রমযান মাসের প্রথম দিনটি তার ধারণার সাথে মিলে যাবে – **ছিয়াম** রাখে, এরপরে ত্রিশতম দিনেও সে নতুন চাঁদ দেখতে পায়নি, মেঘ অথবা ঘন কুয়াশায় অথবা অন্যকিছুতে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে নয় যেমনটি অভিধানসমূহে ও হাদীছের ব্যাখ্যা গ্রন্থগুলোতে "গুম্মা" শব্দের বিশ্লেষণে বলা হয়ে থাকে, বরং আকাশ পূর্ণোজ্জ্বল ও দেখার পূর্ণ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তার জন্য নতুন চাঁদ দেখা সম্ভব হয়নি, তাহলে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সায়্যিদ বলেন তার জন্য ত্রিশদিনের **ছিয়াম** পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়, যেমনটি তুমি তার বক্তব্য থেকে বুঝতে পেরেছে।

আল্লাহ ক্ষমা করুন, তবে এই ক্ষেত্রে চাঁদ আচ্ছন্ন হয়ে থাকার অর্থ যদি "আকাশ পরিষ্কার উজ্জ্বল থাকা সত্ত্বেও নতুন চাঁদ দেখা সম্ভব না হওয়ার অবস্থাকে" অন্তর্ভুক্ত করে, তবেই একমাত্র বাঁচার উপায় আছে। কিন্তু এটা অভিধানের গ্রন্থসমূহ ও হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো এর বিপরীত।

আর শরী'আত প্রণেতা এই অবস্থাকে **ছিয়াম** রাখাকে ওয়াজিব বলেছে, দলীল **হলো** তাঁর বাণী:

"এরপরে তোমরা **ছিয়াম** রাখো চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত অথবা মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার আগ পর্যন্ত"।

এখন তোমার নিজের জন্য যা তুমি ভালো মনে কর, তাই গ্রহণ করতে পার। সামগ্রিকভাবে এই কথা বলা যায় যে, আমরা চাঁদ দেখে **ছিয়াম** রাখা ও চাঁদ দেখে **ছিয়াম** বন্ধ করার মাধ্যমে ইবাদত করতে বাধ্য। আর চাঁদ দেখাটা কখনো সম্পন্ন হয় ত্রিশদিন পূর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে, আবার কখনো উনত্রিশদিনের মাথায় যেয়েও সরাসরি চাঁদ দেখা যায়। সুতরাং চাঁদ না দেখা যাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সর্বসম্মতিক্রমে ত্রিশদিনের সংখ্যার ভিত্তিতে ইবাদত করতে বাধ্য। যেমনটি বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, মুওয়াত্ত্বা ও নাসায়ীতে ইবনু উমারের হাদীছে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের কথা আলোচনা করতে যেয়ে বললেন:

"তোমরা নতুন চাঁদ না দেখে **ছিয়াম** রেখো না, আর নতুন চাঁদ না দেখে **ছিয়াম** ভঙ্গ করো না। আর যদি নতুন চাঁদ তোমাদের নিকট অস্পষ্ট থাকে, তাহলে মাসের নির্ধারিত মেয়াদ ত্রিশদিন পূর্ণ করো"। আর বুখারীর বর্ণনায় বলা হয়েছে:

"যদি নতুন চাঁদ তোমাদের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়, তাহলে ত্রিশদিনের মেয়াদ পূর্ণ করো"। আর মুসলিম ও নাসায়ীতে আবূ হুরায়রা বর্ণিত হাদীছে বলা হয়েছে:

"যদি তোমাদের দৃষ্টি থেকে নতুন চাঁদ হারিয়ে যায়, তাহলে ত্রিশদিন পর্যন্ত **ছিয়াম** পূর্ণ করো"।

এখানে এই কথা বলা যাবে না যে, চাঁদ দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাওয়ার শর্তে ত্রিশদিন **ছিয়াম** পূর্ণ করার বিধান প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়টি সায়্যিদের বক্তব্য "নতুন চাঁদ দৃষ্টি থেকে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত" এই কথার পক্ষের দলীল। কেননা, আমরা বলব, শরী'আত প্রণেতা **ছিয়াম** রাখা ও **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করাকে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছে। আর তুমি এটাও জানতে পেরেছ যে, চাঁদ দেখাটা ত্রিশদিন অথবা উনত্রিশদিনেও হতে পারে, যদি (এই দুই দিনেও) না হয়, তাহলে ত্রিশদিন **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব, চাই এটা চাঁদ দেখার পথে আকাশ উজ্জ্বল না থাকার মত কোনো সাময়িক অন্তরায় আসার কারণেই হোক, অথবা আকাশ উজ্জ্বল থাকা সত্ত্বেও দেখা সম্ভব না হওয়ার কারণেই হোক।

আর উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য **হলো** "ত্রিশদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও কোনো সাময়িক অন্তরায় থাকার কারণে নতুন চাঁদ দেখা না যাওয়ার ফলে নতুন চাঁদ দেখা পর্যন্ত বিরামহীনভাবে **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব" এই ভুল ধারণা নিরসন করা, যেই ধারণাটি উপরে বর্ণিত প্রথম **হাদীছ**টি থেকে স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, মাসের মেয়াদ পূর্ণ করা চাঁদ দেখার স্থলাভিষিক্ত। সায়্যিদ উনত্রিশদিন ছিয়াম রাখাকেই ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন, তবে চাঁদ অস্পষ্ট থাকলে ওয়াজিব **হবে** ত্রিশদিন ছিয়াম রাখা, যা বর্ণিত হাদীছগুলোতে নেই।

এখন তিনি যদি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকাংশ ছিয়াম**ই** ছিল উনত্রিশ দিন বিশিষ্ট হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেন, তবে এটা হবে

দাবির পক্ষে এমন দলীল, যা মূল দাবি থেকে বহু দূরত্বে বিদ্যমান। কারণ উনত্রিশদিন পর্যন্ত ছিয়ামকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তকারী চাঁদ দেখার বিষয়টি বিদ্যমান থাকার কারণে, ওয়াজিবকারী বিষয়টি বিদ্যমান না থাকার কারণে নয়। আর যদি তিনি এই বিষয়ে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী - "মাস উনত্রিশদিনে পূর্ণ হয়" দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন, যেহেতু এই বাক্যে "আশ-শাহার" শব্দটির শুরুতে আলিফ-লাম জিনসী (কোনো বিশেষ্যের জাতীয়তা বোঝানোর জন্য যেই আলিফ-লামকে আনা হয়, তাই মূলত আলিফ-লাম জিনসী) এনে মাস তার পরবর্তী শব্দের অর্থের সঙ্গে সীমাবদ্ধ এই কথা বোঝানো হয়েছে, তাহলে এটাও বুঝতে হবে যে, নির্দিষ্ট বিশেষ্যের শুরুতে আলিফ-লাম যেই সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রদান করে, তা সর্বক্ষেত্রে বা অধিকাংশক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেমনটি ইলমুল মা'আনী-তে স্বীকৃত মূলনীতি হিসেবে বিদ্যমান। আর এই জন্যেই তালখীছুল মিফতাহ গ্রন্থে এমন সীমাবদ্ধতা অল্পক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় এই কথা বোঝানোর জন্য গ্রন্থকার বলেছেন: "আর দ্বিতীয়টি কখনো কখনো জিনস তথা মূল সত্তাটি একটি নির্দিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ এই অর্থ বুঝায়"... আর যদি এই স্থানে সীমাবদ্ধতার অর্থ দেয় এই কথা মেনেও নেওয়া হয়, তথাপি সীমাবদ্ধতা থেকে নির্ণীত তাৎপর্য ইতোপূর্বে অতিবাহিত দলীলগুলোর শাব্দিক অভিব্যক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, আর এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, শাব্দিক অভিব্যক্তি মাফহূম বা অব্যক্ত তাৎপর্যের উপরে প্রাধান্য লাভ করে। আর যদি তিনি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শপথ যথাযথভাবে পূর্ণ হয়েছে উনত্রিশদিন যাবৎ (স্ত্রীদের) থেকে পৃথক থাকার দ্বারা এই **হাদীছ** দ্বারা দলীল পেশ করেন, যেমনটি তিনি উল্লেখ করেছেন, তাহলে আমরা বলব, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, মাস কখনো কখনো উনত্রিশদিনে পূর্ণ হয়ে থাকে, সেই দিক থেকে এই হাদীছটি সংশ্লিষ্ট বিতর্কের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। আর এই বিষয়েও কোনো অন্তরায় নেই যে, যেই মাসে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছিলেন, সেই মাসটি উনত্রিশদিনে শেষ হয়েছিল। আর সেই হিসাবে আশ শাহার শব্দের আলিফ-লাম এর মা'রিফার প্রকারটা আলিম-লাম আহদীর প্রকার হবে। আর নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাস ত্রিশদিনে পূর্ণ হয়, যেমনটি মুসলিম, নাসায়ী ও আবূ দাউদে ইবনু উমার থেকে বর্ণিত হয়েছে:

"আমরা উম্মী উম্মত, আমরা হিসাব করতে জানি না, আমরা লিখতে জানি না, মাস **হলো** এতদিনে এতদিনে এতদিনে পূর্ণ হয়"।

অর্থাৎ কখনো উনত্রিশদিনে আবার কখনো ত্রিশদিনে এভাবেই মাস পূর্ণ হয়, এই ব্যাখ্যার সমর্থনে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী অচিরেই সামনে আসছে। "মাস ত্রিশদিনে এবং মাস উনত্রিশদিনেও হয়, **হাদীছ**টি মুআয়্যাদ বিল্লাহ আত-তাজরীদ গ্রন্থে মুত্তাছিল সনদে বর্ণনা করেছেন, আবূ ত্বালিব আল-আমালী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাক্বীও **হাদীছ**টি বর্ণনা করেছেন। তবে মাস ত্রিশদিনে পূর্ণ হয় এই দিকের দলীলই বেশি, আর এই পক্ষের দলীলগুলো মাসের মূল মেয়াদের সঙ্গে অর্থাৎ উনত্রিশদিনে মাসের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিকও নয়, তাই এই মেয়াদকে গ্রহণ করা এবং তা ধরে রাখা ইজমা' এর ভিত্তিতে ওয়াজিব, যেমনটি উছূলুল ফিক্বহ এর কিতাবগুলোতে বিধিবদ্ধ আছে। আর এই দাবির পক্ষের সহায়ক অন্যতম দলীল **হলো** বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত আবূ বাকরার হাদীছ, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"'ঈদের দুই মাস "রমযান ও যূল হিজ্জাহ" এর মেয়াদ কখনো হ্রাস হয় না"।

আর 'উভয় মাসের ছাওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না অথবা উভয় মাস একই বছরে অসম্পূর্ণ মেয়াদে শেষ হবে না' এই হাদীছের এমন ব্যাখ্যা এমন কোনো আবশ্যকীয় ব্যাখ্যা নয়, যা মেনে নেওয়া আবশ্যক। কেননা এই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এতটুকু দাবি করা যেতে পারে যে, 'মাস উনত্রিশদিনে পূর্ণ হয়' হাদীছটিতে আশ শাহার শব্দের আলিফ-লামটিকে যদি জিনসী (জাত বা জাতীয়তার অর্থ বিশিষ্ট) বা ইস্তিগরাক্বী (কোনো জাত এর অন্তর্ভুক্ত সকল সত্তাকে অন্তর্ভুক্তকারী) মেনে নেওয়া হয়, তাহলে **হাদীছ**টি 'আম (ব্যাপক তথা বছরের বারটি মাসের ক্ষেত্রেই **হাদীছ**টি প্রযোজ্য), যেটাকে নির্দিষ্ট (যেই আয়াত বা হাদীছের সাধারণ বিস্তৃত বিধানকে অন্যকোনো আয়াত বা **হাদীছ** দ্বারা সীমিত বা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে) করা হয়েছে। "'ঈদের দুই মাস কখনো হ্রাস হয় না" এই **হাদীছ** দ্বারা, আর আলিফ-লামটিকে 'আহদী (একটি নির্দিষ্ট সত্তাকে বোঝানোর জন্য যেই আলিফ-লামকে ব্যবহার করা হয়, তাকেই আলিফ-লাম 'আহদী বলে) মেনে নিলে কোনো বৈপরীত্য থাকে না। আর একই বিশ্লেষণটি "মাস এতদিনে এতদিনে এতদিনে পূর্ণ হয় এই কথা বলে

তৃতীয়বারে তিনি ডান বা বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল গুটিয়ে নিলেন" এই হাদীছের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হ্যাঁ, তবে ইবনু মাস'ঊদ বর্ণিত **হাদীছ**, যা আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে:

"আমরা আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে যতগুলো **ছিয়াম** ত্রিশদিন পর্যন্ত রেখেছি, তার চেয়ে বেশি **ছিয়াম** উনত্রিশদিন পর্যন্ত রেখেছি" যেই **হাদীছ**টি "'ঈদের দুই মাস (একত্রে) কখনো হ্রাস হয় না" এই হাদীছের বাহ্যিক অর্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কিন্তু তুমি জেনে থাকবে যে, ইবনু মাস'ঊদের **হাদীছ** আবূ বাকরার হাদীছের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার সক্ষমতা রাখে না, কারণ উছূল ও পরিভাষা শাস্ত্রে এই নীতি স্বীকৃত যে, ছুহীহাইনের বাহিরের **হাদীছ** ছুহীহাইনের হাদীছের উপরে প্রাধান্য পাবে না, আর তা ছাড়া কথা কাজের উপরে প্রাধান্য পাবে, আর উভয় হাদীছের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ইবনু মাস'ঊদের হাদীছের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র আবূ বাকরার হাদীছের ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়াটা স্পষ্ট স্বেচ্ছাচারিতা। আর ইবনু মাস'ঊদের হাদীছে যেই ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া যায়, তা **হলো** অধিকাংশ **ছিয়াম** উনত্রিশটি হওয়ার কারণ **হলো**, রমযান মাসের নতুন চাঁদ দেখা না যাওয়ার ফলে প্রথম দিনটি নির্ণয় করার ব্যাপারে একপ্রকার সংশয় দেখা দিত, যার কারণে তিনি শা'বান মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ দিতেন।

তিনি বলেছেন: কেননা **ছিয়াম** শুরু করাটা যদি রমযান মাসের প্রথম দিন এই নিশ্চয়তার সাথে হয় অথবা এই প্রবল ধারণার সাথে হয় যে, রমযান মাসের প্রথমদিন নির্ধারিত হলে তা তার সিদ্ধান্তের সাথে মিলে যাবে, তাহলে এই ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই।

আমি বলব: তিনি আসলে বলতে চাচ্ছেন যে, যেকোনোভাবে উনত্রিশদিন **ছিয়াম** রাখার দায়ভার থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে তখন (ত্রিশদিন যাবৎ **ছিয়াম** রাখার ব্যাপারে) কোনো আপত্তি নেই, এই কথাটি তিনি বলছেন ঐ দলীলের ভিত্তিতে, যার আলোচনা ইতোপূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। আর তুমি এই কথা বুঝতে পেরেছ যে, কোনো ক্ষেত্রেই তার এই দলীলটি প্রযোজ্য হতে পারে না।

তিনি বলেছেন: আর যদি **ছিয়াম**রত ব্যক্তি এই ধারণায় **ছিয়াম** রাখতে শুরু করে যে, রমযান মাসের প্রথমদিন নির্ধারিত হলে তার **ছিয়াম**ের শুরুটা রমযান মাসের আগেই হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে, তাহলেও এই ক্ষেত্রে কোনো

আপত্তি নেই, যেহেতু **ছিয়াম** শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা পর্যন্ত বিরামহীনভাবে **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব, যদিও **ছিয়াম** ত্রিশটির বেশি হয়।

আমি বলব: রমযান মাসের প্রথম দিন নির্ধারিত হলে তার **ছিয়াম** রমযান মাস শুরু হওয়ার পূর্বেই শুরু হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে এই বিষয়টি রমযান মাসের প্রথম দিনটি তার নিকট স্পষ্ট এই বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং সায়্যিদ ইতোপূর্বে শুধুমাত্র উনত্রিশদিনের **ছিয়াম** রাখার মধ্যেই যেভাবে ওয়াজিবকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং একমাত্র উনত্রিশটি **ছিয়াম** রাখার দ্বারা ওয়াজিব থেকে দায়মুক্ত হওয়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন সেই অনুসারে তার জন্য এই কথা বলাটাই অধিক উপযুক্ত ছিল যে, "যেহেতু যেই দিন তার (**ছিয়াম**রত ব্যক্তি) নিকটে রমযান মাসের প্রথমদিন বলে মনে হয়েছিল সেই দিনসহ উনত্রিশদিন পর্যন্ত বিরামহীনভাবে **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব যদি কোনো কারণে চাঁদ দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য থেকে যায়"।

তিনি বলেছেন: আর যদি তার **ছিয়াম**ের শুরুটা এই ধারণার আলোকে হয় যে, **ছিয়াম**ের প্রথমদিন নির্ধারিত হলে তার **ছিয়াম** রাখাটা দেরিতে শুরু হয়েছে বলে প্রমাণিত হবে, তাহলে এটা আপত্তিযোগ্য বিষয়। তবে এই ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত **হলো** যদি শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা পর্যন্ত **ছিয়াম**রত ব্যক্তির উনত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণ না হয়, তাহলে তার উপর ওয়াজিব **হলো** একটি **ছিয়াম** কাযা করে হলেও উনত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণ করা। কারণ উনত্রিশটি **ছিয়াম** ওয়াজিব এটা স্পষ্ট। আর মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ পালন সম্ভব নয় এটা ছাড়া, যেমনটি যায়েদ বিন 'আলী রা. এর সংকলক বর্ণনা করেছেন, একদা এক সম্প্রদায় আমীরুল মুমিনীন 'আলী রা. এর নিকটে এই মর্মে সাক্ষ্য দিল যে, তারা রমযান মাসের চাঁদ দেখে **ছিয়াম** শুরু করেছে, আর তাদের ত্রিশটি **ছিয়াম**ও পূর্ণ হয়েছে, অথচ তিনি (ইমাম 'আলী) ও তার সঙ্গীগণ আঠাশটি **ছিয়াম** রেখেছিলেন, তখন তিনি সাক্ষীদেরকে মুছহাফ (আল ক্বুরআন) এর শপথ করে উক্ত কথার স্বীকৃতি দিতে বললেন এরপরে মানুষদেরকে **ছিয়াম** ভাঙ্গার ও একটি **ছিয়াম** ('ঈদের পরে) কাযা করার আদেশ দিলেন। একটি **ছিয়াম** কাযা করার আদেশ দেওয়ার কারণ **হলো** এই যে, উনত্রিশটি **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব সেই বিষয়টি **ছিয়াম** রাখার পূর্বেই জানা ছিল, আর তাই এখানে ওয়াজিব হওয়ার শর্তটি বিদ্যমান, আর তা **হলো** ওয়াজিব বিধান সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পালন করার পূর্বেই সেই বিষয়টি ওয়াজিব এটা জানা থাকা, পক্ষান্তরে যেখানে উনত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণ হয়ে যাবে সেখানে বিষয়টি

এমন নয়, কেননা ত্রিশতম দিনের **ছিয়াম**টি ওয়াজিব এটা **ছিয়াম** রাখার পূর্বে জানা যায়নি, বিধায় সেখানে বিধানটি ওয়াজিব হওয়ার শর্তও পাওয়া যায়নি। আর তাই ত্রিশতম দিনের **ছিয়াম**টি কাযা করাও ওয়াজিব হয়নি, আর এই জন্য 'আলী রা. দুইদিনের **ছিয়াম** কাযা করার আদেশও দেননি, অথচ সাক্ষীদের সাক্ষ্যে 'রমযান মাসটি ত্রিশদিন হওয়ার' বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমি বলব: তোমার কাছে যেনো এই বিষয়টি অস্পষ্ট না থাকে যে, ইতোপূর্বে আমাদের বিতর্কের বিষয়তবস্তু ছিল ত্রিশটি **ছিয়াম** আদায় করা ওয়াজিব কি না, কিন্তু এখানে বিতর্কের বিষয়বস্তু **হলো** - উদাহরণস্বরূপ - মাসের প্রথমদিন অথবা দ্বিতীয়দিন এর **ছিয়াম** কাযা করা ওয়াজিব কি না, কারণ অনুমানকৃত প্রথমদিনটি প্রকৃতপক্ষে রমযান মাসের প্রথমদিনের পরের দিন এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাওয়াটা আসলে রমযান মাসের প্রথমদিনটি সম্পর্কে তার আসলেই জানা আছে তারই ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং ঐ ধারণা বা অনুমান গ্রহণযোগ্য নয়, তা যেই ধারণার ভিত্তিতে নিশ্চিত প্রথমদিনের ছিয়াম পিছিয়ে দেওয়ার দ্বারা ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয়, সেই ধারণার ভিত্তিতে রাখা ছিয়াম অগ্রহণযোগ্য, শরী'আত প্রণেতার আদেশ এখোনো যথারীতি উক্ত ছিয়ামদারের উপর প্রযোজ্য হবে এবং এই ক্ষেত্রে রমযান মাসের প্রকৃত প্রথমদিনের ছিয়াম ওয়াজিব সেটাও সেই দিনের রযা রাখার পূর্বেই জানা ছিল, সুতরাং যে ব্যক্তি রমযান এর প্রথম ছিয়াম অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় **ছিয়াম** উভয়টি ছেড়ে দিবে এমন ধারণার ভিত্তিতে, যা স্পষ্টরূপে ভুল প্রমাণিত হয়েছে, এমন ব্যক্তি সময় আসার পূর্বে জেনেশুনে একটি ওয়াজিব **ছিয়াম** পরিত্যাগ করেছে এই ব্যাপারে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। তাহলে সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এর 'যে ব্যক্তি আঠাশটি **ছিয়াম** রেখেছে, নতুন চাঁদ দেখেছে এবং ছ্বহীহ সূত্রে তার কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, রমযান মাসটি ত্রিশদিন বিশিষ্ট এমন অবস্থায় সে যদি প্রথম দুইদিনের ছিয়াম না রেখে থাকে, তাহলে যেহেতু মাসের প্রথমদিনের **ছিয়াম** ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি উক্ত ছিয়াম রাখার সময় হওয়ার পূর্বেই জানা গিয়েছিল, তাই উক্ত ছিয়ামের কাযা আদায় করা তার জন্য ওয়াজিব, কিন্তু দ্বিতীয়দিনের ছিয়াম**টি** কাযা করা তার জন্য ওয়াজিব নয়, কেননা ঐ দিনের ছিয়ামের সময় আসার পূর্বে এটা জানা সম্ভব হয়নি যে, ঐ দিনের **ছিয়াম**টি ওয়াজিব কি-না। যেহেতু তিনি বলেছেন: শুধুমাত্র একটি **ছিয়াম** কাযা করাই ওয়াজিব, কারণ ওয়াজিব **ছিয়াম হলো** সর্বোচ্চ উনত্রিশটি। আমরা বলব: উনত্রিশদিন বা **ছিয়াম** দ্বারা উদ্দেশ্য **হলো** মাসের প্রথমদিনের

ছিয়াম, দ্বিতীয়দিনের **ছিয়াম**, তৃতীয়দিনের **ছিয়াম** এবং এভাবেই উনত্রিশটি দিন পূর্ণ হবে। কারণ, ওয়াজিব **হলো** উনত্রিশটি **ছিয়াম**, কোনোপ্রকার (অতিরিক্ত) বিবেচনার দরকার নেই, কেননা মাসের প্রথমদিন নিশ্চিত হওয়ার পরে কেউ এমনটি বলে না। সুতরাং প্রথম ও দ্বিতীয়দিন সর্বমোট উনত্রিশটি দিনেরই অন্তর্ভুক্ত, যেই উনত্রিশটি দিনের বাহিরে কোনো **ছিয়াম** আপনার মতে ওয়াজিব নয়, তাহলে এখানে দ্বিতীয়দিনকে কাযার বিধান থেকে পৃথক করার কী দলীল আছে। এই আলোচনাটি **"ছিয়াম** কাযা করার ক্ষেত্রে সায়্যিদ এর ধার্যকৃত শর্তকেন্দ্রিক", আর শর্তটি **হলো** সংশ্লিষ্ট বিধানটি ওয়াজিব এই বিষয়টি জানা থাকা। এই আলোচনাটি 'আলী রা. থেকে বর্ণিত বর্ণনাকেন্দ্রিক নয়, কারণ এই বর্ণনা তারই বিপক্ষে যায়, যে এই বর্ণনা দ্বারা নিজের পক্ষে প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করে, যার নিকটে যায়েদ বিন 'আলী আলাইহিমাস সালাম এর পরবর্তী রাবীদের 'আদালত সাব্যস্ত হয়েছে এবং যার নিকট সেই রাবীদের বর্ণিত বর্ণনা দ্বারা দলীল পেশ করা ছহীহ, আর এই বর্ণনাটি 'আলী রা. থেকে সাব্যস্ত হয়েছে মেনে নিলেও ঐ বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, যা তার থেকে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত মারফূ' সনদে বর্ণিত আছে এই শব্দে:

"মাস উনত্রিশদিনেও হয়, কখনো ত্রিশদিনেও হয়"। **হাদীছ**টি আবূ ত্বালিব আল আমালী গ্রন্থে এবং একইরূপে আল জামি' আল কাফীতেও মারফূ' সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং আশ শিফা গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। আর বায়হাক্বী তার ('আলী রা.) বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেছেন এভাবে – আহমাদ বিন ঈসা এর আমালীর মধ্যে 'আলী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে:

"দুই মাস উনষাট দিনে পূর্ণ হয়"। আর মুআইয়্যাদ বিল্লাহ তাজরীদের ব্যাখ্যাগ্রন্থে মুত্তাছিল সনদে 'আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"কোনো মাস উনত্রিশদিনে হয় এবং কোনো মাস ত্রিশদিনেও হয়"।

আর আমরা যেই কথা বলেছি যে, এই **হাদীছ**টি সায়্যিদ এর বর্ণিত **হাদীছ**টির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তার কারণ **হলো** যেখন এটা প্রমাণিত **হলো** যে, মাসটি ত্রিশদিনে পূর্ণ হয়েছে, আবার সাক্ষীগণ সংবাদ দিলেন যে, তারাও ত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণ করার বিষয়টি জানিয়েছে, তাহলে এখানে উনত্রিশটি **ছিয়াম** রেখে দায়মুক্তি **হলো** কীভাবে, আর একদিন বাদ দিয়ে অন্য আরেক দিনের **ছিয়াম**

কাযা করার উপর কাযার বিধানকে সীমাবদ্ধ করা হলো কোথায়। ইমাম ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ আলাইহিস সালাম এই বর্ণনাটি বর্ণনা করেছেন - যা সায়্যিদ 'আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন - এবং বর্ণনাটিকে তিনি আল-মাজমূ' গ্রন্থের দিকে সম্বন্ধ করেছেন। আল-'ইতিছ্বাম বি-হাবলিল্লাহিল মাতীন গ্রন্থে তিনি (ক্বাসিম বিন মুহাম্মাদ) বলেছেন: মাজমূ' যায়েদ বিন 'আলী গ্রন্থে - এই কথা বলে তিনি বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, আর সায়্যিদ **"ছিয়াম** কাযা করার আদেশ প্রদানের" যেই কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি উল্লেখ করেননি, বরং তিনি বলেছেন "এরপরে তিনি মানুষদেরকে আদেশ দিলেন, আগামীকাল 'ঈদগাহে যাওয়ার জন্য, আর তা ছাড়া মাজমূ' যায়েদ বিন 'আলীর যেসকল ব্যাখ্যাকারগণ **হাদীছ**টি উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লামা ছ্বরিমুদ্দীন ইবরাহীম বিন মুহাম্মাদ আল-ওয়াযীর, তারা বলেছেন উক্ত সাক্ষীগণ রমযানের প্রথম চাঁদ দেখেছেন এরপরে **ছিয়াম** রেখেছেন, আর 'আলী রা. ও তার সঙ্গীগণ প্রথম চাঁদ না দেখার কারণে **ছিয়াম** (আঠাশটি **ছিয়াম** রাখার পরে) রাখা বন্ধ করে দিয়েছেন, অপরদিকে সাক্ষীগণ উনত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণ করার পরে ত্রিশতম **ছিয়াম**ের রাত্রে নতুন চাঁদ দেখেছেন, আর তারা ত্রিশতম রাত্রে আমীরুল মুমিনীন এর নিকটে আসেন, অতঃপর সাক্ষ্য দেন যে, তারা চাঁদ দেখে **ছিয়াম** রেখেছেন এবং তারা ত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণ করেছেন, অর্থাৎ যেই দিন তারা এসেছেন ঐ দিনসহ, মনে হয় তারা ঐ দিন আহার থেকে বিরত ছিলেন এই ধারণায় যে, মাস উনত্রিশদিনে পূর্ণ হয় না, আর তারা আমীরুল মুমিনীন 'আলী রা. এর কাছে ত্রিশতম রাত্রে তাদের দেখা নতুন চাঁদ এর বিধান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদের উত্তরে বললেন: আমরা মাত্র আঠাশটি **ছিয়াম** রেখেছি, অর্থাৎ তার ('আলী রা.) জন্য আঠাশটির বেশি **ছিয়াম** ছ্বহীহ হবে না, যদিও তারা যেই দিন সাক্ষ্য পেশ করেছিলেন সেই দিনটি তার ('আলী রা.) জন্য উনত্রিংশ দিবস ছিল, কিন্তু তিনি সেই দিনকে মাসের দিন হিসেবে গণনা করেননি, কেননা তার জন্য তখন **ছিয়াম** বন্ধ করে দেওয়া ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল।

আর তাদের ব্যাপারটি **হলো** এই দিনটিকে তাদের কথায় মাসের দিন হিসেবে গণনা করেছেন, এই জন্য তাদের এই কথাটিও সঠিক যে, তারা মাসটির ত্রিশদিন (ত্রিশটি **ছিয়াম**) পূর্ণ করেছেন, এই হিসাবে উনত্রিশদিনে মাস পূর্ণ হওয়াও ছ্বহীহ প্রমাণিত **হলো**। এই সমালোচনাটি সঠিক হওয়াকে আরো অধিক স্পষ্ট করে দেয় যেই বিষয়টি, তা **হলো** সায়্যিদ তার এই বক্তব্যে (একটি

ছিয়াম) কাযা করা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন: কেননা, ত্রিংশ দিবসের **ছিয়াম** ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি **ছিয়াম** রাখার পূর্বে জানা যায়নি, কারণ তিনি এখানে (রমযান মাসের) প্রথম দিনের অথবা দ্বিতীয় দিনের **ছিয়াম** কাযা করা ওয়াজিব না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন "ত্রিংশ দিবসের (রমযান মাসের) **ছিয়াম** ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অজানা থাকার" ভিত্তিতে। আর ত্রিংশ দিবস, যেই দিবসের আলোচনা আমরা করছি, সেটা আসলে ঐ দিবস, যেই দিবসের দ্বারা আঠাশটি বা উনত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণতা লাভ করেছে। ত্রিশদিনকে পূর্ণকারী শুধু সংখ্যা এটা মনে করা সঠিক হবে না, যদিও সেই দিনটি মাসের প্রথমদিনই হোক না কেনো, যেমনটি আমরা তোমার সামনে বিশ্লেষণ করেছি। মোট কথা **হলো** এই যে, সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এর কথায় কিছু ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে, যা বিবেচনাকারীর দৃষ্টিতে স্পষ্টরূপে ধরা পড়বে আর দ্রুত অতিক্রমকারী পাঠকের নিকটে আকস্মিকভাবে কদাচিৎ হলেও ধরা পড়বে।

এরপরে এই বিষয়টি জেনে রাখো যে, যদি সায়্যিদ তার "ত্রিংশ দিবসের **ছিয়াম**টি ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অজানা" বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হয় যে, শরী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে বিধানটিকে ওয়াজিব হিসাবে ধার্য করার বিষয়ে তিনি তার জানা নেই, তাহলে তার এটা একটি অনৈতিক কথা, আর এই বিষয়ের দলীল আমরা তোমার সামনে উপস্থাপন করেছি, যেই দলীলগুলো মাস পূর্ণ করার নির্দেশের সম্পর্ক ত্রিশটি **ছিয়াম**ের সাথে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত করে। আর যদি তিনি বলেন: ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি অজানা এই কথার উদ্দেশ্য, **হলো** ত্রিশটি **ছিয়াম** ওয়াজিব হওয়ার বিধানকে (মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার নির্দেশ থেকে) দায়মুক্তকারী - চাঁদ দেখার বিষয়টি - বিদ্যমান না থাকার শর্তে শর্তযুক্ত। তাহলে আমরা বলব: প্রতিটি ওয়াজিব বিধানেরই ওয়াজিব হওয়াটা দায়মুক্তকারী বিদ্যমান না থাকার শর্তে শর্তযুক্ত। যেমন, ছ্বলাত ও **ছিয়াম** উভয়টি শরী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেই নির্দেশটি দায়মুক্তকারী কোনো বিষয় না থাকার শর্তে প্রযোজ্য হবে। যেমন, বুদ্ধি না থাকা (পাগল হওয়া), অথবা সংশ্লিষ্ট বিধানটি পালন করার সামর্থ না থাকা, অথবা জীবন না থাকা ইত্যাদি। আর হজ্জের বিধানও এমনি, হজ্জও এমন শর্তে শর্তযুক্ত এবং এই শর্তেও শর্তযুক্ত যে, হজ্জের সময়ে যেনো হজ্জের ইচ্ছা পোষগণকারীর (সার্বিক দিক থেকে) সামর্থ থাকে। এমনিভাবে সকল ওয়াজিব বিধানগুলোর একই অবস্থা,

যেই বিধানগুলো এই জাতীয় শর্তে শর্তযুক্ত , যা নছ্ব ও ইজমা' দ্বারা জানা যায়। এখন উক্ত শর্তগুলো দ্বারা কোনো ওয়াজিবকে শর্তযুক্ত করাটা যদি সমালোচনা বা ত্রুটির কারণ হয়, তাহলে শরী'আতে এমন কোনো ওয়াজিব বিধানই নেই, যেই বিধানটি পালন করার পূর্বে তা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি জানা যায়। আর যদি তার কথার উদ্দেশ্য এমন হয় যে, ত্রিংশ দিবসের **ছিয়াম**টি ওয়াজিব হওয়ার বিধানটি অজানা, কেননা বাস্তবে ও শেষ পরিণতিতে অনেক সময় দেখা যায় যে, বিধানটি ওয়াজিব ছিল না। যেকোনো ওয়াজিবই এমন হতে পারে। কারণ, আমাদের প্রত্যেকেরই দৈনন্দিন জীবনের ওয়াজিব বিধানগুলোর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটতে পারে, যেই ওয়াজিব বিধানগুলোর সময় হয়নি অথবা সময় হয়েছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই ওয়াজিবটি পালন করা আবশ্যক নয়, যেই বিষয়টি উছূলের গ্রন্থগুলোতে মতানোইক্যসহ বিদ্যমান যে, ওয়াজিব এর সম্পর্ক প্রথম ওয়াক্বতের সঙ্গে না-কি শেষ ওয়াক্বতের সঙ্গে না-কি সম্পূর্ণ ওয়াক্বতের সঙ্গে। উছূলের গ্রন্থগুলোতে এটাও বিদ্যমান যে, কোনো কাজের দায়বদ্ধতা উক্ত কাজটি অস্তিত্বে আসার পূর্বেও হতে পারে এমনকি ইমাম আমিদী বলেছেন: এটা ইজমা' এর ভিত্তিতে প্রমাণিত। আর এই নীতিও উছূলের কিতাবগুলোতে স্বীকৃত যে, শার'য়ী কোনো শর্ত পূরণ হওয়াটা তাকলীফ (ইবাদত পালন করার দায়বদ্ধতা) সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শর্ত নয়, বরং জমহূর আলেমদের মতে শর্যুক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শর্ত অনুপস্থিত থাকা অবস্থায়ও তাকলীফ সাব্যস্ত হবে। আর সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এই আলোচনাগুলো তার উছূলী গ্রন্থগুলোতে বর্ণনা করেছেন, আর একটিকে অপরটির উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন এই যুক্তিতে যে, তাকলীফ (ইবাদত পালনের দায়বদ্ধতা), মুকাল্লাফ বিহি (দায়বদ্ধ বিধান) ও কোনো বিধান কাযা করার দায়মুক্তি এগুলোর মধ্যে একটির সাথে অপরটির কোনো সম্পর্ক নেই যেমনটি তিনি মনে করেন। মাহাল্লী তার লিখিত জাম'উল জাওয়ামি' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে মূল লেখকের – "সঠিক মত অনুসারে গাফিল (অচেতন ব্যক্তি) ও নিরুপায় ব্যক্তি তাকলীফের সীমার বাহিরে থাকবে" – এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি আলোচনা করেছেন, তার বাক্যটি এরূপ – যেহেতু কোনো কাজ সম্পন্ন করার তাকলীফ বা দায়ভার প্রদান করার উদ্দেশ্য **হলো** সেই কাজটি আনুগত্যের সাথে সম্পন্ন করা, আর এই বিষয়টি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ কাজটি সম্পর্কে জ্ঞান থাকার উপরে, আর গাফিল ব্যক্তি সেই বিষয়টি (তাৎক্ষণিক) জানে না, তাই তার ক্ষেত্রে তাকলীফ বা দায়ভার প্রদান প্রযোজ্য

হবে না, যদিও সে জাগ্রত হওয়ার পরে অচেতন থাকা কালে তার দ্বারা নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পত্তির জরিমানা পরিশোধ করা তার জন্য ওয়াজিব এবং তার দায়ভারে থেকে যাওয়া ছলাত তাকে কাযা করতে হবে, কারণ ছলাত আদায় করার দায়বদ্ধতা আবারো ফিরে এসেছে। তাহলে এই ধরণের কিচিরমিচির আর ঠকঠক আওয়াজ করে লাভ কী, যা করে দৃষ্টিমান ব্যক্তির চোখে ধরা পড়ে যায়, আর এই ধরণের হুংকার গর্জন দিয়ে লাভ কী, যেই গর্জনে শুধুমাত্র আলোচনা দীর্ঘ করা ছাড়া আর কোনো ফায়দা হয় না।

এরপরে তুমি জেনে রাখো যে, উছূলবিদদের বক্তব্য এই বিষয়ে অভিন্ন যে, যেই বিধান ওয়াজিব, তা কাযা করা ওয়াজিব যদি তা ছুটে যায়, তাহলে তা কাযা করা ওয়াজিব। চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করা হোক, অথবা ভুলবশত পরিত্যাগ করা হোক অথবা কোনো বাধা-বিপত্তির কারণে পরিত্যাগ করা হোক, যেভাবেই পরিত্যাগ করা হক না কেনো, কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার মধ্যে কোনো তফাৎ আসবে না। ইবনুল হাজিব মুখতাছারুল মুনতাহা গ্রন্থে এই শব্দে বলেছেন: "কাযা **হলো** কোনো ইবদত আদায় করার সময় আসার পূর্বে যা আদায় করা হয় পূর্বে ছুটে যাওয়া যেকোনো প্রকার ওয়াজিব ইবাদত এর প্রতিবিধান বা ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে, চাই ওয়াজিব ইবাদতটি ইচ্ছাকৃতভাবে ছুটে যাক, অথবা অনিচ্ছায় ভুলে ছুটে যাক, চাই সেই ইবাদতটি (ছুটে যাওয়ার সময়) মুকাল্লাফ ব্যক্তির জন্য আদায় করা সম্ভব হোক যেমন, মুসাফির অথবা ওয়াজিব ইবাদতটি আদায়ের ক্ষেত্রে মুকাল্লাফ ব্যক্তির জন্য কোনো বাধা-বিপত্তির কারণে তা আদায় করা সম্ভব না হোক, চাই বাধাটি শারঈ হোক যেমন, হায়েযা (ঋতুবতী) নারী অথবা যৌক্তিক হোক যেমন, ঘুমন্ত ব্যক্তি। আবার কেউ কেউ বলেন: কাযা **হলো** এমন ওয়াজিব ইবাদত প্রতিবিধানের লক্ষ্যে আদায় করা, যা পূর্বেই সংশ্লিষ্ট মুকাল্লাফ এর উপরে ওয়াজিব হয়েছিল। সুতরাং প্রথম সংজ্ঞানুযায়ী হায়েযা নারীর উপরে ছুটে যাওয়া ছলাত কাযা করা ওয়াজিব, আর দ্বিতীয় সংজ্ঞানুযায়ী ওয়াজিব নয়"। এমনিভাবে জাম'উল জাওয়ামি' গ্রন্থে, এই কিতাবটির ব্যাখ্যাগ্রন্থে এবং গায়াতুস সুল গ্রন্থে ও এই কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বয়ং সায়্যিদ নিজেও উছূল শাস্ত্রে তার লিখিত 'ইছ্বামুল মুতাওয়াররি'ঈন আন মাযালিক্বিল মুতাসাররি'ঈন গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

তাই যারা বলেন, যে কাযা ওয়াজিব হওয়ার জন্য আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার দলীলই যথেষ্ট, তাদের কথা স্পষ্ট। আর যারা বলেন যে, কাযা নতুন দলীল

ব্যতীত ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে না, তাদের এই বক্তব্যের অর্থ দাঁড়ায় যে, কাযা করার বিধানটি নতুন দলীল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপরে নির্ভরশীল থাকবে। আর সায়্যিদ হলেন প্রথম মতের অনুসারী। তিনি 'ঈছ্বামুল মুতাওয়াররি'ঈন গ্রন্থে বলেছেন: কোনো ইবাদত কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার মাসআলাটি সাব্যস্ত হবে (আল্লাহ তা'আলার) প্রথম নির্দেশ দ্বারা, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের আদেশটি (যদি থাকে) প্রথম আদেশের নবায়ন বলে বিবেচিত হবে। এরপরে তিনি এই বক্তব্যের পক্ষে অনেকগুলো দলীল উপস্থাপন করেন এবং প্রথম আদেশ দ্বারা (ছুটে যাওয়া ইবাদত) কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার মতকে সঠিক সাব্যস্ত করেন। সুতরাং (মূল আলোচনা) আমরা বলব রমযান মাসের প্রথমদিন, দ্বিতীয়দিন এবং প্রতিটি দিনের **ছিয়াম**ই শরী'আত প্রনেতার পক্ষ থেকে নির্দেশিত বিধানের আওতায় পড়ে, প্রথমটি সাব্যস্ত হয় অত্যাবশ্যকীয়তার ভিত্তিতে আর দ্বিতীয়টি সাব্যস্ত হয় ক্বুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' এর দ্বারা।

তিনি বলেছেন: সাবাব, শর্ত ও বাধা-বিপত্তি (ইবাদত ওয়াজিব হওয়ার পথে) এগুলোর মধ্যে যারা পার্থক্য নিরুপণ করতে সক্ষম হয়নি, তারা মনে করে যে, ত্রিংশ দিবসটি (**ছিয়াম**) ঘুম অথবা বিস্মৃতি অথবা কোনো প্রকার ছাড় পাওয়ার কারণে ছুটে যাওয়া ছলাত এর উপরে ক্বীয়াস করে এর বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, কিন্তু তারা এটা উপলব্ধি করতে পারে না যে, উল্লিখিত বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট বিধানটি ওয়াজিব হওয়ার শর্তটি – কোনো অন্তরায় সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট বিধানটি ওয়াজিব এই বিষয়টি জানা থাকা – অস্তিত্বে আসার পরে শুধুমাত্র মূল কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে অন্তরায়গুলো সৃষ্টি হয়েছে। আর ইবাদত সম্পাদনের পথে কোনো অন্তরায় থাকলেও সেই ইবাদতের বিধান সাব্যস্ত হয়ে যায়, আর তাই সংশ্লিষ্ট অন্তরায় দূরীভূত হলে কাযা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। পক্ষান্তরে হুকুমের (বিধান) শর্তটি এমন নয়, বরং শর্তযুক্ত বিষয়টি বিদ্যমান না থাকলে হুকুম সাব্যস্ত হতে পারে না, তাহলে যেই বিধানটি সাব্যস্তই হয়নি, সেই বিধানটি আবার কাযা করা ওয়াজিব হয় কীভাবে। আর যে ব্যক্তি আলেমদের মতামত গ্রহণ না করে নিজস্ব অলীক কল্পনাকে প্রাধান্য দেয়, সে এই আলোচনার মর্ম বুঝবে না।

আমি বলব: যদি ত্রিংশ দিন দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় ঐ দিন, যেই দিনকে স্বল্পবুদ্ধির অধিকারীরা মাসের শেষদিনের সাথে ক্বীয়াস করা হয়েছে বলে মনে করে থাকে, যেই দিনের **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ের বিতর্ক

ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে, তাহলে কোনো স্বল্পবুদ্ধির অধিকারী ও যথাযথ বুদ্ধির অধিকারীই নয় বরং কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিও সেই দিনকে ঘুমের কারণে অথবা বিস্মৃতির কারণে ছুটে যাওয়া ছালাতের সাথে (বিধানগত বিচারে) সংযুক্ত করতে পারে না। আর সায়্যিদ এই দিবসের **ছিয়াম** ওয়াজিব হওয়ার বিতর্কের বিষয়টি ইতোপূর্বেই অতিবাহিত করে এসেছেন। আর আমরা যেই দলীলগুলো (সায়্যিদের বিপক্ষে) উপস্থাপন করেছি, তা তুমি জানতে পেরেছ এবং সায়্যিদ সেটা (ত্রিংশ দিবসের **ছিয়াম**) ওয়াজিব হওয়ার জন্য যেই শর্ত বিদ্যমান থাকাকে আবশ্যক মনে করেছেন, তাও তুমি বুঝতে পেরেছ। আর যদি উক্ত ত্রিংশ দিন দ্বারা তার এই উদ্দেশ্য হয় মাসের প্রথম দিনের ছুটে যাওয়া **ছিয়াম**, যেমনটি আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা থেকে বোঝা যায়, তাহলে এই ব্যাপারে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, ঐ **ছিয়াম**টি ওয়াজিব তা **ছিয়াম** রাখার সময় আসার পূর্বেই জানা গিয়েছে, কারণ প্রত্যেক প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিই রমযান মাস আসার পূর্ব থেকেই এটা জানে যে, রমযান মাসের প্রত্যেক দিনের **ছিয়াম** রাখা ওয়াজিব, আর এটাই **হলো** সেই শর্ত, যেই শর্তটি সায়্যিদ এর মতে হাছিল হয়নি । তবে উক্ত **ছিয়াম**টি (মাসের প্রথম দিনের **ছিয়াম**) একটি অবাস্তবিক অনুমানের ভিত্তি ছাড়া আর কোনো কারণ ছেড়ে দেওয়া হয়নি, অবাস্তবিক অনুমানটি **হলো** ঐ দিনটি (রমযান মাসের প্রথমদিন) রমযান মাসের অন্তর্ভুক্ত নয়, আর (**ছিয়াম** রাখার পথে) এটা একটা পৃথক অন্তরায়, এটাকে ঘুমের কারণে ছুটে যাওয়া ছালাতের উপরে ক্বীয়াস করার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা কোনো ইবাদত পালনের পথে অন্তরায় বলা হয় ঐ বস্তুকে, যা সেই ইবাদতটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হুকুম (বিধান) এর বিলুপ্তিকে আবশ্যক করে অথবা ঐ বিধানের সাবাব (যথাযথ কারণ) এর বিলুপ্তিকে আবশ্যক করে, আর একটি অন্তরায় অপরটির চেয়ে অধিক উপযুক্ত হয় না এই নাম পাওয়ার ক্ষেত্রে, যার ফলে একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত বা বর্ধিত হবে। এবার জেনে নাও সাবাব, শর্ত ও মানি' (অন্তরায়) এর পার্থক্য, যাতে করে তোমার নিকটে এই আলোচনার (সায়্যিদের আলোচনা) অকার্যকারিতা স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে যায়। 'আযদুল মিল্লাহ ওয়াদ দীন 'মুখতাছারুল মুন্তাহা আল উছূলী' গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন: নিতমতান্ত্রিক একটি প্রত্যাক্ষ্য বিশেষণকে হুকুম (বিধান) এর অস্তিত্বে আসার কারণ ধার্য করা। আর মানি' (অন্তরায়) এর ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন: এটা দুইভাগে বিভক্ত হয়, মানি' লিল-হুকুম (বিধান অস্তিত্বে আসার পথে অন্তরায়),

মানি' লিস-সাবাব (বিধান প্রযোজ্য হওয়ার যথাযথ কারণ অস্তিত্বে আসার পথে অন্তরায়)। মানি' লিল-হুকুম **হলো**, যা এমন বিধিসম্মত কারণের অস্তিত্বে আসতে বাধ্য করে, যা সংশ্লিষ্ট বিধানটির বিপরীত দিকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আর মানি' লিস-সাবাব **হলো**, যা এমন বিধিসম্মত কারণকে অস্তিত্বে আসতে বাধ্য করে, যা সংশ্লিষ্ট বিধানটির যথাযথ কারণটির বিধিসম্মত হওয়াকে ত্রুটিযুক্ত করে দেয়। আর শর্তের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন: শর্তের প্রকৃতি **হলো**, কোনো বিধানের শর্তের অনুপস্থিতি সেই বিধানটির অনুপস্থিতিকে বাধ্য করে। এরপরে তিনি এই সংজ্ঞাগুলোকে বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর ইবনুল হাজিব মুখতাছারুল মুন্তাহা গ্রন্থে এই সংজ্ঞাগুলোকে খুবি সংক্ষেপে ঈঙ্গিতাকারে বর্ণনা করেছেন, এই জন্য আমি এখানে আযদুদ্দীন এর ব্যাখ্যাটি উদ্ধৃত করলাম। জাম'উল জাওয়ামি' গ্রন্থে তাজুদ্দীন আস-সুবুকী বলেছেন: সাবাব **হলো** যেই বস্তুর সাথে হুকুমকে সংযুক্ত করা হয় বস্তুটি ঐ হুকুমের প্রকৃতি নির্ধারণকারী বা অন্যকোনো ভাবে হুকুমটির সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে। আর মানি' **হলো** একটি নিয়মতান্ত্রিক বাহ্যিক অস্তিত্বশীল বিশেষণ, যা সংশ্লিষ্ট বিধানটির বিপরীত দিককে সুনির্দিষ্টভাবে অস্তিত্বে আনয়ন করে। আর শর্ত **হলো**, যার বিলুপ্তি বা অস্তিত্বহীনতা সংশ্লিষ্ট হুকুমের অস্তিত্বহীনতাকে আবশ্যক করে, তবে শর্তের বিদ্যমানতা সংশ্লিষ্ট বিধানটির সত্তাগত উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিকে আবশ্যক করে না। লেখক সাবাব আর মানি' এর সংজ্ঞা ভূমিকায় আলোচনা করেছেন আর শর্তের সংজ্ঞার আলোচনা মুখাছ্ছিছ্ব এর অধ্যায়ে করেছেন। ইবনুল ইমাম আল গায়াহ কিতাবে আলোচিত তিনটি বিষয়ের সংজ্ঞা দিতে যেয়ে বলেন: যদি কোনো বস্তুর অস্তিত্ববান হওয়াটা হুকুমকে (বিধানকে) অস্তিত্বশীল হতে বাধ্য করে, তাহলে সেই বস্তুটি **হলো** সাবাব। আর যদি কোনো বস্তুর অস্তিত্ববান হওয়াটা সংশ্লিষ্ট হুকুম বা সংশ্লিষ্ট সাবাব এর বিলুপ্ত হওয়াকে বাধ্য করে, তাহলে সেটা মানি' (অন্তরায়)। আর যদি কোনো অস্তিত্বহীন বা বিলুপ্ত হওয়াটা সংশ্লিষ্ট হুকুম বা সাবাব এর বিলুপ্ত হওয়াকে বাধ্য করে, তাহলে সেটা শর্ত। আর উছুলের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত গ্রন্থগুলোতে এই বিষয়টি প্রায়োগিকভাবে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে। আর এই বিষয়ের তথ্য নিম্ন-উচ্চ সকল শ্রেণীর ছাত্রদেরই জানা। আর সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ স্বীয় উছুল এর গ্রন্থগুলো ও শাখাগত মাসায়িল এর গ্রন্থগুলোতেও অন্যান্যদের মতই একই কথা বলেছেন, তিনি ভিন্ন কোনো মত উদ্ধৃত

করেননি। তাহলে এতগুলো আলোচনায় এই বিষয়টিকে এতো বড় করে দেখানোর কী কারণ হতে পারে, কখনো তিনি এই তিনটি বিষয়ের পার্থক্য জানার কথা বলছেন, আবার কখনো শর্ত ও মাত্বলূব (শর্তযুক্ত আদেশ বা বিধান) এর মাঝে বিদ্যমান পার্থক্য জানার কথা বলছেন, আবার কখনো ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ও ওয়াজিব বিধানের এর মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য জানার কথা বলছেন। আর অনেক মানুষই এই বিষয়ে জানে না এমন অপবাদ দিচ্ছেন, যেনো তিনি ছাড়া আর কেউ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার যোগ্য না।

মোট কথা **হলো**, এই শর্তটি লেখক যেভাবে বলেছেন, যে এই শর্তটি কাযা ওয়াজিব না হওয়াকে আবশ্যক করে। যেমন, এই বিতর্কিত ছুরতে, এটা **হলো** তার ঐ সকল (আশ্চর্যকর) ব্যক্তিগত তথ্য, যা তিনি ছাড়া আর কেউ বলেননি। আর সায়্যিদ এর অন্যতম আরেকটি ব্যক্তিগত তথ্য **হলো** তার বক্তব্য: উপকারিতা উপলব্ধি করা তাকলীফ প্রযোজ্য হওয়ার অন্যতম শর্ত, এই বক্তব্যটি উপরের বক্তব্যের চেয়েও আরো অধিক আচ্ছন্নকারী ও অধিকমাত্রায় ভয়ংকর, শয়তানও ইসলাম ধর্মের আলেমদের থেকে এমন আচরণ আশা করেনি। আর উছূল শাস্ত্রবিদ ও অন্যান্য শাস্ত্রবিদ আলেমদের বক্তব্য এই বিষয়ে অভিন্ন যে, শর্ত **হলো** যেই বাক্য দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে সেই বাক্যের অবকাঠামোগত অর্থ বোঝার নাম, ঐ উপকারিরা বোঝার নাম নয়, যা তার ফলাফলরূপে প্রকাশিত হয়, আর বাক্যের যেই অবকাঠামো অনুধাবন করা তোমার উপরে ওয়াজিব তার মাঝে এবং চুড়ান্ত ফলাফলের হেতুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত উপকারিতা বোঝার মাঝে কত বড় ব্যবধান, তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে, কারণ যেই বোধশক্তি ব্যতীত তাকলীফ প্রযোজ্য হওয়া অসম্ভব, তা প্রথমটির (বাক্যের অবকাঠামোগত অর্থ যথাযথভাবে বোঝা) দ্বারাই অর্জিত হয়ে যায়, আর আমরা দ্বিতীয়টি সম্পর্কে জানার বিষয়টি শর্ত না হওয়ার ব্যাপারে সায়্যিদ এর বক্তব্যকে ধর্তব্য নয়, যা সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ ব্যতীত সকলের ইজমা' দ্বারা সাব্যস্ত। আর যদি দ্বিতীয় বিষয়টি মুমিনগণ ছাড়া অন্যদের অর্জন হয়, তাহলে দুনিয়াতে কোনো কাফের ও ফাসেক্ব থাকবে না। এভাবেই যেনো ইসলামের মৌলিক ভিত্তিগুলো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যেগুলোর আলোচনায় মহা মনিষীদের স্কন্ধ ও পাঁজরের হাড়গুলো স্ফীত হয়ে যায়।

তিনি বলেছেন:

২। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: ইবনু আব্বাসের স্বীয় আযাদকৃত দাস কুরাইবকে সম্বোধন করে বলা কথা যখন কুরাইব শাম (সিরিয়া) থেকে ফিরে আসলেন এবং তাকে জানালেন যে, মু'আবীয়া ও সিরিয়াবাসীগণ শুক্রবার রাত্রে সিরিয়ায় চাঁদ দেখেছে। অথচ ইবনু আব্বাস ও মদীনাবাসীগণ শনিবারে চাঁদ দেখেছেন। কারণ চাঁদ (শুক্রবারে) তাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি, তাই তারা রবিবারের আগ পর্যন্ত (**ছিয়াম** রেখে) রমযান মাসের মেয়াদ পূর্ণ করেছে, আর কুরাইব **ছিয়াম** ভাঙ্গতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ইবনু আব্বাস তাকে বাধা দিলেন, আর বললেন: মদীনাবাসীগণের অনুকরণ করো, আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটিই করতে আদেশ দিয়েছেন।

আমি (ইমাম শাওকানী) বলব: ইসলামী নথিগুলোতে **হাদীছ**টি ভিন্নশব্দে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি সায়্যিদ উদ্ধৃত করেছেন ঠিক তেমন নয়। যেই আলোচনা অচিরেই আসছে, আর তিনি যেই শব্দে **হাদীছ**টি উদ্ধৃত করেছেন, যেই বিষয়ে কয়েকটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা আছে:

প্রথম পর্যালোচনা:

"আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটিই করতে আদেশ দিয়েছেন" তার এই বক্তব্য দ্বারা মদীনাবাসীগণের অনুকরণও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার তাকে (কুরাইবকে) ইফত্বার (**ছিয়াম** ভেঙ্গে ফেলা) থেকে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে। আবার বর্ণিত সবগুলো বিষয়ই এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে বাহ্যিক প্রসঙ্গ প্রথমটি উদ্দেশ্য হওয়াকেই সমর্থন করে।

আর মদীনাবাসীগণের অনুকরণের আদেশটি বিতর্কিত বিষয়ে প্রযোজ্য হবে সেটা মেনে নিলেও এই আদেশটি চাঁদ দেখা ও অন্যান্য সকল বিষয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ আদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত আদিষ্ট বিষয়টি উল্লেখ না করাটা এই বিষয়েরই ইঙ্গিত বহন করে। যেমন চাঁদ দেখার **হাদীছ**গুলোতে মদীনাবাসীগণ ও অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়নি।

সুতরাং মদীনাবাসীগণের অনুকরণ এর **হাদীছ**টিকে (মদীনায় অবস্থানকালে প্রযোজ্য অন্যকোথাও অবস্থানকালে প্রযোজ্য নয়) নির্দিষ্ট করে দেওয়াটা এক প্রকারের স্বেচ্ছাচারিতা। এই বিষয়ে সর্বোচ এতটুকু বলা যায় যে, চাঁদ দেখার

হাদীছগুলো আর অনুকরণের **হাদীছ**টির মাঝে 'উমূম-খুছূছ মিন ওয়াজহিন[৩] এর সম্পর্ক বিদ্যমান। অনুকরণের **হাদীছ**টি চাঁদ দেখার বিষয়টি ছাড়াও আরো অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এই দিক থেকে অনুকরণের **হাদীছ**টি চাঁদ দেখার হাদীছের চেয়ে 'আম বা ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। আর চাঁদ দেখার **হাদীছ**টি মদীনাবাসী ছাড়া অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এই দিক থেকে ব্যাপক বা বিস্তীর্ণ হবে। আর উভয়টি যেই ক্ষেত্রে একত্রে প্রযোজ্য হবে, সেটা **হলো** চাঁদ দেখার কার্যপ্রক্রিয়াটি একমাত্র মদীনাবাসীগণের থেকেই সম্পাদিত হবে। আর উভয় **হাদীছ**টি একত্রে প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়ে কোনো দ্বন্দ বা বিতর্ক নেই। বিতর্ক **হলো** "মদীনাবাসীগণ চাঁদ দেখার পূর্বে অন্যকোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা সকলের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার" ক্ষেত্রে। চাঁদ দেখার **হাদীছ**টি অন্যদের চাঁদ দেখা গ্রহণীয় এই বিষয়ের দলীল, আর মদীনাবাসীগণের অনুকরণ করার **হাদীছ**টি অন্যদের চাঁদ দেখা গ্রহণীয় নয় এই বিষয়ের দলীল। আর অনুকরণের **হাদীছ** দ্বারা চাঁদ দেখার **হাদীছ**টির ব্যাপকতাকে সংকীর্ণ করে দেওয়াটা চাঁদ দেখার **হাদীছ**টি দ্বারা মদীনাবাসীগণের অনুকরণের **হাদীছ**টির ব্যাপকতাকে সংকীর্ণ করার চাইতে উত্তম নয়। আর যখন আমরা তা'আরুয (দুইটি নছের পারস্পরিক সংঘর্ষ) এর মুখোমুখি হলাম, যেই তা'আরুয (সংঘর্ষ) নিরসন করা ওয়াজিব, তখন আমরা বিবেচিনা করে দেখলাম যে, চাঁদ দেখার **হাদীছ**টি অনুকরণের হাদীছের চেয়ে অত্যাধিক বেশি রাবীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে, তাই এই **হাদীছ**টিই গ্রহণযোগ্য হওয়ার অধিক উপযুক্ত।

দ্বিতীয় পর্যালোচনাঃ

মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ ও তিরমিযীর বর্ণনানুযায়ী কুরাইব বলেছেনঃ

---

৩ 'উমূম খুছূছ মিন ওয়াজহিন **হলো** দুইটি বস্তুর মাঝে "অর্থগত দিক থেকে যদি একটি অপরটির চেয়ে কখনো বিস্তৃত অর্থে আবার কখনো সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার হয়, তাহলে বস্তু দুটির মাঝে বিদ্যমান প্রায়োগিক সম্পর্ককে আরবীতে "'উমূম খুছূছ মিন ওয়াজহিন" বলে, সাদা আর হাতি; শব্দ দুটির মাঝে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সাদা হাতি ছাড়াও আরো অনেক কিছুর মধ্যে পাওয়া যায়, সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে সাদা রংটি হাতির চেয়ে ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ, কিন্তু হাতির রং সাদাও হয় আবার কালোও হয়, তাহলে এই হাতির রং শুধুই সাদা নয়, বরং আরো অনেক রঙয়ের হাতি আছে এই দিক থেকে হাতি সাদার চেয়েও ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। এটাকেই বলা হয় 'উমূম খুছূছ মিন ওয়াজহিন এর সম্পর্ক।

"সিরিয়াতে রমযান মাসের চাঁদ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে, শুক্রবার রাতে আমি চাঁদ দেখলাম এরপরে মাসের শেষে আমি মদীনায় আসলাম"। আর সায়্যিদ যেই বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন, তা প্রমাণ করে যে, "ইবনু আব্বাস কুরাইবকে ছিয়াম না ভাঙ্গার আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, মদীনাবাসীগণের অনুকরণ করো অথচ কুরাইব স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছেন, আর চাঁদ তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে সিরিয়ায় অবস্থানকালে", তাহলে এই অবস্থায় ইবনু আব্বাস তাকে কীভাবে মদীনাবাসীগণের অনুকরণের স্বার্থে ছিয়াম না ভাঙ্গার আদেশ দিতে পারে, অথচ তিনি চাঁদ দেখার সময় সিরিয়া অঞ্চলের সীমায় অর্থ অবস্থান করছিলেন। আর তা ছাড়া এটা একজন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দেখেননি, বরং জামা'আতের সঙ্গে দেখেছেন। তাই এই হাদীছটি তাদের বক্তব্যের পক্ষে দলীল হবে, যারা বলেন যে, চাঁদ স্বচক্ষে দর্শনকারী ব্যক্তি ছিয়াম রাখবে (যেহেতু ছিয়াম ব্যক্তিগতভাবে রাখলেও কোনো সমস্যা নেই), কিন্তু ছিয়াম ভঙ্গ করবে (সমাজের) মানুষের সাথে। কারণ তিনি বলেছেন, যে তিনি সিরিয়াতে চাঁদ দেখেছেন।

আর ইবনু হাজার বলেছেন: "ইবনু আব্বাস কর্তৃক কুরাইবকে **ছিয়াম** ভাঙ্গতে নিষেধ করার নির্দেশটি" কুরাইবের "আমরা কি (মু'আবীয়া ও সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখাকে) যথেষ্ট মনে করতে পারি না" এই বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী একমাত্র তখনি সঠিক বলে বিবেচিত হবে, যখন কুরাইবের বক্তব্য - لانكتفى – শব্দটি বহুবচন নির্দেশক -ن - দ্বারা হবে, সম্বোধন সূচক –تاء- দ্বারা হলে হবে না। আর তুমি জানো যে, কুরাইব স্বচক্ষে বিষয়টি দেখেছে, তাই সে মু'আবীয়া ও সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার উপরে যথেষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বিধায় কুরাইবের বক্তব্য থেকে যদি এমনটি বোঝা যায় যে, তিনিও মু'আবীয়া ও সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার উপরেই ভরসা করেছেন, তাহলে অর্থ দাঁড়ায় যে, তিনি স্বচক্ষে চাঁদ দেখেননি। তাই বর্ণনাটি যদি - ن – সহকারে সাব্যস্ত হয়, তাহলে এই কথার উদ্দেশ্য **হলো** তিনি (কুরাইব) নিজে ব্যতীত অন্যান্য সকল মদীনাবাসীগণ কি মু'আবীয়া ও সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখাকে যথেষ্ট মনে করতে পারেন না, আর তিনি স্বচক্ষে চাঁদ দেখার যেই সংবাদ দিয়েছেন, তা এই আমরা শব্দের 'আমকে (আমরা কি যথেষ্ট করতে পারি না এই বাক্যে আমরা শব্দটি **হলো** 'আম বা ব্যাপক) খাছকারী।

তৃতীয় পর্যালোচনা:

ইবনু আব্বাস কর্তৃক কুরাইবকে **ছিয়াম** ভাঙ্গতে নিষেধ করার **হাদীছ**টি দ্বারা "অঞ্চলেভদে চাঁদ এর উদয়ও ভিন্ন হবে" এই বিষয়ে দলীল পেশ – যা সায়্যিদ এর উদ্দেশ্য – করার ক্ষেত্রে **হাদীছ**টি ত্রুটিপূর্ণ। আর এই বিষয়ের আসল ব্যাখ্যাটি এমন যে, ইবনু আব্বাস আর কুরাইব এর মধ্যে দ্বন্দ **হলো** মাসের (রমযান মাস) শুরুর চাঁদ দেখাকে কেন্দ্র করে, মাস শেষ হওয়ার চাঁদ দেখাকে কেন্দ্র করে নয়, আর যদিও মাসের শেষে মদীনার সীমানায় অবস্থান করেছেন, কিন্তু মাসের শুরুতে তিনি সিরিয়ায় অবস্থান করেছিলেন। সুতরাং ইবনু আব্বাস কর্তৃক তাকে "**ছিয়াম** ভাঙ্গা হতে বিরত থাকার আদেশটি" এই বিষয়ের দলীল যে, আসলে "আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটি করার আদেশ দিয়েছেন" এই কথা দ্বারা ইবনু আব্বাস এক অঞ্চলের মানুষের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের মানুষের জন্য ধর্তব্য নয় এটা বোঝাননি, বরং তিনি এই কথা দ্বারা "মদীনাবাসীগণের অনুকরণ" এর বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছেন। আর তাই এই **হাদীছ** দ্বারা এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ধর্তব্য নয় এই বিষয়ের দলীল দেওয়া সঠিক নয়। কারণ, কুরাইব মাসের শুরুতে সিরিয়াবাসীদের সঙ্গে ছিলেন, আর ইবনু আব্বাস তাকে মদীবাসীগণের অনুকরণ এবং নিজের ও সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার বিরোধিতা করতে আদেশ দিয়েছেন মাসের শেষের চাঁদ দেখার সময়।

চতুর্থ পর্যালোচনাঃ

চাঁদের উদয়স্থল অঞ্চলভেদে ভিন্ন এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে কেউ এই কথা বলেনি যে, চাঁদ স্বচক্ষে দর্শনকারী ব্যক্তি ও স্বচক্ষে দর্শনকারী দল যখন অন্য অঞ্চলে ফিরে যাবে, তখন তাদের জন্য নিশ্চিত প্রমাণিত বিষয়কে বাদ দিয়ে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের অনুকরণ করা আবশ্যক। বিতর্কিত বিষয়টি **হলো** "ঐ অঞ্চলের অধিবাসী, যাদেরকে অন্যকোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখার সংবাদ দেওয়া হয়েছে, যখন তারা চাঁদ দেখেনি। সুতরাং এই ক্ষেত্রে **হাদীছ**টি সকল মুসলিমের নিকটেই অগ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে।

পঞ্চম পর্যালোচনাঃ

হাদীছের অর্থের মধ্যে একটি বহুমুখী সম্ভাবনা বিদ্যমান। কারণ কখনো "আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটি করার আদেশ দিয়েছেন" যেই বক্তব্যটি দলীলের মূল ভিত্তি, সেটা

মদীনাবাসীগণের অনুকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আবার কখনো বিশেষ কোনো বিপত্তি ও অন্তরায় থাকার ফলে অথবা মেয়াদ পূর্ণ না হওয়ার ফলে আদেশটি অগ্রাহ্য হয়ে যায়। আবার কখনো এটা **ছিয়াম** ভাঙ্গার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়, আবার কখনো এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য মেনে নেওয়া আবশ্যক এই ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। আর এমন সম্ভাবনা দলীল পেশ করার ক্ষেত্রে এবং দলীল প্রমাণের উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হয়, যা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাকে মানতে বাধ্য করে এমন কোনো দলীলের সাহায্য ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

যখন তুমি সায়্যিদের বর্ণিত **হাদীছ**টির শব্দের ব্যাপারে পর্যালোচনাগুলো বুঝতে পেরেছ, তখন এটাও জেনে রাখো যে, ইসলামী তথ্য-পুস্তক ও মৌলিক গ্রন্থগুলোতে উক্ত হাদীছের শব্দের মাঝে কুরাইবকে **ছিয়াম** ভাঙ্গতে বিরত থাকার আদেশ এবং তাকে সম্বোধন সম্পর্কিত কোনো শব্দই নেই। যেমন ঐ বর্ণনাতেও এমন কোনো শব্দ নেই, যেই বর্ণনাতে বলা হয়েছে যে, কুরাইব সিরিয়ায় থাকাকালে চাঁদ দেখেছেন, বর্ণনাটি হুবহু শব্দে উদ্ধৃত হচ্ছে:

"সিরিয়ায় থাকাকালে রমযান মাসের চাঁদ আমার দৃষ্টিগোচর **হলো**, আমি শুক্রবারে চাঁদ দেখলাম, এরপরে আমি মাসের শেষের দিকে মদীনায় আসলাম, তখন ইবনু আব্বাস আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, কখন তোমরা চাঁদ দেখেছো? আমি বললাম, শুক্রবারে। আর সিরিয়াবাসীরাও চাঁদ দেখেছে এবং (সেই অনুসারে) **ছিয়াম** রেখেছে। আর মু'আবীয়াও **ছিয়াম** রেখেছে। তখন তিনি বললেন: কিন্তু আমরা শনিবারে চাঁদ দেখেছি, তাই আমরা চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত ত্রিশদিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত **ছিয়াম** রাখতেই থাকবো। আমি বললাম: আমরা কি মু'আবীয়ার চাঁদ দেখা ও তার **ছিয়াম** রাখার উপরে যথেষ্ট (ভরসা) করতে পারি না? তিনি বললেন: না, বরং আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটিই করার জন্য আদেশ দিয়ছেন"। **হাদীছ**টি মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন। আর সায়্যিদ **হাদীছ**টি যেই শব্দে বর্ণনা করেছেন, সেই শব্দে রাফে'ঈ **হাদীছ**টি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইবনু হাজার আত-তালখীছ গ্রন্থে **হাদীছ**টির সনদ বর্ণনা করেননি।

আর আল-বাদরুল মুনীর গ্রন্থে এই হাদীছের পর্যালোচনার সময় তিনি এই শব্দে **হাদীছ**টির সমালোচনা করেছেন: এটা গরীব পর্যায়ের **হাদীছ**, এই **হাদীছ**টি সনদসহকারে কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না।

আর এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ার প্রবক্তাগণ আঞ্চলিক দূরত্বের পরিসীমা নির্ধারণে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন:

প্রথম মত:

উদয়স্থলের ভিন্নতাই **হলো** আসল দূরত্ব, দূরত্বের সীমা নির্ধারণে এই মতটি বগবী ইমাম শাফেঈ থেকে বর্ণনা করেছেন, যেই মতটিকে ছুয়দালানী ও 'ঈরাক্বের অধিবাসীগণ অকাট্য মনে করেন, আর এই মতটিকে আমাম নববী আর-রওদ্বা ও শারহুল মুহাযযাব গ্রন্থে ছুহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

দ্বিতীয় মত:

ছালাতে ক্বছুর বৈধ হয় এই পরিমাণ দূরত্বই উদয়স্থল ভিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট, এই মতটিকে বগবী অকাট্য বলে মত দিয়েছেন, রাফে'ঈ আছ্ব-ছুগীর গ্রন্থে আর নববী শারহুল মুসলিম গ্রন্থে এই মতটিকে ছুহীহ বলে সাব্যস্ত করেছেন।

তৃতীয় মত:

রাষ্ট্রের ভিন্নতা উদয়স্থলের ভিন্নতার জন্য যথেষ্ট, এই মতটি ইমাম ইয়াহইয়া আল ইনতিছ্বার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আর এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন অনেক শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীগণ।

চতুর্থ মত:

একটি উদয়স্থল এতটুকু দূরত্বে অবস্থানকারী প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে, যারা একে অপরের দৃষ্টিসীমা থেকে কোনো কারণ ছাড়াই হারিয়ে যাবে এমনটি কল্পনা করা যায় না, আর যারা দৃষ্টিসীমার বাহিরে অবস্থান করে, তাদের উদয়স্থল ভিন্ন, এই মতটি সারাখসী উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চম মত:

যেই যেই শহরের পক্ষে চাঁদ দর্শনকারীদের সাক্ষ্যের সত্যতা যাচাই সম্ভব হবে, সেই সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য সেই সাক্ষীদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য মেনে

নেওয়া আবশ্যক হবে, অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। তবে প্রধান রাষ্ট্রনাইয়কের নিকট সাক্ষ্য ছুহীহ প্রমাণিত হলে সকল মানুষের জন্য তা মেনে নেওয়া বাধ্য হবে, কারণ প্রধান রাষ্ট্রনায়কের কাছে সকল শহর একটি শহরের হুকুমে, যেহেতু তার আদেশ সকল শহরেই সমানভাবে প্রযোজ্য হয়, এই মতটি ইবনুল মাজিশূন বর্ণনা করেছেন।

ষষ্ঠ মত:

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো উচ্চতা ও নিম্নতার দিক থেকে ভিন্নরকম হলে উদয়স্থলও ভিন্ন হবে, এই মতটি মাহদী আল-বাহার কিতাবে হাদবী মাযহাবের ইয়াহইয়া থেকে এই মতটি বর্ণনা করেছেন।

সপ্তম মত:

যদি একটি অঞ্চল সাধারণ সমতল ভূমির হয়, আর অপরটি পাহাড়ি অঞ্চল হয়, তবেই কেবল উদয়স্থল ভিন্ন বলে বিবেচিত হবে, অন্যথায় নয়, এই মতটিকে ইমাম ইয়াহইয়া আল-ইনতিছার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: কারণ, যখন দুটি শহর এমন ভিন্ন ভিন্ন অবকাঠামোর উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তখন উভয় শহরের উদয়স্থল ও অস্তাচলগুলো ভিন্ন ভিন্ন হবে। তিনি আরো বলেছেন: যেহেতু বাগদাদ, বছুরা ও কূফা শহরগুলো সমতল ভূমি বশিষ্ট, তাই সেগুলোর উদয়স্থলও অভিন্ন হবে, আবার 'ঈরাক্ব, হিজায, খুরাসান, জীলান ও দায়লামান শহরগুলো যেহেতু পাহাড়ি ভূমি বিশিষ্ট, তাই সেই অঞ্চলগুলোর উদয়স্থল ও অস্তাচল এক হবে না, তাই এই অঞ্চলগুলোর একটি অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে তা অন্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

আর ইমাম তিরমিযী (কিছু) আলেমদের থেকে এই মত বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য শুধুমাত্র তাদের চাঁদ দেখাই প্রযোজ্য হবে, অন্যদের চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে না, এই বর্ণনা তিনি ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। আর ইবনু আব্দিল বার দাবি করেছেন যে, "এই বিষয়ে সকল আলেমদের ইজমা' সাব্যস্ত হয়েছে যে, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য ধর্তব্য হবে না। দূরবর্তী দুইটি অঞ্চলের উদাহরণ **হলো** খুরাসান ও আন্দালুস"।

ক্বুরতুবী বলেছেন: "আমাদের শায়খগণ বলেন, যখন কোনো স্থানে চাঁদ দেখাটা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হবে, এরপরে ঐ চাঁদ দর্শনকারী দুইজনের সাক্ষ্য যদি অন্য অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়, তাহলে তাদের জন্য **ছিয়াম** রাখা আবশ্যক। আর এই মতটি মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের নিকট সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, এই মতটিকেই মাহদী হাদবী সম্প্রদায়ের উছুলের গ্রন্থ আল-বাহার এর মধ্যে পছন্দ করেছেন। এটা **হলো** এই মাসআলায় বিদ্যমান মতামতগুলোর সারসংক্ষেপ, তবে এগুলোর মধ্যে যেটা হক্ব ও বাস্তব সেই মতের বর্ণনা আসছে।

তিনি বলেছেন: এই **হাদীছ**টির বক্তব্য এই বিষয়ে স্পষ্ট যে, এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। আর এই বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন স্বয়ং নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এবং হাদবী মাযহাবের ইমাম ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম এই মতটিকেই পছন্দ করেছেন।

আমি (ইমাম শাওকানী) বলব: তিনি সংশ্লিষ্ট হাদীছের বক্তব্য যেই বিষয়ে স্পষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন, তা কয়েকটি বিবেচনার ভিত্তিতে অকার্যকর সাব্যস্ত হয়।

প্রথম বিবেচনা:

ইবনু আব্বাসের "আমাদেরকে রসূলু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এমনটিই করার আদেশ দিয়েছেন" এই বক্তব্যের মধ্যে একাধিক সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার কারণে এটা শুধুমাত্র একটি দিক (এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য না হওয়া) এর সম্ভাবনার পক্ষে দলীল হতে পারে না।

দ্বিতীয় বিবেচনা:

হাদীছের কিতাবগুলোতে বিদ্যমান শব্দের আলোকে ইবনু আব্বাসের এই বক্তব্যটি তারই আরেকটি বক্তব্য "আমরা চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত ত্রিশদিন পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত **ছিয়াম** রেখেই যাবো" এর দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে অথবা ইবনু আব্বাসের উদ্ধৃত বক্তব্যটি আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর এই হাদীছের দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে:

"তোমরা চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত **ছিয়াম** রাখতে শুরু করো না এবং চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করো না, যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় (আকাশ মেঘলা থাকার ফলে), তাহলে ত্রিশদিনের মেয়াদ পূর্ণ করো"। **হাদীছ**টি বুখারী, মুসলিম, মুওয়াত্ত্বা, আবূ দাউদ ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

আর তুমি জানো যে, মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার এই আদেশ মদীনাবাসীদের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়, আবার পৃথকভাবে প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্যেও প্রযোজ্য হবে এমন নয়, বরং উম্মাহ এর প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্যেই এটা প্রযোজ্য হবে, যে এই সম্বোধনে সম্বোধিত হওয়ার (মুকাল্লাফ ব্যক্তি) উপযুক্ত।

তাই এই হাদীছে এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখাটা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য না হওয়ার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই, তাই এই হাদীছে কোনো তাখছীছ বা নির্দিষ্ট বিধান নেই। এটা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবে।

আর যদি আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে এই কথা বলতে শুনে যে, "আমি আমার শহরের সীমা থেকে বের হবো না", এরপরে ঐ ব্যক্তিকে আরেকজন বলল, তুমি কি আমীরের আনুগত্য কর না? তখন সে বলল, না, বরং আমাকে খলীফা (যিনি আমীরের চেয়েও বড়) এমনটি করতে আদেশ দিয়েছেন। তাহলে এমনটি করতে আমাকে খলীফা আদেশ দিয়েছেন এই বাক্যে "এমনটি করতে" এই কথা থেকে সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি "আমি আমার শহর এর সীমা থেকে বের হব না" এই কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এটাই বুঝবেন। আর এই বুঝটা আরো নির্দিষ্ট হয়ে যাবে যখন অন্যকেউ এই বিষয়ে আমাদেরকে এই মর্মে সংবাদ প্রদান করবে যে, "খলীফা অমুক ব্যক্তিকে আদেশ দিয়েছেন, সে যেনো ঐ শহরের সীমা থেকে বের না হয়"।

আর ইবনু আব্বাস কর্তৃক কুরাইবকে সম্বোধন করে বলা বক্তব্যের মাপকাঠি আর এখানে উদ্ধৃত বক্তব্যের মাপকাঠি একই। কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, তার বক্তব্য আর এই ইঙ্গিত এর মাঝে কোনো শাব্দিক অন্তরায় নেই, তার বাক্যটি **হলো** "আমরা চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত ত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত **ছিয়াম** রাখতেই থাকব"।

আর প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে – তিরমিযী ব্যতীত – বর্ণিত ইবনু উমার এর **হাদীছ** থেকে ও মুসলিম ও নাসায়ীতে বর্ণিত আবূ হুরায়রার **হাদীছ** থেকে প্রমাণিত

হয় যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম উপস্থিত জনতাকে – যাদের মধ্যে ইবনু আব্বাসও ছিলেন – সম্বোধন করে বললেন:

"তোমরা চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত **ছিয়াম** রাখা শুরু করো না আর চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করো না, আর যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় (আকাশ মেঘলা থাকার কারণে), তাহলে সংশ্লিষ্ট মাসের মেয়াদ পূর্ণ করো"। আর প্রমাণযোগ্য দলীল **হলো** ইবনু আব্বাসের মারফূ' বর্ণনায় বিদ্যমান, তার ইজতিহাদকৃত বর্ণনার মধ্যে নয়, যেমনটি মানুষ মনে করে থাকে।

তৃতীয় বিবেচনা:

ইবনু আব্বাসের কুরাইবকে সম্বোধন করে বলা বক্তব্যের ইঙ্গিত "এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখাটা জন্য অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না" এই বিষয়ের প্রতি যদি এমনটা আমরা মেনে নেয়, তাহলে অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য না হওয়ার বিষয়টি যোক্তিক দলীলের সঙ্গে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। আর তা **হলো**, চাঁদ দেখার বিষয়টি যেই অঞ্চলে প্রযোজ্য হবে আর যেই অঞ্চলে প্রযোজ্য হবে না সেই অঞ্চল দুটির মধ্যকার দূরত্ব কমপক্ষে এওটুকু হওয়া জরূরী, যতটুকু দূরত্ব হলে উভয় অঞ্চলের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন বলে ধর্তব্য হয়, আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সিরিয়া আর মদীনার মধ্যে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন হওয়ার মত সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ দূরত্ব বিদ্যমান না থাকার সম্ভাবনা সত্ত্বেও সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার উপরে ইবনু আব্বাসের আমল না করাটা তার ইজতিহাদ, যা প্রমাণযোগ্য দলীল হতে পারে না।

চতুর্থ বিবেচনা:

যদি যৌক্তিক দলীলটি নির্দিষ্টরূপে গ্রহণ করা জরূরী নয় এটা মেনে নেওয়া হয়, তবুও কোনো আলেম এই ব্যাপারে সন্দেহ করবে না যে, চাঁদ দেখার দলীলগুলো এই বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ যে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা একে অপরের সংবাদ ও সাক্ষ্যের উপরে আমল করবে সর্বপ্রকার শারঈ বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে। আর চাঁদ দেখার বিষয়টি সেই বিধিগুলোর অন্যতম, চাই সংশ্লিষ্ট অঞ্চল দুটির মধ্যে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন হওয়া সম্ভব এতটুকু পরিমাণ দূরত্ব বিদ্যমান থাকুক আর না থাকুক, বিধায় এই বিশেষভাবে শুধুমাত্র এই

বিধানটির ক্ষেত্রে আমল না করার বিষয়টি এই দিকে ইঙ্গিত করে যে, এটার বিধান ক্বীয়াসের পরিপন্থি, আর তাই এই বিষয়ে একমাত্র নছ বর্ণিত প্রেক্ষাপটের উপরেই বিধানটিকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হবে যদি নছটি স্পষ্ট অর্থে বর্ণিত হয়, অথবা নছে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের মূল তাৎপর্যের উপরেই বিধানটিকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে যদি নছটি স্পষ্ট অর্থে বর্ণিত না হয়। আর ইবনু আব্বাস নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর থেকে বর্ণিত শব্দ বা শাব্দিক অর্থ কোনোটাই তিনি তার বক্তব্যে (আমাদেরকে এমনটিই করার আদেশ দিয়েছেন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম) উদ্ধৃত করেননি, যে সেই বক্তব্যের ব্যাপকতা বা সীমাবদ্ধতার বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। তিনি আমাদেরকে এমন একটি বর্ণনা শুনিয়েছেন, যা অস্পষ্ট আদেশসূচক, যা দ্বারা তিনি সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার উপরে মদীনাবাসীগণের আমল না করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, আর এটা তখনি ছহীহ হবে যখন এটাই তার বিক্তব্যের উদ্দেশ্য বলে মেনে নেওয়া হবে। আর এই বক্তব্য থেকে এর চেয়ে অতিরিক্ত কোনো তাৎপর্য বা মর্ম বুঝে আসে না, যার ফলে আমরা এই বক্তব্য দ্বারা ঐ ব্যাপক বিধানটির ব্যাপকতাকে নির্দিষ্ট করতে পারি,

সুতরাং ক্বীয়াস পরিপন্থি বর্ণনাটি থেকে বোধগম্য মর্মের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট বিধানটিকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এবং ঐ ক্বীয়াস পরিপন্থি বর্ণনার সাথে অন্যকোনো বিধানকে সংযুক্ত করা উচিত নয়। আর সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মদীনাবাসীগণের জন্য শুধুমাত্র সিরিয়াবাসীদের চাঁদ দেখার উপরে আমল করা আবশ্যক নয় এতটুকুই সাব্যস্ত হবে, মদীবাসীগণের জন্য অন্যকোনো অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখার উপরে আমল করা যাবে না এটা প্রমাণিত হবে না। আর হতে পারে যে, এই ক্ষেত্রে এমন কোনো হিকমত আছে, যা আমরা জানি না।

পঞ্চম বিবেচনাঃ

যদি আমরা ভিন্ন পরিস্থিতির বিধানকে ঐ বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত করা ছহীহ হবে বলে মেনে নেই, তথাপি তা শুধুমাত্র ঐ সকল অঞ্চলগুলোর জন্যই বৈধ বিবেচিত হবে, যেই অঞ্চলগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্ব মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমপরিমাণ অথবা বেশি, তবে যেই অঞ্চলগুলোর দূরত্ব সিরিয়া ও মদীনার মধ্যবর্তী দূরত্বের চেয়ে কম, সেই অঞ্চলগুলোকে এই বিধানের

অন্তর্ভুক্ত করা ছহীহ হবে না, আর এটা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করতে পারবে।

সুতরাং তুমি ভেবে দেখো, যারা ডাকপোস্ট অথবা আঞ্চলিক সীমা অথবা শহরের দূরত্বকে চাঁদ দেখার আমল করা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার মাপকাঠি বানিয়েছে, তাদের পক্ষে কী দলীল আছে, যেই মতটি সায়্যিদ গ্রহণ করেছেন।

আর প্রথম পর্যালোচনায় এই মতের বিপরীত বর্ণনা বিরাট সংখ্যাক একটি দল থেকে বর্ণিত হওয়ার আলোচনাটি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে, যেমনটি কুরাইবের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, যেই বিষয়ের বিশ্লেষণ অচিরেই আসছে। আর তুমি যদি ন্যায়বান হয়ে থাকো, আর বিভিন্ন মতের ভীতি সঞ্চারক বেত্রাঘাত তোমাকে আঘাত না করে থাকে এবং সত্যের মাঝে আর তোমার মাঝে যদি ব্যক্তিমতবাদ অন্তরায় না হয়ে থাকে, তাহলে তুমি এই আলোচনার শেষ প্রান্তে এটা উপলব্ধি করেছ যে, ইবনু আব্বাসের বক্তব্যে এমন এমন কোনো দলীল নেই, যা তোমাকে যৌক্তিক ও বর্ণনাভিত্তিক দলীলকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং তোমাকে সকল দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোকে অন্তর্ভুক্তকারী ব্যাপক বিধানকে (শুধুমাত্র নিকটবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে) বিশিষ্টকরণের সঙ্কীর্ণতায় পতিত করে। কবি বলেন:

"এটা এমন ধ্রুব সত্য, যাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই * সুতরাং আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ছোটো ছোটো রাস্তাগুলোকে পরিহার করে সঠিক রাস্তায় যেয়ে উঠতে চাই"।

তিনি বলেছেন: আর ইমাম মাহদী এর প্রতিউত্তর মূলক বক্তব্য "চাঁদ দেখার **হাদীছ**গুলো (দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অঞ্চলের মধ্যে) কোনো বিধানগত পার্থক্য করেনি" যা সংঘাতময়। কারণ চাঁদ দেখার এই বর্ণনাটি হয়ত নির্দিষ্ট বিধান বিশিষ্ট অথবা সীমাবদ্ধকারী, আর নির্দিষ্ট বিধান সর্বদা ব্যাপক বিধানের উপরে প্রাধান্য পেয়ে থাকে আর সীমাবদ্ধকারী বিধান সর্বদা সাধারণ বিধানকে সীমাবদ্ধ করে, কারণ উভয়টি একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

আমি বলব: এই দাবিটি বিভিন্ন কারণে ছহীহ না:

প্রথম কারণ:

ইতোপূর্বে অতিবাহিত হওয়া আলোচনায় ইবনু আব্বাসের যেই শব্দের উদ্ধৃতি সায়্যিদ দিয়েছেন, সেই উদ্ধৃতি সম্পর্কে তুমি জানো যে, সেই উদ্ধৃতির বাহ্যিক

অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, তিনি "আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এমনটিই করতে আদেশ দিয়েছেন" এই বক্তব্য দ্বারা "তুমি মদীনাবাসীগণের অনুকরণ করো" এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর তুমি এটাও জানতে পেরেছ যে, এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে 'উমূম খুছূছ মিন ওয়াজহিন' এর সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ইবনু আব্বাসের **হাদীছকে** চাঁদ দেখার **হাদীছ**গুলোকে নির্দিষ্টকারী সাব্যস্ত করার মতটি আসলে সাংঘর্ষিক।

দ্বিতীয় কারণঃ

ইতোপূর্বে আমরা হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত ইবনু আব্বাসের **হাদীছ** হুবহু যেই শব্দে উদ্ধৃত করেছি, সেই শব্দ অনুসারে **হাদীছ**টি তাখছীছ তথা চাঁদ দেখার **হাদীছ**টির ব্যাপকতাকে নির্দিষ্ট করার সামর্থ্য রাখে না ঐ পন্থানুযায়ী, সায়্যিদ যেই পন্থা অনুসরণ করে তা নির্দিষ্ট করাকে উত্তম মনে করেছেন, অর্থাৎ এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখাটা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য না হওয়ার বিষয়টি। আর এই বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বের পর্যালোচনায় স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করেছি, তাই সেই আলোচনার পুনরাবৃত্তি আর করবো না।

তৃতীয় কারণঃ

ইমাম মাহদী স্বীয় উছূলের গ্রন্থে এই বিষয়ে ('আম ও খাছ এর মধ্যে কোনটা অগ্রাধিকার পাবে) যেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা **হলো** 'আম অথবা খাছ এর মধ্যে যেটা শেষে জানা যাবে, সেটাই **হলো** আমলযোগ্য। আর যদি সর্বশেষ বর্ণনাটি জানা না যায়, তাহলে 'আম ও খাছ উভয়টিই বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। তিনি মি'য়ার গ্রন্থে মাসআলাটি এই শব্দে বর্ণনা করেছেনঃ "মাযহাবপন্থিদের ও ক্বাযীর মাসআলার সমাধান **হলো**, যখন 'আম ও খাছ এর মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হবে, তখন পরবর্তী তহা সর্বশেষে সিদ্ধান্তকৃত বিধানটিই আমলযোগ্য হবে, যদি সর্বশেষ সিদ্ধান্তটি জানা যায়, অন্যথায় উভয়টি বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। আর নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীরা 'আম ও খাছকে বাদ দিয়ে তৃতীয় আরেকটি বিধানকে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বরং 'আম এর ভিত্তি খাছের উপরে স্থাপিত করা হবে সর্বক্ষেত্রে। আমরা বলব, 'আম (ব্যাপক বিধান) খাছকে (নির্দিষ্ট বিধানকে) সর্বদা শামিল বা অন্তর্ভুক্ত করে রাখে।

সুতরাং এই সংঘর্ষটা কেমন যেনো দুইটি 'আম বা দুটি খাছ বিধানের পারস্পরিক সংঘর্ষ। আর যদি উভয়টি (কোনো বিধানে) একত্রে মিলিত হয়ে আসে (অর্থাৎ 'আমকে খাছের উপরে প্রাধান্য দেওয়ার কোনো প্রমাণ না থাকে), তাহলে হয়তবা খাছ বিধানটি সর্বশেষ সিদ্ধান্ত"। তিনি এই আলোচনার ব্যাখ্যায় দলীল-প্রমাণের আলোকে বিষয়টি সাব্যস্ত করেছেন, এমনিভাবে মুত্বলাক্ব (সাধারণ বিধান) ও মুক্বায়্যাদ (সীমাবদ্ধ বিধান) এর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

সুতরাং চাঁদ দেখার **হাদীছ**গুলো (দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর মধ্যে) কোনো পার্থক্য করেনি এই বক্তব্যের কারণে ইমাম মাহদী এর মতকে সাংঘর্ষিক বলা ততক্ষণ পর্যন্ত অবাস্তবিক বলে বিবেচিত হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই খাছ বিধানটি সর্বশেষ বিধান হিসেবে সাব্যস্ত না হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই বিধানটিকে খাছ বলে মেনে নেওয়া না হবে এবং এই খাছ বিধানটিকে ব্যাপক বিধানটির জন্য নির্দিষ্টকারী হওয়ার উপযুক্ত বলে মেনে নেওয়া না হবে। অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত এই খাছ বিধানটি 'আম (ব্যাপক বিধান) এর সঙ্গে মিলিত হয়ে এসেছে এই বিষয়টি প্রমাণিত না হবে, আর এই বিষয়টি তখনি প্রমাণিত হতে পারে, যখন উভয় বর্ণনার তারিখ নির্ণয় করা সম্ভব হবে (যা অসম্ভব), তাই সায়্যিদের জন্য ইনছ্বাফ হবে সেই তারীখটি বর্ণনা করা অন্যথায় অনুমান নির্ভর হয়ে তার মতকে সাংঘর্ষিক বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকা।

তিনি বলেছেন: আর "হয়ত ইবনু আব্বাস যা বলেছেন তা এই জন্য বলেছেন যে, তাকে সংবাদ দাতা ছিলেন মাত্র একজন" তার এমন ব্যাখ্যা মাত্রাতিরিক্ত সংঘর্ষময় বক্তব্য। কারণ, এটা সংখ্যানির্ভর বিষয়ে ইবনু আব্বাসের স্পষ্ট মতের বিরোধী। আর যদি সাক্ষ্যের নিছ্বাব (যার পরিমাণ দুইজন পুরুষ অথবা দুইজন নারী ও একজন পুরুষ) এর অপূর্ণতাই ইবনু আব্বাসের কুরাইবের সংবাদ গ্রহণ না করার কারণ হতো, তাহলে কুরাইবকে দেওয়া উত্তরটি এমন হওয়ার দরকার ছিল: তোমার সঙ্গে কি তুমি ছাড়া আর কোনো সাক্ষী আছে, যেহেতু সে সিরিয়ার যাত্রীদলের সঙ্গে ফিরে এসেছিল, আর খবরে ওয়াহিদ যদি এমন হয়, যে এই সংবাদদাতা যদি এককভাবে সংবাদ দেয়, তাহলে তার সঙ্গে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা ব্যক্তিগণ তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তাহলে এই ক্ষেত্রে সেই খবরে ওয়াহিদটি নিশ্চিতভাবে 'ইলম (নিশ্চিত জ্ঞান) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বিষয়টি অনুমোদন দিবে।

আমি বলব: ইমাম মাহদী এই ব্যাখ্যাটি আল-বাহার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, সেখানে তিনি বলেছেন: হয়তবা (কুরাইবকে উদ্দেশ্য করে) ইবনু আব্বাসের এই বক্তব্যটি এই জন্যেই দেওয়া হয়েছিল যে, সিরিয়ায় চাঁদ দেখার সংবাদের সংবাদদাতা ছিলেন একজন। আল্লামা আল-মাক্ববালী আল-মানার গ্রন্থে বলেছেন: "কখনো তারা তাদের এই মাসআলাকে প্রমাণ করার স্বার্থে এই মাসআলাটিকে কুরাইবের হাদীছের সঙ্গে সংযুক্ত করে থাকে, অথচ উক্ত হাদীছে তাদের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। আর **হাদীছ**টির বাহ্যিক অর্থ তাই, যা লেখক রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন। আর মানবীয় বিবেক কখনো কখনো অঞ্চল নিম্নভূমিতে বা উঁচুভূমিতে অবস্থিত হওয়ার কারণে অথবা পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত হওয়ার কারণে চাঁদ এর উদয়স্থলের ভিন্নতাকে স্বীকার করে, তবে মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যে উপরোক্ত দুটি বিষয়ের কোনোটিই বিদ্যমান নেই এরপরে বিবেক শারঈ দলীলকেও গ্রাহ্য করে, কিন্তু ইবনু আব্বাসের বক্তব্যে অঞ্চল দুটির চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ও অঞ্চল দুটির দূরবর্তিতার প্রতি ইঙ্গিত করে এমন কোনো স্পষ্ট ভাষ্য বিদ্যমান নেই, বরং তার বক্তব্যে তার কার্যপ্রণালীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি কুরাইবের সংবাদ গ্রহণ করেননি এই কারণে যে, তিনি সংখ্যায় একজন ছিলেন"। তিনি আল-আবহাছ আল-মুসাদ্দাদাহ গ্রন্থে কুরাইবের **হাদীছ**টি বর্ননা করার পরে বলেছেন: এই **হাদীছ**টি দ্বারা তারা এই বিষয়ে দলীল উপস্থাপন করতে চাই যে, স্থানভেদে চাঁদ এর উদয়স্থল ভিন্ন হবে।

সুতরাং এক শহরের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না, এরপরে তারা দুই শহরের মধ্যকার দূরত্ব নির্ধারণে মতানৈক্য পোষণ করেছে। কেউ বলেছে, ভিন্ন দুইটি স্থানের অর্থ **হলো** ভিন্ন ভিন্ন দুইটি রাষ্ট্র হওয়া। আবার কেউ বলেছেন, মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী দূরত্বের সমপরিমান দূরত্ব হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল দুইটির উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হবে, যেমন ইবনু আব্বাসের ঘটনা থেকে বোঝা যায়। আবার কেউ বলেছেন, দুইটি অঞ্চলের মধ্যে ক্বছর জায়েয হয় এতটুকু দূরত্ব বিদ্যমান থাকলে সেই অঞ্চল দুইটির উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হবে।

আমি বলব: যুক্তি অবশ্য এই বিষয়টি এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকার করে যে, দুইটি অঞ্চলের ভূমির মধ্যে অবস্থানগত উচ্চতা ও নিম্নতার বা এই জাতীয় কোনো তফাৎ এর কারণে এমনটি হতে পারে। তবে মদীনা ও সিরিয়ার ন্যায় অঞ্চলগুলো নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় এগুলোর অস্তাচল অভিন্ন।

আর এটাই এই বিষয়ের প্রমাণ যে, ইবনু আব্বাস এর উদ্দেশ্য সেটা নয়, যা তারা বুঝেছে, আর তা ছাড়া তাদের বিবেচিত মতের ক্ষেত্রেও ইবনু আব্বাসের এই হাদীছে কোনো দলীল নেই, কেননা, ইবনু আব্বাসের বক্তব্যে পুরো বিষয়টির সামগ্রিক তাৎপর্যের উপরে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেনো তিনি বলতে চেয়েছেন যে, এই জাতীয় সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের উপর সংশ্লিষ্ট মাসের মেয়াদ পূর্ণ করা ওয়াজিব। আর এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, **ছিয়াম** (রমযান মাসের) রাখা বন্ধ করার ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষীর (চাঁদ স্বচক্ষে দেখার) সাক্ষ্যকে ওয়াজিব ধার্য করেছেন এমন প্রত্যেক ফক্বীহ ইবনু আব্বাসের বক্তব্যের আলোকেই এই ফতোয়া দিয়েছেন, কারণ তাকে সংবাদদাতা ছিলেন সংখ্যায় একজন। সুতরাং মাসআলাটি (মত) উঁচু পাহাড় থেকে ধ্বসে পড়েছে, আর আমরা (ক্লান্তি থেকে) মুক্ত হলাম – "আপনার রব্ কখনো ভুলে যান না" – সূরা মারয়াম, আয়াত - ৬৪।

আমি বলবঃ এই বিশ্লেষক যেই ব্যাখ্যায় আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন, সেই বিষয়ে তার বোঝা দরকার যে, এই মাসআলাটি পাহাড়ের চুড়া থেকে ধ্বসে পড়েনি, আর আমরাও (উক্ত বিশ্লেষণ অনুসারে) ক্লান্তি থেকে মুক্তি পায়নি, কারণ ইবনু আব্বাস থেকে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ওয়াজিব মর্মে কোনো ছহীহ বর্ণনা নেই। এই বিষয়ে সর্বোচ্চ যেই বর্ণনা পাওয়া যায়, তা **হলো** দারাক্বুত্বনী ও ত্বাবারানী আল-আওসাত্ব গ্রন্থে ত্বাউসের সনদে বর্ণনা করেছেন যে, একদা আমি মদীনায় উপস্থিত ছিলাম আর ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এমন সময় একব্যক্তি মদীনার গভর্ণরের নিকট এসে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, সে রমযান মাসের নতুন চাঁদ দেখেছে, তখন সেই গভর্ণর ইবনু আব্বাস ও ইবনু উমারকে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করার বিষয়ে জিজ্ঞাস করলেন, তখন তারা তাকে (**ছিয়াম** রাখার আদেশ দেওয়ার) অনুমতি দিলেন এবং বললেনঃ "আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম একজন ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রমযানের **ছিয়াম** রাখার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু তিনি কখনোই দুইজন ব্যক্তির সাক্ষ্য ছাড়া রমযানের **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার অনুমতি দিতেন না"। দারাক্বুত্বনী বলেছেনঃ **হাদীছ**টি হাফছ বিন উমার আল-উবুল্লী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, আর তিনি হলেন দুর্বল রাবী।

আর তা ছাড়া ইবনু আব্বাস আর কুরাইবের মধ্যে বিতর্কের বিষয়বস্তু **হলো** রমযান মাসের চাঁদ দেখাকে কেন্দ্র করে, শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখাকে কেন্দ্র করে নয়।

সুতরাং যেহেতু কুরাইব রমযান মাসের শুরুর চাঁদ দেখার সংবাদ দিয়েছে সেই দিক থেকে কুরাইবের সাক্ষ্য গ্রহণ করা ওয়াজিব হওয়ার উপরে **হাদীছ**টিকে দলীল হিসাবে উপস্থাপনযোগ্য মেনে নিলে মাক্ববালীর এই বক্তব্য আর ছ্বহীহ থাকে না যে, **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার ক্ষেত্রে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ওয়াজিব এমন এমন মত পোষণকারী প্রত্যেক ফক্বীহ...শেষ পর্যন্ত। এখন তার পক্ষ থেকে যদি বলা হয়: যেই রমযান মাসের নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে কুরাইব সংবাদ দিয়েছে, সেই চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণ করাটা সেই রমযান মাসের **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার ক্ষেত্রে তার সংবাদ গ্রহণকে আবশ্যক করে, বিধায় রমযান মাসের প্রথম চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণ না করার একমাত্র কারণ **হলো** এই আবশ্যকতা।

তাহলে আমরা বলব: এমনিভাবে রমযান মাসে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে একজনের সংবাদ গ্রহণ করার বিষয়টি সেই সংবাদ দাতার বক্তব্যকে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার ক্ষেত্রে গ্রহণ করাকে আবশ্যক করে শুধুমাত্র মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার ক্ষেত্রে (চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে নয়)। আর যদি তার সংবাদ গ্রহণের এই আবশ্যকতাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হতো, তাহলে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণ না করা আবশ্যক হয়ে যেত, যখন একজন ব্যক্তি রমযান মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সংবাদ দিত, অথচ এটা সম্পূর্ণ অকার্যকর ও বাত্বিল। কারণ, ইবনু উমারের **হাদীছ** থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

"মানুষ একদা (কোনো এক রমযান মাসের প্রারম্ভে) একত্রিত হয়ে চাঁদ দেখার চেষ্টা করছিল, তখন আমি আল্লাহর রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ দেখেছি, তখন তিনি **ছিয়াম** রাখতে লাগলেন এবং মানুষদেরকেও **ছিয়াম** রাখার আদেশ দিলেন"। **হাদীছ**টি আবূ দাউদ, দারিমী, দারাক্বুত্বনী ও বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন আর তারা প্রত্যেকেই আবূ বকর বিন নাফে' থেকে, তিনি স্বীয় পিতা থেকে এই সনদে বর্ণনা করেছেন, এই **হাদীছ**টিকে ইবনু হিব্বান, হাকিম ও ইবনু হাযাম ছ্বহীহ বলেছেন। আর রমযান মাসের প্রথম চাঁদ দেখার সংবাদ খবরে ওয়াহিদ হলে তা গ্রহণ করা যাবে না এই মত বাত্বিল হওয়ার পক্ষে আরেকটি দলীল **হলো**

– ইবনু আব্বাসের **হাদীছ** – একদা এক গ্রাম্য ব্যক্তি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে বলল: আমি চাঁদ দেখেছি, তিনি তাকে বললেন: তুমি কি "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই" এই কথার সাক্ষ্য দাও? সে বল: হ্যাঁ। তিনি তাকে বললেন: তুমি কি এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, "মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন: "হ্যাঁ। তিনি বললেন: তাহলে হে বিলাল, মানুষের মাঝে এই ঘোষণা প্রচার করে দাও যে, "তারা যেনো আগামীকাল থেকে **ছিয়াম** রাখতে শুরু করে"। **হাদীছ**টি আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাযাহ বর্ণনা করেছেন, ইবনু খুযায়মা আর ইবনু হিব্বান **হাদীছ**টিকে ছহীহ বলেছেন, কিন্তু নাসায়ী **হাদীছ**টির সনদ মুরসাল হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, মুরসাল সনদে **হাদীছ**টি উদ্ধৃত করেছেন দারাক্বুত্বনী, বায়হাক্বী ও হাকিম, তিরমিযী বলেছেন, **হাদীছ**টি মুরসালভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর নাসায়ী বলেছেন: মুরসাল সনদটিই অধিক সঠিকতার উপযুক্ত। আর সাম্মাক যখন কোনো হাদীছের মূল সনদটি এককভাবে বর্ণনা করবে, তখন সেই **হাদীছ**টি দলীল হতে পারবে না, তাহলে ইবনু আব্বাসের জন্য তার এই বক্তব্য "এমনটিই করতে আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম" দ্বারা কীভাবে একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ না করার দিকে ইঙ্গিত করা ছহীহ হবে যে, তিনিই আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে একজন গ্রাম্য ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণের **হাদীছ** বর্ণনা করছেন আর কুরাইবের সাক্ষ্যকে অগ্রাহ্য করছেন। যদি তুমি বল: তার উদ্দেশ্য **হলো ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ না করা, তাহলে আমি বলব: ইতোপূর্বেই এই বিষয়টি অতিবাহিত হয়ে গেছে যে, তাদের উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য ছিল রমযান মাসের চাঁদ দেখা নিয়ে। তুমি যদি বল: তাহলে আপনি হুসাইন বিন হারিছ বিন হাত্বিব এর **হাদীছ** এর ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দিবেন, যেখানে তিনি বলেছেন: "আমাদেরকে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম চাঁদ দেখে হজ্জের কার্যক্রম শুরু করতে আদেশ দিয়েছেন, আর আমরা যদি চাঁদ দেখতে না পাই এবং দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে আমরা যেনো তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী হজ্জের কার্যক্রম শুরু করি"। **হাদীছ**টি আবূ দাউদ বর্ননা করেছেন। আর আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন খাত্ত্বাব এর হাদীছের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত দিবেন:

"তিনি একদা সন্দেহপূর্ণ এক দিবসে মানুষের সামনে ভাষণ দিচ্ছিলেন, এমন সময় তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর ছাহাগণের সঙ্গে একটি মজলিসে বসে ছিলাম, তখন তারা আমাকে বর্ণনা করেছিলেন যে, আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন – "তোমরা চাঁদ দেখে **ছিয়াম** রাখো এবং চাঁদ দেখে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করো, আর যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় (আকাশ মেঘলা থাকার কারণে), তাহলে শা'বান মাসের ত্রিশদিন মেয়াদ পূর্ণ করো, তবে (ত্রিশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে) দুইজন সাক্ষী চাঁদ স্বচক্ষে দেখার সাক্ষ্য দিলে ভিন্ন কথা (**ছিয়াম** রাখতে শুরু করো)"। **হাদীছ**টি নাসায়ী বর্ণনা করেছেন, কারণ এই **হাদীছ** দুইটির সংখ্যার তাৎপর্য দ্বারা বোঝা যায় যে, একজনের সংবাদ যথেষ্ট নয়। তাহলে উত্তর দেওয়া হবে: এই সংখ্যার তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করা হবে সংখ্যার তাৎপর্যময় হাদীছের চেয়েও শক্তিশালী **হাদীছ** দ্বারা, কারণ একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার দলীলটি **হলো** স্পষ্ট অভিব্যক্তি বা স্পষ্ট বক্তব্য, যা তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি বা ইঙ্গিত পূর্ণ বক্তব্যের চেয়ে অধিক অগ্রগণ্য। এই কথা বলা যাবে না যে, ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাসের **হাদীছ** রমযান মাসের চাঁদ দেখার বিষয়ে একজনের সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হতে পারে, কেননা এই প্রাধান্যের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে হুসাইন বিন হারিছের হাদীছের তুলনায়। আর আব্দুর রহমান বিন যায়েদ বিন খাত্তাব এর হাদীছের তুলনায় এই প্রাধান্যের সাথে **হাদীছ**টির কোনো সম্পর্ক নেই, কেননা ঐ **হাদীছ**টি দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হওয়ার দলীল, বিধায় এই **হাদীছ** আর ইবনু উমার ও ইবনু আব্বাসের হাদীছের মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই।

যেহেতু আমরা বলি তাঁর বক্তব্য "তবে দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য পাওয়া গেলে ভিন্ন কথা" এটা তাঁর পূর্বের বক্তব্য "তাহলে শা'বান মাসের ত্রিশদিনের মেয়াদ পূর্ণ করো" থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই হাদীছের আলোচ্য বিষয় রমযান মাস প্রবেশ করার সঙ্গে সম্পর্কিত। আর আল-বাহার গ্রন্থে ইমাম আল-মাহদীর বক্তব্য "ইবনু উমার ও গ্রাম্য ব্যক্তির **হাদীছ** দুইটির মধ্যে এই সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, একই বিষয়ের সাক্ষ্য হয়ত তারা ব্যতীত অন্যরাও দিয়েছিলো, যেমন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম নিজে চাঁদ দেখেও নিজের চাঁদ দেখার উপরে আমল করেননি যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যকেউ তা দেখার সংবাদ তাঁকে দেয়নি এবং বলেছেন – "তোমার সাথে আরো

একজন সাক্ষী থাকতে হবে"। এই জাতীয় সম্ভাবনা যদি দীনের যাবতীয় মাসায়েলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে শরী'আতের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই বাত্বিল বলে গণ্য হবে। কারণ প্রত্যেকটি মাসআলাতেই এমন সম্ভাবনা প্রবেশ করা সম্ভব, আর তা ছাড়া এই মতকে ছ্বহীহ প্রমাণ করার স্বার্থে "নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর নিজের চাঁদ দেখার উপরে আমল না করার **হাদীছ** দ্বারা দলীল দেওয়া সঠিক নয়, কেননা **হাদীছ**টি সাব্যস্ত হয়নি যেমনটি আল-বাদরুত তামাম গ্রন্থে মাগরিবী বলেছেন – এই **হাদীছ**টি কোনো গ্রহণযোগ্য ইমাম বর্ণনা করেননি, এমনকি ইমাম মাক্ববালী আল-বাহার এর টীকায় লিখেছেন, এটা এমন স্পর্শকাতর বক্তব্য, যা শুনলে শরীরের চুল ও পশম দাঁড়িয়ে যায়, যেই **হাদীছ** থেকে মাওদূ'আত (জাল **হাদীছ**) এর কিতাবগুলোও মুক্ত। আর সায়্যিদের বক্তব্য "তিনি সিরিয়ার যাত্রীদলের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছেন" এটা আমরা কুরাইবের **হাদীছ** বর্ণনাকারীগণের কিতাবে পাই নি, বিধায় তিনি যেই সহকারী দলীলের দাবি করেছেন, তা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এই দাবিটি ছ্বহীহ সাব্যস্ত না হবে।

তিনি বলেছেন: আর দুইজন আগন্তুক এর সংবাদ অনুযায়ী অথবা – একটি বর্ণনানুসারে – একজন আগন্তুকের সংবাদ অনুযায়ী নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করে দেওয়ার হাদীছের বাহ্যিক ব্যাখ্যা **হলো** এই যে, উভয় আগন্তুকই মদীনার সীমানার ভিতরে এসে চাঁদ দেখেছে। যার দলীল **হলো** "একদা একটি যাত্রীদল নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে সাক্ষ্য প্রদান করল যে, তারা গতকাল নতুন চাঁদ দেখেছে, তখন তিনি তাদেরকে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করতে বললেন এবং আগামীকাল সকালে 'ঈদগাহে যাওয়ার আদেশ দিলেন" এই **হাদীছ**টি। এই হাদীছের বাহ্যিক অর্থ এটাই যে, তিনি শুধুমাত্র তাদেরকে (যাত্রীদলকে) **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার আদেশ দিলেন, যা তাঁর নিজের জন্য ও তাঁর ছাহাবাগণের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। কারণ, তারা সেই দিন গতকালকে চাঁদ দেখার সংবাদ দিয়েছে, যা স্পষ্টরূপে এই বিষয়ের প্রমাণ যে, চাঁদ তারা মদীনার বাহিরে কোনো অঞ্চলে দেখেছে। **হাদীছ**টিকে ইবনু হাযাম, ইবনুল মুনযির ও ইবনুস সাকান ছ্বহীহ বলেছেন।

আমি বলব: সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ মনে করেছেন যে, এই **হাদীছ**টি তার "এক অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য

না হওয়ার" এই মতের পক্ষে বর্ণিত হয়েছে, এটা ঐ ব্যক্তিদের পক্ষে বর্ণিত হয়নি, যারা চাঁদ দেখার বিধান প্রযোজ্য হওয়ার দূরত্বসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সীমানা অথবা উদয়স্থলের ভিন্নতা অথবা মদীনা ও সিরিয়ার ন্যায় দীর্ঘ দূরত্বকে মাপকাঠি বানিয়েছেন। আর দুইজন আগন্তুকের হাদীছের শব্দটি মুসনাদু আবী শায়বা ও শারহুত তাজরীদ এর মধ্যে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর নিকট দুইজন গ্রাম্য আগন্তুক আসল, তাদেরকে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা উভয়ে কি মুসলিম? তখন তারা বললেন: হ্যাঁ, তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমরা কি নতুন চাঁদ দেখেছ? তারা বলল, হ্যাঁ, তখন তিনি মানুষদেরকে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন, আর তারা **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করে দিল। আর সায়্যিদ দাবি করেছেন যে, এই **হাদীছ**টির বাহ্যিক মর্ম থেকে বোঝা যায় তারা উভয়ে চাঁদ দেখেছে মদীনার সীমানার ভিতরে, যার দলীল **হলো** যাত্রীদলের **হাদীছ**টি, আর এই **হাদীছ**টির (যাত্রীদলের **হাদীছ**) বাহ্যিক মর্ম "**ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার নির্দেশটি তাদের (যাত্রীদল) সঙ্গে নির্দিষ্ট" বলে দাবি করেছেন। তবে উভয় হাদীছেই বাহ্যিক মর্মের যেই দাবি করা হয়েছে, তা নিতান্তই একটি অসঙ্গতিপূর্ণ দাবি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর দুইজন আগন্তুকের **হাদীছ**টি যদিও বাহ্যিকভাবে তার দাবির সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, তবুও **হাদীছ**টির সর্বনিম্ন অবস্থা **হলো** উভয় দিকেই সমতা বিদ্যমান। **হাদীছ**টি আবূ দাউদের ছ্বহীহ নুসখানুযায়ী এই সনদে বর্ণিত হয়েছে – আমাদেরকে মুসাদ্দাদ ও খালাফ ইবনু হিশাম আল-মুক্বরি বর্ণনা করেছেন, তারা উভয়ে বলেছেন আমাদেরকে আবূ 'আওয়ানা মানছূর থেকে, তিনি রিব'ঈ বিন হিরাশ থেকে, তিনি নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর জনৈক ছ্বাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন:

"একদা মানুষ রমযান মাসের শেষ দিবস এর ব্যাপারে মতানৈক্য করছিল, তখন দুইজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গতকাল সন্ধ্যায় নতুন চাঁদ দেখেছে, তখন আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম মানুষদেরকে আদেশ দিলেন **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করতে", এই হাদীছে খালাফ আরো এতটুকু অংশ বৃদ্ধি করে বর্ননা করেছেন যে, "এবং তাদেরকে আগামীকাল সকালে 'ঈদগাহে যাওয়ার জন্য (আদেশ দিলেন)"।

আর তুমি এই কথা জানো যে, রমযানের শেষ দিবস নির্ধারণে মানুষের মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষাপটে গ্রাম্য ব্যক্তি দুইজনের আগমনের ঘটনা উপস্থাপন করা এবং তাদের আগমনের ঘটনার সাথে তাদের সাক্ষ্য প্রদান করার ঘটনাকে সংযুক্ত করার বিষয়টি সায়্যিদের দাবির বিপরীত। আর যাত্রীদলের হাদীছের বর্ণনাটি আল-মুনতাক্বা গ্রন্থে আবূ উমাইর বিন আনাস থেকে, তিনি স্বীয় চাচা সম্পর্কিত জনৈক আনছারী ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, ছাহাবাগণ বলেন:

"একদা শাওয়াল মাসের চাঁদ আমাদের দৃষ্টিগোচর **হলো** না, তাই আমরা **ছিয়াম** অবস্থায় সকাল অতিবাহিত করলাম, তখন শেষ প্রহরে একদল আগন্তুক এসে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর নিকট সাক্ষ্য দিল যে, তারা গতকাল চাঁদ দেখেছে, তখন তিনি সেই দিনেই মানুষদেরকে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার আদেশ দিলেন এবং তাদেরকে আগামীকাল 'ঈদগায় যাওয়ার আদেশ দিলেন"। সুতরাং মানুষকে এই আদেশ দেওয়াটা "**ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার আদেশটি যাত্রীদলের হাদীছের সঙ্গে নির্দিষ্ট" সায়্যিদের এই দাবির সঙ্গে স্পষ্ট সাংঘর্ষিক।

এরপরে দেখো, কেমন বাচন ভঙ্গিতে এই কথাটি তিনি উপস্থাপন করেছেন, যখন তিনি দুই আগন্তুকের চাঁদ দেখার ঘটনাটি মদীনার সীমায় সংঘটিত হয়েছে এটাই বাহ্যিক মর্ম হওয়ার দাবির পক্ষে দলীল দিয়েছেন যাত্রীদলের সদস্যদের সঙ্গে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার আদেশটি নির্দিষ্ট হওয়ার **হাদীছ** দ্বারা, এরপরে তিনি চাঁদ দেখার ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে মদীনার সীমার বাহিরে এই বিষয়ে প্রমাণ পেশ করতে যেয়ে (যাত্রীদলের সঙ্গে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার আদেশটি) নির্দিষ্ট হওয়াটাই বাহ্যিক মর্মের দাবি এমন দাবির পক্ষে দলীল দিয়েছেন "গতকালকের চাঁদ দেখার সংবাদ আজকে দেওয়া হয়েছে এই বাহ্যিক মর্ম" দ্বারা। আর তুমি ভালো করেই জানো যে, চাঁদ দেখার সীমানা মদীনার সীমানার বাহিরে হওয়াটা (তাঁর আদেশ) নির্দিষ্ট করণের পক্ষে দলীল হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার "এক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের চাঁদ দেখার বিধান প্রযোজ্য হবে না" এই দাবি মেনে নেওয়া না হবে, আর এটাই **হলো** মতানৈক্যের কেন্দ্রবিন্দু।

আর যদি – **ناس** – শব্দটি যাত্রীদলের হাদীছে বিদ্যমান না থাকার বিষয়টি মেনে নেওয়াও হয়, যেমনটি আবূ দাউদের বর্ণনায় আবূ উমাইর বিন আনাস

এর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, তিনি স্বীয় চাচা সম্পর্কিত নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর জনৈক ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন:

"একদা একটি যাত্রীদল আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গতকাল চাঁদ দেখছে, তখন তিনি তাদেরকে **ছিয়াম** ভাঙ্গতে বললেন এবং আগামীকাল সকালে 'ঈদগায় যাওয়ার আদেহ দিলেন"। এই হাদীছের আদেশটি যাত্রীদলের সঙ্গে নির্দিষ্ট হওয়ার মত বাহ্যিক কোনো অর্থ নেই, যেমনটি সায়্যিদ দাবি করেছে। কারণ, এখানে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখা যায় না এমন বাহ্যিক মর্ম **হলো**, যাত্রীদল **ছিয়াম** ভেঙ্গে ফেলে, যখন তারা এই ব্যাপারে অবগত হয় যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর শরী'আত অনুসারে চাঁদ দেখে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার নিয়ম, তখন তাদের জন্য চাঁদ দেখার পরে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার আদেশের অপেক্ষা করাটা দীনের জানা বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তাই **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার নির্দেশ শুধুমাত্র তাদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া ছহীহ হবে না, কেননা এটা হবে তাহছীলুল হাছিল, অর্থাৎ অর্জিত বিষয়কেই পুনরায় অর্জনের চেষ্টা করা। তিনি বলেছেন:

৩। তৃতীয় বিষয়টি হলো:

মুফতীর "নির্ধারিত (অমুক) দিবসটি আমার নিকট মাসের প্রথমদিন হওয়া সঠিক বলে মনে হয়েছে" এই ফতোয়ার ভিত্তিতে **ছিয়াম** রাখা শুরু করা ও **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল পেশ করা ছহীহ নয়। কেননা সহসা নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া কোনো সিদ্ধান্ত যদিও তা ছহীহ হয়, তথাপি সেই সিদ্ধান্ত বিবেচনাহীনভাবে মেনে নেওয়া ওয়াজিব নয়। আর মাহদীর বক্তব্য "যখন উক্ত সিদ্ধান্তটি ছহীহ বলে প্রমাণিত হবে, তখন তা মেনে নেওয়া ওয়াজিব হবে" বাছ-বিচার না করে ওয়াজিব হওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া অনুমান এর উপরে নির্ভর করে। কারণ সঠিকতা ওয়াজিব এর চেয়ে ব্যাপক, আর ব্যাপক বস্তুটি সর্বক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট বস্তুটির অস্তিত্বকে আবশ্যক করে না, আর এই জন্য উক্ত বিষয়টির উপরে আমল করা একটি সুযোগ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না, আর সুযোগ ছহীহ হলেও তা ওয়াজিব হয় না। আর তা ছাড়া আলোচ্য মাসআলাটি **হলো** সমর্থকদের জন্য, আর তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, সহসা নির্ধারিত সিদ্ধান্তের তাক্বলীদ করার ক্ষেত্রে যেই স্বেচ্ছাধীনতা দেওয়া হয়েছে তা জায়েয, ওয়াজিব নয়।

আমি বলব: **ছিয়াম** রাখা শুরু করা ও বন্ধ করা মুফতীর ফতোয়া "আমার নিকট (রমযান মাসের নির্দিষ্ট প্রথম দিনটি) সঠিক মনে হয়েছে" অনুযায়ী ওয়াজিব বলা ছহীহ নয়। এই মতের পক্ষে "এটা নির্দিষ্ট একটি সিদ্ধান্তে তাক্বলীদ করা, যা সহসা ওয়াজিব হতে পারে না" এমন যুক্তি দ্বারা দলীল পেশ করা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণতায় পৌঁছাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুফতীর ফতোয়াকে গ্রহণ করাটা তাক্বলীদ এই বিষয় মেনে নেওয়া না হবে, যা নিষিদ্ধ। আর এই তাক্বলীদের পক্ষে আমরা বলতে পারি যে, মুফতীর এই বক্তব্যটি **হাদীছ** শাস্ত্রের ইমামগণের বক্তব্য "এটা ছহীহ **হাদীছ** অথবা আমার নিকট এই হাদীছের সঠিকতা প্রমাণিত হয়েছে" এর সংবাদ কেনো হবে না, অথচ ইমামগণ (উছূল শাস্ত্রবিদগণ) এই বিষয়টি স্পষ্টভাষায় উল্লেখ করেছেন যে, কোনো **হাদীছ**কে ছহীহ অথবা হাসান অথবা দুর্বল বলার ক্ষেত্রে **হাদীছ** শাস্ত্রের হাফেযদের বক্তব্যকে গ্রহণ করাটা কোনোভাবেই তাক্বলীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুফতীর বক্তব্য "আমার নিকট অমুক দিবসটিকে মাসের প্রথম দিন ধার্য করা ছহীহ মনে হয়েছে" ঐ সকল সংবাদের ন্যায় শক্তিশালী বিবেচিত হবে, যেই সংবাদগুলো ছহীহ সূত্রে ঐ ব্যক্তির নিকট পৌঁছেছে যেমন, কোনো (ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির) সাক্ষ্য অথবা স্বচক্ষে দেখার সংবাদ অথবা মাসের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সংবাদ ঐ ব্যক্তির নিকটে ছহীহ সূত্রে পৌঁছেছে, যেমনিভাবে **হাদীছ** এর হাফেয এর বক্তব্য "এই **হাদীছ**টি আমার নিকট ছহীহ" ঐ সকল শক্তিশালী সংবাদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো মুত্তাছিল সনদের সাথে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের সূত্রে পূর্ণ সংরক্ষণ ও শায এবং অদৃশ্য ত্রুটি থেকে সুরক্ষাসহকারে স্থানান্তরিত হয়েছে।

আর সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ কোনো বিষয় ছহীহ হওয়া ওয়াজিব হওয়া থেকে অনেক ব্যাপক, আর ব্যাপক বিষয়টি সাধারণত নির্দিষ্ট বিষয়টিকে আবশ্যক করে না মর্মে যেই দাবিটি করেছেন, তা একমাত্র তখনি মাহদীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত হতে পারে, যখন তিনি ছহীহ হওয়া দ্বারা ছহীহ এর পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নিবেন, অর্থাৎ ছহীহ হওয়ার ফলাফলের সাথে সংযুক্ত বিষয়গুলো অথবা শরী'আত প্রণেতার আদেশের সঙ্গে একীভূত করা, এমনিভাবে যখন তিনি ছহীহ এর জায়েয হওয়ার সমার্থবোধক অর্থ উদ্দেশ্য নিবেন, কারণ জায়েয হওয়ার বিষয়টা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি থেকে অনেক ব্যাপক, বিধায় জায়েয কখনো ওয়াজিব হওয়াকে আবশ্যক করে না। আর বাহ্যিকভাবে এটাই বোঝা যায় যে, মাহদী এগুলোর কোনোটাই উদ্দেশ্য নেন নি, বরং তিনি এর

আরেকটি অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, আর তা **হলো** ছুহীহ এর "সাব্যস্ত ও যাচাইকৃত সত্য হওয়ার" অর্থ। যেমন বলা হয়: ছুহীহ **হাদীছ** ও ছুহীহ সংবাদ, অর্থাৎ প্রমাণিত হাদীছ ও প্রমাণিত সংবাদ, আর মাহদীর এই কথার উদ্দেশ্য **হলো** মুফতীর নিকট এটা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অমুক দিবসটি মাসের প্রথমদিন, আর এই সাব্যস্ত হওয়াটা স্বচক্ষে দেখার কোনো সাক্ষ্য অথবা নিজে স্বচক্ষে দেখা অথবা মেয়াদ পূর্ণ হওয়া ছাড়া সম্ভব হবে না, আর এখানে উল্লিখিত ছুহীহ হওয়াটা ওয়াজিব হওয়াকে আবশ্যক করে। যেমন, বলা হয়, যখন সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়ে যায়, সাক্ষ্যের দাবিনুসারে আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়, আর যখন কোনো সংবাদ নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে এটা প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন সেটার উপরে আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়, আর মুফতীর মতের দিকে লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ওয়াজিব হওয়ার মতের কোনো সংঘর্ষ নেই, তাই এই সিদ্ধান্তটি দলীলের আলোকে সাব্যস্ত বিষয়টির দাবি অনুসারে আমল করা তার জন্য ওয়াজিব, তবে ঐ ব্যক্তির জন্য তার বক্তব্য অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব নয়, যে তার স্বচক্ষে চাঁদ দেখার উপরে আমল করতে সম্মত নয়, যখন মুফতীর "আমার নিকট সাব্যস্ত হয়েছে" এই বক্তব্যের পক্ষে স্বচক্ষে চাঁদ দেখাটাই একমাত্র দলীল হয়। আর এই সিদ্ধান্তটি অন্যের উপরে মানা ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ভিন্ন আরেকটি দলীলের প্রয়োজন। এখন যদি বলা হয়: নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম **ছিয়াম** রাখা শুরু করার ক্ষেত্রে খরে ওয়াহিদ গ্রহণ করেছেন, তাহলে আমরা বলব: একজন সংবাদদাতার সংবাদ গ্রহণ করা হবে যদি সে এই মর্মে সংবাদ দেয় যে, সে স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছে, যেমনটি আব্দুল্লাহ বিন উমার ও জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে ঘটেছে, আর যে বলে যে, আমি স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছি, তার সংবাদ গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা **হলো** ঐ ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে, যে দাবি করেছে যে, তার নিকট মাসের অমুক দিনটি প্রথম দিবস সাব্যস্ত হয়েছে, অথচ সে কোনো দলীল উপস্থাপন করেনি। এখন তুমি যদি বল: চাঁদ দেখতে পেয়েছে মর্মে খবরে ওয়াহিদ বা একজনের সংবাদ থেকে সর্বোচ্চ যন্ন তথা প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়, আর অমুক দিবসটি তার নিকট প্রথমদিন সাব্যস্ত হয়েছে মর্মে মুফতীর সংবাদটিও এমন প্রবল ধারণা সৃষ্টি করে, বরং ক্ষেত্রবিশেষে মুফতীর সংবাদটি অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে, কারণ এটা জানা কথা যে, কোনো জ্ঞান, শ্রেষ্ঠত্ব ও দুনিয়াবিমুখী ব্যক্তির বক্তব্য "আমার নিকট

সাব্যস্ত হয়েছে অমুক দিবসটি মাসের প্রথমদিন" প্রবল ধারণা সৃষ্টির ক্ষেত্রে "আমি চাঁদ দেখেছি" মর্মে একজন সাধারণ গ্রাম্য ব্যক্তির বক্তব্যের চেয়ে অধিক উপযুক্ত?

তাহলে আমি (ইমাম শাওকানী) বলব: আমরা **ছিয়াম** রাখা শুরু করা ও **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার ক্ষেত্রে ইবাদতের যে মাপকাঠি গ্রহণ করেছি, তা **হলো** চাঁদ দেখার সংবাদ এর মাধ্যমে অর্জিত প্রবল ধারণা অথবা মাসের মেয়াদ পূর্ণ করা, যদি আমরা স্বচক্ষে চাঁদ দেখতে না পাই। আমরা সর্ব প্রকারের ধারণাকেই ইবাদতের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করিনি, কারণ এতে করে আমাদের জন্য ক্যালেণ্ডার, চাঁদের কক্ষপথে গমনাগমন এবং গণিতজ্ঞদের সংবাদ অনুযায়ী আমল করা আমাদের জন্য আবশ্যকীয় হয়ে পড়বে। অথচ এটা বাত্বিল ও অবাস্তবিক। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেই কেবলমাত্র মুফতীর বক্তব্য "আমার নিকট ছহীহ মনে হয়েছে" অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব হওয়ার মতকে দুর্বল বলা যায়, সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ "এটা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের তাক্বলীদ, যা ওয়াজিব নয়" মর্মে যেই যুক্তি পেশ করেছেন, সেই সৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে দুর্বল বলা যায় না।

তিনি বলেছেন: যদি বলা হয় যে, মুফতীর বক্তব্য "আমার নিকট ছহীহ মনে হয়েছে" এটা এমন একটি সিদ্ধান্ত, যা সকল মতানৈক্য দূর করে দেয়। তাহলে আমি বলব: এই বক্তব্যের এমন সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সম্পৃক্ত থাকবে ঐ ব্যক্তির সঙ্গে, যাকে মামলা-বিতর্কের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, কোনো ইবাদত সম্পর্কিত বিষয়ের সঙ্গে নয়। কেননা, এই জাতীয় বিষয়ের (ধর্মীয় ইবাদতের সঙ্গে সম্পৃক্ত) জন্য কাউকে বিশেষভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, অন্যথায় কোনো মুসলিমের জন্য বিচারক ছাড়া আর কারোর মতাদর্শ না মানা আবশ্যক হয়ে পড়ে এবং বিপরীতমুখী দুইটি বস্তু একত্রে মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যখন দুইজন হাকিম কোনো একটি বিষয়ে বিপরীতমুখী দুইটি সিদ্ধান্ত দেয়, আর এমন ক্ষেত্রে (যেকোনো একজনের) বিরোধিতা করাটা দীনের অন্যতম একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। বিধায়, তার বক্তব্য "আমার নিকট ছহীহ মনে হয়েছে" এটা যদি ধর্মীয় ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে হয়, তাহলে এই বক্তব্যটি অনর্থক বিষয়ের অবতারণা বলে বিবেচিত হবে, আর ইসলামের অন্যতম একটি সৌন্দর্য **হলো** অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা।

আমি বলব: এমন কথা কেউ বলেনি যে, মুফতীর বক্তব্য "আমার নিকট ছহীহ মনে হয়েছে" মতানৈক্য দূর করে দেয়, এটা একমাত্র তখনি হতে পারে, যখন এই কথার বক্তা হবে ঐ হাকিম বা বিচারক, কারণ মুফতীকে মামলা-মকদ্দমার ফায়ছালা করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়নি, যেমনটি সায়্যিদ মনে করে থাকেন, বরং তাকে শর'ঈ বিধিবিধানের পরিচিতি প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হোয়েছে। সুতরাং তিনি মুফতীকে এই প্রশ্নের শিরোনাম বানিয়েছেন, যেই প্রশনটি তিনি নিজেকে নিজেই করেছেন, তা উত্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, অর্থাৎ যখন দুইজন বিচারক দুই ধরণের সিদ্ধান্ত দিবেন, তখন দুইটি বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়বে।

এরপরে জেনে রাখো যে, মামলা-মকদ্দমার ক্ষেত্রে দুইটি বিপরীত বিষয় আবশ্যক হওয়াটা যেমনিভাবে ইবাদত এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে হতে পারে, কারণ মামলার সুরাহাকারী সিদ্ধান্ত একমাত্র ঐ বস্তু দ্বারাই সম্ভব হবে, যা শরী'আত প্রণেতার পক্ষ থেকে এসেছে। আর যখনি দুইজন হাকিম সিদ্ধান্ত দিবে, তখন দুইটি বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়াটা আবশ্যক হবে এটাই স্বাভাবিক, তাহলে ইবাদতের বিষয়গুলোকে এই অভিযোগের সাথে নির্দিষ্টকরার এবং এই অভিযোগকে মামলা-মকদ্দমার ক্ষেত্রে মেনে নেওয়ার কী অর্থ হতে পারে। যদি সায়্যিদ বলে যে, দুইজন বিচারকের প্রথমজন এর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মীমাংসা সুরাহা হয়ে যাবে, তাই দ্বিতীয়জনের সিদ্ধান্ত ধর্তব্য হবে না, আর তাই সেই বিষয়টি অবান্তর হওয়াও আবশ্যক হবে না, তাহলে আমরা বলব: ধর্মীয় ইবাদতের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে দেওয়া সিদ্ধান্ত প্রথম সিদ্ধান্তকেই আবশ্যক করে, তাই দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত ধর্তব্য হবে না, আর তাই বিষয়টি অবান্তর হওয়াও আবশ্যক হবে না, আর এই মতটা **হলো** সায়্যিদের উত্থাপিত অভিযোগের দাবিনুসারে তারই পথে চলার, অন্যথায় সত্য **হলো** এই যে, যখন বিধানগুলো বিপরীতমুখী হয়, তখন দলীলের মুওয়াফিক্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করাই **হলো** নিয়ম, চাই সেই সিদ্ধান্তটি পূর্ববর্তী হোক অথবা পরবর্তী, আর ধর্মীয় ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো কোনো হাকিমের মুখাপেক্ষী নয়, কেননা এখানে কারো উপরে কারো অগ্রাধিকার নেই, যেখানে দুইজন বাদী-বিবাদী ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার জন্য হাকিমের স্বরণাপন্ন হবে, এই মতে সায়্যিদের সঙ্গে ঐক্য এই জন্য নয়, যা সায়্যিদ উল্লেখ করেছেন যে, বিপরীতমুখী দুইটি সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে, যেমনটি

তুমি জানতে পেরেছ যে, তিনি এই বিপরীতমুখী হওয়ার বিষয়টিকে ধর্মীয় ইবাদতের বিষয়গুলোর সঙ্গে নির্দিষ্ট করেছেন।

তিনি বলেছেন: যদি সে একাকী চাঁদ দেখে থাকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে অন্যদের উপরে এর বিধান (ফলাফল) চাপিয়ে না দেওয়ার ক্ষেত্রে তার জন্য আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করা ওয়াজিব হবে, যদিও চাঁদ দেখাটা 'ইলমের (নিশ্চিত জ্ঞান) ফায়দা দেয়, তাহলে অন্যদের চাঁদ দেখার বিধান প্রযোজ্য হওয়ার ব্যাপারে তোমার ধারণা কী

আমি বলব: তুমি এই বিষয়টি জানতে পেরেছ যে, "নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে যেই বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে, যে তিনি স্বীয় চাঁদ দেখার উপরে আমল করেননি" এমন বর্ণনা থেকে জাল হাদীছের কিতাবগুলোও মুক্ত। আর তুমি এটাও জান যে, প্রকৃত সত্য **হলো** রমযান মাসের চাঁদ দেখার সংবাদ একজন ব্যক্তি কর্তৃক হলেও তা গ্রহণযোগ্য। আর সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এর নিকট এই বিষয়টি অস্পষ্ট থাকার কথা নয়, আর হয়তবা তিনি প্রতিপক্ষকে তার আক্বীদানুসারে অভিযুক্ত করতে চেয়েছেন।

তিনি বলেছেন: এরপরে তাক্বলীদের বিষয়ে সঠিক মত **হলো** এই যে, তাক্বলীদ মুজতাহিদের জন্য ছহীহ হলেও তা মুক্বাল্লিদের জন্য ছহীহ নয়, যেমন এই যুগের ক্বাযীগণ, তাই মুক্বাল্লীদের জন্য তাক্বলীদ করা ওয়াজিব এমন বক্তব্য দীনের মধ্যে বিকৃতকৃত বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর এই জন্য তাদের অনেকেই আল-আযহার গ্রন্থের লেখকের বক্তব্যকে এভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছে যে, "এবং যে স্বীয় মাযহাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ মুফতীর বক্তব্য "আমার নিকটে ছহীহ সূত্রে পৌঁছেছে" দ্বারা আর মুজতাহিদের বক্তব্য "আমার নিকট ছহীহ মনে হয়েছে" দ্বারা।

আমি বলব: মুক্বাল্লিদের জন্য তাক্বলীদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই, তবে একটি বিষয় বুঝতে হবে যে, "আমার নিকট ছহীহ মনে হয়েছে" মুফতীর এমন বক্তব্যে আমল করা ওয়াজিব এই মতের প্রবক্তার উপরে এই অভিযোগ (তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুকরণ এর অভিযোগ) তখনি প্রযোজ্য হবে, যখন এই বক্তব্য অনুযায়ী আমল করাকে তাক্বলীদ বলে মেনে নেওয়া হবে। আর এই বিষয়টি নিষিদ্ধ হওয়ার দালীলিক আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে করে এসেছি। আর তা ছাড়া এই অভিযোগ উত্থাপিত হবে না যদি এই মতের প্রবক্তার নিকট খবর গ্রহণযোগ্য হওয়া ও সেই অনুযায়ী আমল করার মত

যথাযথ 'ঈলম বা জ্ঞান নিশ্চিত করে এমন কোনো দলীল থাকে, কারণ যথাযথ দলীল বিদ্যমান থাকলে মুজতাহিদ আর মুক্বাল্লিদ এর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। আর আমরা তোমাকে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি যে, প্রকৃত সত্য **হলো** "আমার নিকট ছ্বহীহ মনে হয়েছে" মুফতীর এমন বক্তব্যের প্রতি আমল করা আবশ্যক নয়, কিন্তু এর কারণ **হলো** তাই, যা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি, যা সায়্যিদ উল্লেখ করেছে তা নয়।

তিনি বলেছেন: হ্যাঁ, তবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান রাষ্ট্রনায়ক এর আনুগত্য করাটা যুক্তিসম্মত, যার নেতৃত্বের ব্যাপারে (মুসলিম উম্মাহ এর মধ্যে) ঐক্য সংঘটিত হয়েছে, যখন সে কোনো চাঁদ দর্শনকারীর মুখ থেকে সরাসরি সাক্ষ্য গ্রহণ করে **ছিয়াম** রাখতে শুরু করবে এবং **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করবে, তবে শর্ত **হলো** অনুকরণকারী সেই মহা রাষ্ট্রনায়কের রাষ্ট্রসীমার বাহিরে বসবাসকারী না হবে, যা আল্লাহর রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর কর্ম ও ওয়াছ্বীয়্যাত – উভয়ের উপরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক – ক্বীয়াস করার দ্বারা বোঝা যায়।

আমি বলব: এখানে কয়েকটি আলোচনা আছে:

প্রথম আলোচনা:

রাষ্ট্রের প্রধান নেতার আনুগত্যকে আল্লাহর রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর কর্মের উপরে ক্বীয়াস করার মাধ্যমে এবং সুন্নাহ এর অনুকরণের এমন দলীলাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রধান নেতার আনুগত্যকে নির্দিষ্ট করা, যেই দলীলগুলো রাষ্ট্রের প্রধান নেতা ও অন্যদের মধ্যে যাকাত, জিহাদ ও এই জাতীয় বিশেষ কিছু বিষয় ছাড়া তেমন কোনো পার্থক্য করে না এমন নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি দীর্ঘ বিতর্কিত একটি বিষয়, যা এখানে আলোচনা করা সম্ভব না।

দ্বিতীয় আলোচনা:

কিতাব ও সুন্নাহ এর মধ্যে উলূল আমর এর আনুগত্যের আদেশটা ব্যাপক, চাই আদেশকারী রাষ্ট্রের প্রধান নেতা হোক অথবা অন্যকেউ হোক, আর আদিষ্ট বিষয়টিকে উহ্য রাখা হয়েছে, যা আদিষ্ট বিষয়টির ব্যাপকতার ইঙ্গিত বহন করে, তবে যেই বিষয়গুলোকে এর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেমন, তাঁর বাণী - স্রষ্টার বিরুদ্ধে যেয়ে সৃষ্টির আনুগত্য করা কোনোভাবেই বৈধ নয়

ইত্যাদি। তাই যখন **রাষ্ট্রের প্রধান নেতা** ব্যতীত অন্যকোনো উলূল আমরের সদস্য এমন কোনো আবশ্যকীয় দলীলের ভিত্তিতে **ছিয়াম** রাখা শুরু করার আদেশ দেয়, যা তার নিকট ছহীহ মনে হয়েছে, তখন তার আদেশের আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে যায় "তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে উলূল আমর এর আনুগত্য করো" এই নছের আলোকে এবং এই জাতীয় ছহীহ **হাদীছ**গুলোর আলোকে, আর এটা ক্বীয়াসের চেয়ে উত্তম, যেই ক্বীয়াসের উপরে সায়্যিদ নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান নেতার ক্ষেত্রে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করা এবং শক্তিশালী দলীলের উপস্থিতি সত্ত্বেও তার চেয়ে দুর্বল ক্বীয়াস দ্বারা দলীল পেশ করার কী কারণ থাকতে পারে।

তৃতীয় আলোচনাঃ

আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ এই **হাদীছ**টি **ছিয়াম** রাখা শুরু করা ও **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার ক্ষেত্রেও তাদের অনুকরণ করার উপরে নির্দেশ করে, তাদের নিকট ছহীহ সূত্রে (**ছিয়াম** রাখা বা **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার) উপযুক্ত কারণটি সাব্যস্ত হবে (আলেমদের অনুকরণ করতে হবে) ঐ পদ্ধতির আলোকে, যেই পদ্ধতি আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করেছেন। আর এই হাদীছে সকল আলেম বা আলেমদের কোনো দল উদ্দেশ্য নয়, কারণ উছূল শাস্ত্রবিদ, তাফসীর শাস্ত্রবিদ ও বয়ান শাস্ত্রবিদ অনেক ইমামদের মতে বহুবচন শব্দের উপরে যেই আলিফ-লাম প্রবেশ করে, তা ঐ বহুবচন শব্দটিকে জিনস বা জাতীয় অর্থে রূপান্তরিত করে দেয়, আর এই অর্থকে আরো দ্বিগুণমাত্রায় শক্তিশালী করে তোলে কোনো কোনো মুফাসসিরের এই বক্তব্যটি যে, উলূল আমর দ্বারা উদ্দেশ্য **হলো** আলেমগণ।

চতুর্থ আলোচনাঃ

রাষ্ট্রের প্রধান নেতার ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য হতে হবে এই বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রের প্রধান নেতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার অর্থ যদি এমন হয় যে, সকল মানুষের ঐক্য থাকতে হবে তার নেতৃত্বের ব্যাপারে, তাহলে বুঝতে হবে যে, এমনটা ইসলামের কোনো নেতার ভাগ্যেই জুটেনি। বরং সকল মানুষের ঐক্য এটা আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর নবুওয়াত এর ব্যাপারেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আর যদি এই ঐক্য দ্বারা মুসলিমদের ঐক্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে যে, মুসলিমদের মধ্যে (প্রধান নেতা নির্বাচন

এর ব্যাপারে) ছাহাবাগণের যুগ থেকে এখনও পর্যন্ত (এই বিষয়ে) মতানৈক্য বিদ্যমান। একজন এই ইমামের আনুগত্য করে, আর অপরজন অন্য আরেক ইমামের আনুগত্য করে, একজন এক শাসকের আদেশ মান্য করে, আরেকজন অন্য শাসকের আদেশ মান্য করে, তবে কখনো এই বিষয়ে সহসা ঐকমত্য সৃষ্টি হয়েও যায়। যেমন, ইয়েমেন রাষ্ট্রে। এই রাষ্ট্রে আহলুল বাইতের চারজন ইমামের নেতৃত্বের ব্যাপারে একযুগ পর্যন্ত সংঘর্ষ বিদ্যমান ছিল, যাদের প্রত্যেকেই ছিলেন জ্ঞানের জগতের ইমাম, আর আলেমপগণের একটি অংশ তাদের প্রত্যেকেরই আনুফত্য করেছে। এমনিভাবে আন্দালুস রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে, যা সবচে ছোট রাষ্ট্রগুলির একটি, যেখানে নির্দিষ্ট একযুগ পর্যন্ত তেরজন বাদশার নেতৃত্বে শাসনকার্য চলতে থাকে, যাদের প্রত্যেকেই ছিলেন 'ইলমের ফোয়ারা প্রত্যেকেই ছিলেন অনুকরণযোগ্য। আর ইয়েমেনে নির্দিষ্ট একযুগ পর্যন্ত এর চেয়েও অধিক পরিমাণ শাসকের নেতৃত্বে শাসনকার্য চলতে থাকে, এমনকি প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করে অনুসৃত শাসক নিজের ক্ষমতার আসন গেড়ে বসেন। আর যদি ঐকমত্য দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়, যারা তার আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়, চাই তারা সংখ্যায় কম বা বেশি হোক, বাস্তবে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক আর নাইবা করুক, তাহলে এমন ঐকমত্য অনারবীয়, কুর্দি, সার্কাসিয়ান, বনূ উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় ও অনেক জালেম, নিষ্ঠুর ও বিভিন্ন অঞ্চলে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারী শাসকদের ব্যাপারেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যারা দীনের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত ছিল না। আর যদি এই ঐকমত্য দ্বারা আলেমগণের ঐকমত্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এমন ঐকমত্য অনেক জটিল ও কঠিন হওয়া ছাড়াও ছাহাবাগণের পরে কোনো শাসকের ক্ষেত্রে এর নজির মেলা ভার। কেননা, এরপর থেকে আনুগত্য করা ওয়াজিব এমন শাসকের সমূহ শর্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা চূড়ান্ত পর্যায়ের মতানৈক্য করেছেন।

কেউ চৌদ্দটি শর্ত আরোপ করেছেন, কেউবা পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন, আবার কেউ জালেম শাসকদের নেতৃত্বের পক্ষে বলেছেন এবং নিষ্ঠুরতা ও বলপ্রয়োগকে নিষ্ঠুর শক্তিশালী শাসকের আনুগত্যের আবশ্যকীয় কারণ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, আবার অনেক আলেম শুধুমাত্র হুসাইন এর সন্তানদের মধ্যে নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ হওয়ার দাবি করেছেন, আবার কেউ তাঁর সন্তানদের মধ্যে শুধু বারজনের মধ্যে নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ বলে দাবি করেছেন, আবার কেউ নেতৃত্বকে কুরাইশের মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মত

দিয়েছেন, আবার কেউ আরবদের মধ্যে নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ বলে দাবি করেছেন, অনেকে আবার অনারব ও দাস সম্প্রদায়ের জন্যেও নেতৃত্বের ভার গ্রহণ বৈধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

পঞ্চম আলোচনা:

রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট যেই সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়েছে, সেই সাক্ষ্যটিকে চাঁদ দেখার সাক্ষ্যটি (সাক্ষদাতার) স্বচক্ষে দেখার সাক্ষ্য হতে হবে এই শর্তারোপ করার ক্ষেত্রে কোনো বিতর্ক নেই, কেননা মাসের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য ও কার্যকরী।

ষষ্ঠ আলোচনা:

রাষ্ট্রপ্রধানের আদেশের অনুকরণকারীকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে বসবাসকারী হতে হবে, অন্য অঞ্চলের অধিবাসী হলে হবে না এমন শর্ত করার বিষয়টি, এই বিষয়ের আলোচনা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা তা পুনরায় বর্ণনা করতে চাচ্ছি না।

সপ্তম আলোচনা:

সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ ক্বীয়াস অস্বীকারকারীদের অন্যতম একজন, যেমনটি তিনি স্বীয় গ্রন্থ ফায়দুশ শু'আ এর কবিতার শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যা করতে যেয়ে প্রথম শ্লোকে বলেন:

হে ক্বীয়াসের অনুসারী ও সংরক্ষক *** জেনে রাখো, একমাত্র মুহাম্মাদ** ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম **ও তাঁর ছাহাবাগণের জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান।**

তিনি বলেছেন:

৪। চতুর্থ বিষয়:

ধর্মের ব্যাপারে যারা অতি বাড়াবাড়ি করে, তারা শা'বান মাসের শেষদিবসে **ছিয়াম** রাখাকে আবশ্যককারী কোনো কারণে নয়, বরং তারা নিজেদের অবান্তর ধারণার উপরে ভিত্তি করেই **ছিয়াম** রাখে, অর্থাৎ তারা ওয়াজিব নয় এমন আমলকে ওয়াজিব মনে করে।

আমি বলব: প্রথমে আমাদের জন্য উত্তম হবে ইয়াওমুশ শাক্ক তথা সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখা মুস্তাহাব এই মতের প্রবক্তাদের বক্তব্যকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা।

দ্বিতীয়ত তাদের দলীলগুলো, দলীলগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক দলীল ও প্রকৃত বাস্তব মত কোনটি সেই বিষয়টি পর্যালোচনা করা, এরপরে আমরা সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এর বক্তব্য উপস্থাপন করে সেই বিষয়ের ব্যাখ্যামূলক পর্যালোচনা করবো।

সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখা মুস্তাহাব এই মতের প্রবক্তাদের মধ্যে যেসকল ছাহাবা আছেন, তারা হলেন:'আলী রা., উমার, ইবনু উমার, 'আয়িশা আসমা বিনতু আবী বাকার, আনাস বিন মালিক, আবূ হুরায়রা, মু'আবীয়া ও আমর ইবনুল আছ্।

'আলী রা. এর সম্পর্কে হাদীছের ইমামগন তাঁর সন্তানগণ থেকে বর্ননা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "শা'বান মাসের একদিনের **ছিয়াম** রাখা আমার নিকট রমযান মাসের একদিনের **ছিয়াম** না রাখার চেয়ে উত্তম"। আর ইমাম শাফেঈ ফাত্বিমা বিনতু হুসাইন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আলী বিন আবূ ত্বালিব রা. বলেছেন: "রমযান মাসের একদিনের **ছিয়াম** না রাখার চেয়ে শা'বান মাসের একদিনের **ছিয়াম** রাখা আমার নিকট অধিক উত্তম"। "একদা একব্যক্তি 'আলী রা. এর নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে তিনি নিজে **ছিয়াম** রাখলেন এবং সকলকে **ছিয়াম** রাখার আদেশ দিলেন এবং বললেন – আমি শা'বান মাসের একটি দিবসের **ছিয়াম** রাখার উদ্দেশ্যে এই **ছিয়াম** রাখছি" মর্মে যেই **হাদীছ**টি বর্নিত হয়েছে, সেই **হাদীছ**টির সনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আছে।

আর উমারের ব্যাপারে ওয়ালীদ বিন মুসলিম মাকহুল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উমার ইবনুল খাত্ত্বাব – রদ্বীয়াল্লাহু আনহু – ঐ রাত্রিতে **ছিয়াম** রাখতেন, যেই রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, আর তিনি বলতেন যে, "এটা অগ্রিম **ছিয়াম** নয়, বরং রমযান মাসের অনুসন্ধান"।

আর ইবনু উমারের ব্যাপারে আহমাদ স্বীয় মুসনাদে ছ্বহীহ বুখারীর রাবীদের সনদে নাফে' থেকে বর্ণনা করেন যে, "শা'বান মাসের উনত্রিশদিন অতিবাহিত হয়ে গেলে আব্দুল্লাহ (ইবনু উমার) একজন ব্যক্তিকে চাঁদ দেখার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন, যদি চাঁদ দেখা যেত, তাহলে সেই অনুসারে আমল করতেন।

আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারাচ্ছন্ন না হওয়া সত্ত্বেও চাঁদ দেখা না যেত, তাহলে **ছিয়াম** রাখতেন না। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা না যেত, তাহলে **ছিয়াম** রাখতেন"।

আর আয়িশার ব্যাপারে সা'ঈদ বিন মানছূর ইয়াযীদ বিন জুবাইর থেকে, তিনি ঐ দূতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যিনি রমযান মাসের (অন্তর্ভুক্ত কি-না এই ব্যাপারে) সংশয়পূর্ণ দিবসে আয়িশার নিকট গমন করেছিলেন, তিনি বলেন – আয়িশা বলেছেন: "আমার নিকট শা'বান মাসের একদিনের **ছিয়াম** রাখা রমযান মাসের একদিনের **ছিয়াম** না রাখার চেয়ে অধিক উত্তম"।

আর আসমা বিনতু আবী বাকার এর ব্যাপারে সা'ঈদ বিন মানছূর ফাত্বিমা বিনতুল মুনযির থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "যতবারই রমযান মাসের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়নি, ততবারই আসমা রমযান মাসের **ছিয়াম** একদিন আগে রাখা শুরু করেছেন এবং একদিন আগে **ছিয়াম** রাখার আদেশ দিয়েছেন"। আর আহমাদ ফাত্বিমার সূত্রে আসমা এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি রমযান মাসের সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখতেন"।

আর আনাস বিন মালিক এর ব্যাপারে ইমাম আহমাদ ইয়াহইয়া বিন ইসহাক্ব এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমি যোহরের সময় অথবা যোহরের কাছাকাছি সময়ে চাঁদ দেখেছি, তখন কিছু কিছু মানুষ **ছিয়াম** ভেঙ্গে ফেলল, তখন আমরা আনাসের নিকট এসে তাকে চাঁদ দেখা ও কিছু মানুষের **ছিয়াম** ভেঙ্গে ফেলার সংবাদ দিলাম। তখন তিনি বললেন: আজকে আমার একত্রিশ দিন পূর্ণ হবে, আর এর কারণ **হলো** হাকাম বিন আয়্যুব আমার নিকট মানুষ **ছিয়াম** রাখার পূর্বেই এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করল যে, আমি আগামীকাল **ছিয়াম** রাখব, যার ফলে আমি তার বিরোধিতা করাটা পছন্দ করি না, তাই আমি **ছিয়াম** রেখেছি আর আজকের এই **ছিয়াম** আমি রাত পর্যন্ত পূর্ণ করবো।

আর আবূ হুরায়রার ব্যাপারে আহমাদ ইবনু আবী মারয়াম এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি আবূ হুরায়রাকে বলতে শুনেছি: "রমযান মাসের **ছিয়াম** একদিন দেরিতে রাখার চেয়ে একদিন আগে রাখার আমার নিকট অধিক উত্তম, কারণ, আমি একদিন আগে **ছিয়াম** রাখলে আমার দায় থেকে (একটি **ছিয়াম**ও) ছুটে যাবে না, কিন্তু দেরিতে রাখলে একটি **ছিয়াম** ছুটে যেতে পারে"।

আর মু'আবীয়ার ব্যাপারে আহমাদ মাকহূল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মু'আবীয়া বলতেন: "আমার নিকট শা'বান মাসের একদিনের **ছিয়াম** রাখা রমযান মাসের একদিনের **ছিয়াম** না রাখার চেয়ে অধিক উত্তম"।

আর আমর ইবনুল আছ্ব এর ব্যাপারেও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, "তিনি রমযান মাসের অন্তর্ভুক্ত কি-না সেই বিষয়ে সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখতেন"।

সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখা মুস্তাহাব এই মত ছাহাবাগণ ছাড়াও আরো যারা পোষণ করে থাকেন: সালিম বিন আব্দুল্লাহ, মুজাহিদ, ত্বাঊস, আবূ উছমান আন-নাহদী, মুত্বাঋফ ইবনুশ শিখখীর, মায়মূন বিন মিহরান, বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মাযানী, হাদবী ও নাছেরীয় মতাদর্শের অনুসারীগণ, এমনকি ইমাম মুআয়্যাদ বিল্লাহ বলেছেন: এই দিনের **ছিয়াম** রাখার ব্যাপারে আহলুল বাইতের ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমনিভাবে ইমাম মাহদী ও আমীর হুসাইন আশ-শিফা গ্রন্থে একই দাবি করেছেন। আর ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এর এক বর্ণনানুযায়ী তিনি এটাকে ওয়াজিব বলেছেন, আরে আরেকটি বর্ননানুযায়ী মুস্তাহাব বলেছেন, আর ইবনু তায়মীয়্যা ও ইবনুল ক্বায়্যীম ইনছ্বাফের সঙ্গে দ্বিতীয় মতটিকেই গ্রহণ করেছেন, আর তারা সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখতে নিষেধ করার **হাদীছ**কে ঐ দিবসের উপরে প্রযোজ্য করেছেন, যেই দিবসে আকাশে মেঘ থাকে না, ইবনুল ক্বায়্যীম এই বিষয়ে যাদুল মা'আদ গ্রন্থে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

এই দিবসে **ছিয়াম** রাখা মুস্তাহাব এই মতের প্রবক্তাদের দলীল **হলো** ইবনু আবী শায়বা ও বায়হাক্বীর হাদীদ, যা উম্মু সালামাহ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দিবসে **ছিয়াম** রাখতেন। আরেকটি দলীল **হলো** আহলুল বাইতের ইজমা' এবং 'আলী রা. এর বক্তব্য, যা ইতোপূর্বে বর্নিত **হলো**। উম্মু সালামা এর হাদীছের উত্তর **হলো** তিনি ঐ দিবসে **ছিয়াম** রাখতেন, যেহেতু ঐ দিবসটি সমগ্র শা'বান মাসেরই একটি দিবস, বিধায় তিনি পূর্ণ শা'বান মাসই **ছিয়াম** রাখতেন, আর এটা বিতর্কের বিষয়বস্তু নয়। এর বিষয়ের দলীল **হলো** আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত বর্ণিত, যেখানে তিনি বলেন: "আমি নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শা'বান ও রমযান মাস ছাড়া ধারাবাহিক দুই মাস **ছিয়াম** রাখতে দেখি নি"। আর আমরা এই ক্ষেত্রে এটাকে বিতর্কের বিষয়বস্তু নয় তা কেনো বলেছি, সেই

আলোচনা অচিরেই আসছে, যা ছহীহ হাদীছে এইভাবে বর্নিত হয়েছে যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ একমাত্র ঐ ব্যক্তিই (এই দিবসে) যেনো **ছিয়াম** রাখে যে, আগে থেকেই ঐ দিনে (কোনো দিন বা তারীখ) নিয়মভিত্তিক **ছিয়াম** রাখত। আর যদি এই দিনে **ছিয়াম** রাখা মুস্তাহাব হওয়া মেনে নেওয়াও হয়, তথাপি এটা বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে ইবনু উমারের সূত্রে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীছের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না, **হাদীছ**টি **হলো**ঃ "তোমরা চাঁদ না দেখা পর্যন্ত **ছিয়াম** রাখা শুরু করো না", ইবনু আব্বাস থেকেও আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনু মাযাহ বর্ণনা করেছেন একই শব্দে, আর বুখারী ও মুসলিম আবূ হুরায়রা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "তোমরা রমযান মাসের **ছিয়াম** একদিন আগে বা দুইদিন আগে রেখো না, তবে ঐ যে ব্যক্তি নিয়মিত **ছিয়াম** রাখে এবং তার নিয়মিত দিনের মধ্যে যদি ঐ দিন এসে পড়ে, তবে সে যেনো **ছিয়াম** রাখে", হুযায়ফা থেকেও **হাদীছ**টি আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে এভাবে বর্ণত হয়েছে যে, "তোমরা চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত অথবা মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার আগ পর্যন্ত রমযান মাসের **ছিয়াম** অগ্রিম রাখা শুরু করো না, এরপরে **ছিয়াম** রাখতে থাকো চাঁদ দেখার আগ পর্যন্ত অথবা মাসের মেয়াদ পূর্ণ করার আগ পর্যন্ত" এবং নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম থেকে শা'বান মাসের মেয়াদ পূর্ণ করা আদেশ সংক্রান্ত **হাদীছ**টিও, যা বুখারীতে আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং চাঁদ দেখে **ছিয়াম** রাখা শুরু করা ও চাঁদ দেখে **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার আদেশ সংক্রান্ত **হাদীছ**টিও বুখারী ও মুসলিমে ইবনু উমার থেকে বর্ণিত হয়েছে। এই বিষয়ের অন্যতম আরেকটি দলীল **হলো** আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণিত **হাদীছ**, যেখানে শা'বান মাসের শেষ অর্ধাংশের **ছিয়াম** রাখতে নিষেধ করা হয়েছে, যেই **হাদীছ**টি এভাবে বর্নিত হয়েছে যে, "যখন শা'বান মাসের অর্ধাংশ অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমরা **ছিয়াম** রেখো না", **হাদীছ**টি আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনু মাযাহ বর্ননা করেছেন, ইবনু হিব্বানসহ আরো অনেকে **হাদীছ**টিকে ছহীহ বলেছেন। এছাড়া আম্মার বিন ইয়াসির থেকে বর্ণিত হদিসটিও এই বিষয়ের একটি দলীল, যা এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ "যে সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখল, সে আবূল ক্বাসিম এর বিরুদ্ধাচারণ করল"।

হাদীছটি বুখারী মু'আল্লাক্ব সনদে বর্ণনা করেছেন, **হাদীছ**টি আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাযাহ, আহমাদ, দারাক্বুত্বনী, হাকিম ও বায়হাক্বী

বর্ণনা করেছেন, **হাদীছ**টিকে ইবনু খুযায়মাহ ও ইবনু হিব্বান **হাদীছ**টিকে ছহীহ বলেছেন, ইবনু আব্দিল বার বলেছেন: **হাদীছ**টি তাদের নিকট নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিদ্যমান, যেই বিষয়ে তারা কোনো মতানৈক্য করেননি, **হাদীছ**টি শব্দগতভাবে মাওক্বূফ, কিন্তু বিধানগতভাবে মারফূ'। আমীর আল-হুসাইন আশ-শিফা গ্রন্থে এই **হাদীছ**টিকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন, এমনিভাবে **হাদীছ**টি ইমাম মাহদী আল-বাহার গ্রন্থে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন, এই বিষয়ে আরেকটি দলীল **হলো** ঐ **হাদীছ**, যা ইমাম মাহদী আল-বাহার গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যা ছয় দিনের **ছিয়াম**ের নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, যেই দিনগুলো **হলো**: সংশয়পূর্ণ দিবস, 'ঈদুল ফিত্বরের দিবস, 'ঈদুল আযহার দিবস ও তাশরীক্বের দিবসগুলো। এই **হাদীছ**টিকে আত-তালখীছ গ্রন্থের লেখক দুর্বল বলেছেন। আদেশ, নিষেধ ও কোনো কর্মের সঙ্গে অপরাধকে সংযুক্ত করে দেওটাই সংশয়পূর্ণ দিবসের **ছিয়াম** হারাম হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং উম্মু সালামাহ এর **হাদীছ** "নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এই দিবসে **ছিয়াম** রাখতেন" ছহীহ সাব্যস্ত হওয়ার পরে উক্ত ছহীহ **হাদীছ**গুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয় না। কারণ, প্রথমত উছূল শাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে এই মূলনীতি স্বীকৃত যে, নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর কোনো কাজ উম্মাহ এর সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো বিশেষ বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। দ্বিতীয়ত এই পক্ষের **হাদীছ**গুলোকে (যেই **হাদীছ**গুলো বাহ্যিকভাবে উম্মু সালামাহ এর হাদীছের বিপরীত) প্রাধান্য দেওয়ার অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান আছে, যেমন, এই **হাদীছ**গুলো মৌখিক, এই **হাদীছ**গুলোর রাবীদের সংখ্যা অধিক, এই **হাদীছ**গুলো ইসলামের মৌলিক হাদীছের গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান এবং এই **হাদীছ**গুলো নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত ইত্যাদিসহ আরো অনেকভাবে এই **হাদীছ**গুলো অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যেতে পারে যে, উম্মু সালামাহ এর **হাদীছ**টি আদেশ-নিষেধ এর হাক্বীক্বী অর্থ ওয়াজিব হওয়া ও হারাম হওয়াকে পরিবর্তন করে যাজাযী অর্থ মুস্তাহাব হওয়া ও মাকরূহ হওয়ার অর্থে রূপান্তরিত করেছে, সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংশয়পূর্ণ দিবসের **ছিয়াম** মাকরূহ আর **ছিয়াম**টি পরিত্যাগ করা মুস্তাহাব হবে। আর আহলুল বাইতের এই বিষয়ে ইজমা' এর দলীলের উত্তর **হলো** যে, মুসলিম উম্মাহর ইজমা' এর উপরে "সংশ্লিষ্ট ইজমা'টি সম্ভব কি-না, সেই ইজমা' কোন সনদে কার সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, সেই ইজমা' এর ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য আলেমদের জানা আছে কি-না এবং

সেই ইজমা'টি প্রমাণযোগ্য দলীল হওয়ার উপযুক্ত কি-না" এই জাতীয় যেই আপত্তিগুলো উত্থাপিত হয়, সেই একই আপত্তিগুলো এই ইজমা' এর ক্ষেত্রেও উত্থাপিত হবে, তবে প্রকৃত সত্য **হলো** এই যে, উম্মাহ এর ইজমা' প্রমাণযোগ্য দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট শক্তিশালী দলীল নয়, আর কোনো ব্যাপক বিষয় প্রমাণযোগ্য দলীল না হওয়াটা সেই ব্যাপক বস্তুর অধীন নির্দিষ্ট বিষয়টিকেও প্রমাণযোগ্য দলীল না হওয়াকে আবশ্যক করে। আর যদি ইজমা'কে হুজ্জাত বা প্রমাণযোগ্য দলীল মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বিখ্যাত দা'ঈ আহমাদ বিন 'ঈসা এর বিরোধিতা করা – যেমনটি আল-বাহার গ্রন্থে বিদ্যমান – তার দাবিকৃত ইজমা' এর মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করবে, আর তা ছাড়া এই বিষয়ে কেউ সন্দেহ পোষণ করবে না যে, এই মাআলায় দাবিকৃত ইজমা' যন্নী ইজমা' বা ধারণাকৃত ইজমা'গুলোর অন্তর্ভুক্ত। আর ইমাম ইয়াহইয়া বিন হামযাহ স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, আহলুল বাইতের ইজমা' যেটা যন্নী হবে, সেটা ইজতিহাদ এর পথে অন্তরায় হয় না, এমনিভাবে অন্যরাও এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেছে। আর 'আলী রা. এর বক্তব্যের ব্যাপারে আহলুল বাইতের সদস্যদের মধ্যেই ইজমা' প্রমাণযোগ্য দলীল হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য আছে, আর তা ছাড়া তারা ব্যতীত অন্যরা এই বিষয়ে একমত যে, এমন ইজমা' দলীল হওয়ার যোগ্য না, বিধায় ইজমা' দলীল হওয়ার উপযুক্ত এই বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এমন ইজমা' দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। আর যদি এটা মেনে নেওয়া হয় যে, এই ইজমা' হুজ্জাত, যেই বর্ণনাটি ইমাম শাফেঈ তার শায়েখ আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মাদ আদ-দারাওয়ারদী থেকে, তিনি ফাত্বিমা বিনতুল হুসাইন থেকে, তিনি 'আলী রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, আর ফাত্বিমা তিনি 'আলী রা. এর যুগ পাননি, বিধায় বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন, যেই বর্ণনা দলীল হতে পারে না। আর যদি এই বর্ণনাটিকে মুত্তাছিল মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তুমি জানো যে, এই বক্তব্যটি তিনি দিয়েছেন জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করার পরে, যা প্রকৃত কারণ জানে না এমন ব্যক্তিকে স্বীয় কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে পরিতুষ্ট করা, আর যদি এটা প্রকৃত কারণ না হয় যেমন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম উসামার বং সাব্যস্ত করেছিলেন চিহ্ন দ্বারা, তেমনিভাবে এটাও ঠিক সেই ধরণের, যদিও এটা তাঁর নিকট সন্দেহ পোষণকারীরকে মানতে বাধ্যকারী কারণ না হয়, যা তাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করে, যেই বিষয়ের আলোচনা সামনে আসছে, আর তা ছাড়া 'আলী,

উমার ও ইবনু উমার রদ্বীয়াল্লাহু আনহুম থেকে সংশয়পূর্ণ দিবসের **ছিয়াম** মাকরূহ হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, এমনকি ইবনু উমার বলেছেন: "আমি যদি পুরো বছর যাবৎ **ছিয়াম** রাখি, তবুও সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখব না"। আর যখন তুমি এই আলোচনাগুলো বুঝতে পেরেছে, তখন এটাও বুঝতে পেরেছ যে, এটা এমন একটি রণক্ষেত্র, যেখান থেকে সায়্যিদের বক্তব্য দ্বারা মুক্ত হওয়া সহজ নয়: "যন্নুল ফাসিদ বা অবান্তর ধারণার উপরে ভিত্তিকরে যেই মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অর্থাৎ যেই বিধানটি ওয়াজিব কি-না তা জানা নেই, এমন বিধানকে ওয়াজিব মনে করা। আর যেই স্থানে ছাহাবা, তাবে'ঈন ও তাবি'উত তাবে'ঈন এর মধ্যে এমন জটিল মতানৈক্য আর রসূলের পরিবারের সকলের ইজমা' বিদ্যমান, সেখানে অল্প কথায় কীভাবে আলোচনা শেষ করা যায়।

তিনি বলেছেন: অথবা তারা আমীরুল মুমিনীন আলাইহিস সালাম এর এই বক্তব্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করে: "আমার নিকট রমযান মাসের একটি **ছিয়াম** না রাখার চেয়ে শা'বান মাসের একটি **ছিয়াম** রাখা অধিক উত্তম"। কিন্তু তারা এটা জানে না যে, তিনি **ছিয়াম** রেখেছেন এবং যা বলেছেন তা বলেছেন একজন সাক্ষী তাঁর নিকট রমযান মাসের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেওয়ার পরে। সুতরাং তিনি ঐ কথাটি বলেছেন ঐ ব্যক্তির মতকে খণ্ডন করার জন্য, যে তাঁর উপরে এই আপত্তি করেছিল যে, ঐ দিনটি শা'বান মাসের শেষ দিন (রমযান মাসের প্রথম দিন নয়)।

আমি বলব: এটা এমন বক্তব্য নয়, যা শুনে এই **হাদীছ** দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিপক্ষ থেমে যাবে, কেননা এই বক্তব্য দ্বারা সর্বোচ্চ এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, 'আলী রা. থেকে এই বক্তব্যটি বিশেষ একটি কারণকে কেন্দ্র করে নিঃসৃত হয়েছে, তবে এই কারণটি শব্দের স্বাভাবিক অন্য মর্মকে বাধা দিতে পারে না এবং এই কারণটি শব্দটির বাহ্যিক অর্থকে শুধুমাত্র নিজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ করতে পারে না, যেমনটি উছূল শাস্ত্রের গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান যে, কোনো কারণকে কেন্দ্র করে নিঃসৃত কোনো শব্দের স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণযোগ্য হবে, যা কারণটি থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিলে বোঝা যায়। এরপরে প্রতিপক্ষের এই কথা বলারও সুযোগ আছে যে, কোনো বর্ণনায় এটা প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি কোনো আপত্তিকারীর উত্তরে কথাটি বলেছেন, যদি এমনটি হয়েই থাকে, তাহলে দলীল কোথায়।

আর তা ছাড়া আপত্তিকারীর আপত্তির উত্তর চাঁদ দেখার সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা দিলে সেই উত্তর আরো অধিক অকাট্য ও উপকারী সাব্যস্ত হবে, বিশেষকরে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর ব্যাপারে এই বর্ণনা বর্ণিত হওয়ার পরে যে, তিনি একজনের সাক্ষ্যকে গ্রহণ করেছেন, পক্ষান্তরে এই বর্ণনায় বর্ণিত বক্তব্যটি আপত্তিকারীর আপত্তির উত্তর থেকে যোজন যোজন ধাপ দূরে।

তিনি বলেছেন: এছাড়াও এই বর্ণনা (সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখার বর্ণনা, যা 'আলী রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে) মাজমূ' যায়েদ এর বর্ণনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রমাণিত হয়েছে আর এরপরে তিনি আঠাশটির বেশি **ছিয়াম** রাখেননি। সুতরাং এই বিষয়টি এটা স্পষ্ট করে দিল যে, তিনি সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখতেন না। কেননা, সংশয়পূর্ণ দিবসে তিনি **ছিয়াম** রাখলে অষ্টাবিংশ **ছিয়াম**য় শাওয়াল মাসের চাঁদ সাধারণ নিয়মানুসারে দেখা যাওয়া সম্ভব হতো না। বিধায় এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তাঁর উক্ত **ছিয়াম**টি – যেই **ছিয়াম** রাখার সময়ে তিনি যা বলার বলেছেন – সংশয়পূর্ণ **ছিয়াম** ছিল না, বরং উক্ত প্রথম **ছিয়াম**টি রাখাকে ওয়াজিবকারী কারণ চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই রেখেছিলেন, আর এমন **ছিয়াম** ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই।

আমি বলব: মাজমূ' গ্রন্থে বর্ণিত **হাদীছ** থেকে সর্বোচ্চ এতটুকু বোঝা যায় যে, তিনি শুধুমাত্র ঐ বছরের সংশয়পূর্ণ দিবসের **ছিয়াম** রাখেননি, কিন্তু এই বিশেষ একটি বছরের **ছিয়াম** ছেড়ে দেওয়া সাধারণভাবে অন্যান্য বছরগুলোর **ছিয়াম** ছেড়ে দেওয়াকে আবশ্যক করে না, আর তাই এই বর্ণনাটি তাঁর থেকে বর্ণিত বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে না। আর সংশয়পূর্ণ দিবসের **ছিয়াম** দুই সম্ভাবনার মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দের কারণে সৃষ্টি হয়, আর সম্ভাবনা দুইটী **হলো**: সংশ্লিষ্ট দিনটি শা'বান মাসের অন্তর্ভুক্ত না-কি রমযান মাসের অন্তর্ভুক্ত, আর এই দ্বিধা-সংশয় একমাত্র তখনি আসতে পারে, যখন চাঁদ দেখার পথে মেঘ অথবা অন্যকোনো অন্তরায় বিদ্যমান থাকে, যেহেতু এখানে শা'বান মাস উনত্রিশ দিন বিশিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান আছে, তবে এই দ্বিমুখী সম্ভাবনা আকাশ পরিষ্কার ও যাবতীয় বাধা-বিপত্তি না থাকলে আর থাকবে না। বিধায় সংশয়পূর্ণ দিবসের **ছিয়াম** রাখা মুস্তাহাব এই মতের প্রবক্তাকে প্রতি বছর বা অধিকাংশ বছর **ছিয়াম** রাখতে হবে এটা জরূরী নয়, কেননা চাঁদ দেখার পথে

অন্তরায় বিদ্যমান থাকা, যেটা সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখা মুস্তাহাব হওয়ার প্রকৃত কারণ তা সর্বক্ষেত্রেও বিদ্যমান থাকা জরূরী নয় এবং অধিকাংশক্ষেত্রেও বিদ্যমান থাকা জরূরী নয়। যখন তু,ই এই বিষয়টি জানতে পারলে, তখন এটাও বুঝতে পারছ যে, সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ স্বীয় মতের পক্ষে মাজমূ' গ্রন্থের **হাদীছ** দ্বারা "সংশয়পূর্ণ দিবসে 'আলী রা.এর **ছিয়াম** ছেড়ে দেওয়ার" উপরে এবং এই **হাদীছ**কে তাঁর থেকে বর্ণিত বক্তব্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক প্রমাণের ক্ষেত্রে যেই দলীল পেশ করেছেন, তা এমন ধরণের অচেতনতা, যা কোনো সজাগ ব্যক্তি থেকে প্রকাশিত হওয়াটা কাম্য নয়, তাই তার দাবিকৃত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গভীর পর্যায়ের একটি বিষয়।

তিনি বলেছেন: এরপরে এই অতিরঞ্জিতকারীরা যখন ত্রিশদিন **ছিয়াম** রাখে, যেখানে প্রথম দিনটি সংশয়পূর্ণ দিন, এরপরে তারা ত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণ করার পরে যখন শাওয়াল মাসের চাঁদ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে তাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন তারা একত্রিশটি **ছিয়াম** থেকে বাঁচার স্বার্থে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, সংশয়পূর্ণ দিবসটি আসলে রমযানের প্রথমদিন ছিল, তখন তাদের ক্বাযীগণও তাদের সাক্ষ্যকে গ্রহণ করে নেয় এবং উছূলুল ফিক্বহ এর এই নীতির প্রতি তারা লক্ষ্য রাখে না যে, কোনো কার্য সমাধা করার স্বার্থে দেওয়া সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্যও হয় না এবং ছ্বহীহও হয় না, যেমন দুধ পান করানোর পক্ষে দুধমাতার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

আমি বলব: এখানে কয়েকটি পর্যালোচনা আছে

প্রথম পর্যালোচনা:

মুসলিমদের একটি বিরাট অংশের উপরে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার অপবাদ আরোপ করা অন্যতম একটি কাবীরা গুনাহ বা মহা অপরাধ, যেমনটি আবূ বাকরাহ এর **হাদীছ** থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"আমি কি তোমাদেরকে মহা অপরাধগুলোর মধ্যে সবচে বড় তিনটি মহা অপরাধ এর কথা বলব না, আমরা বললাম, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা, মা-বাবার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং কোনো প্রাণীকে হত্যা করা। তিনি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমন অবস্থায় বসে পড়লেন এবং বললেন: সাবধান মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য

দেওয়াও মহা অপরাধ, তিনি এই কথাটি বারংবার বলেই চললেন, অবশেষে আমরা বলতে লাগলাম, যদি তিনি চুপ করতেন"। **হাদীছ**ট বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। এটা **হলো** এক রকমের অপরিণামদর্শী কাজ, যা থেকে ধার্মিক ব্যক্তিগণ সাব্ধান থাকেন এবং এমন বিষয়ে পতিত হওয়া থেকে আল্লাহভীরুগণ নিজেদেরকে সংরক্ষণ করে থাকেন।

দ্বিতীয় পর্যালোচনাঃ

এটা ঐ দিনকে দিনটির আগমন বা সূচনাকে বিবেচনায় রেখে সংশয়পূর্ণ দিবস ধরে নিয়ে ঐ দিবসে **ছিয়াম** রাখার কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রদান করা কোনো সাক্ষ্য নয়, কেননা প্রকৃতপক্ষে তারা এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছে যে, রমযান মাসের প্রথম তারীখ অমুক দিন, আর ঐ দিনটি রমযান মাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে তাদের নিশ্চয়তা এই বিষয়টাকে নিশ্চিত করে যে, ঐ দিনটি সংশয়পূর্ণ দিবস নয়। আর তাই তারা এই সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে ঐ দিনটি শা'বান মাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকে অস্বীকার করছে এবং দ্বিধা-সংশয়কে চূড়ান্তরূপে মুছে দিচ্ছে, তাহলে তারা কীভাবে নিজেদের কর্ম – সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখা – এর পক্ষে স্বীকৃতি দিল, যেখানে তারা নিজেরাই ঐ কর্মটিকে অস্বীকার করছে।

তৃতীয় পর্যালোচনাঃ

সংশয়পূর্ণ দিবসে তাদের ছিয়াম রাখা এবং সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া একমাত্র সেই দলীলের আলোকেই সংঘটিত হবে, যেই দলীলের মাধ্যমে সংশয়ের ছিয়াম সাব্যস্ত হয় যেমন, দুধদানকারিনী মাতার সাক্ষ্য, কারণ সে এমন বিষয়ের সাক্ষ্যই দিবে, যা তার কাজকে অর্থাৎ দুধ পান করানোকে সাব্যস্ত করে, আর এখানে তারা চাঁদ বা এই জাতীয় বিষয়েরই সাক্ষ্য দিয়েছে, যা সংশয়পূর্ণ দিবসে ছিয়াম রাখার বিষয় নয়, আর যদি এটা মেনেও নেওয়া হয় যে, এই সাক্ষ্যটা ছিয়াম রাখার পক্ষের সাক্ষ্য, তথাপি এটা সংশয়পূর্ণ ছিয়াম**ের** সাক্ষ্য নয়, বরং এটা হবে রমযান মাসেরই একটি দিবসে **ছিয়াম** রাখার পক্ষের সাক্ষ্য, এটা ত্রুটি বা সমালোচনার করা সম্ভাব এমন কোনো কাজ নয়, যেই ত্রুটির কারণে তাদের বক্তব্য ও কর্মকে স্বীকৃতি প্রদানকারী সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করা হবে।

চতুর্থ পর্যালোচনাঃ

আমরা এই ফিক্বহী মূলনীতি অর্থাৎ স্বীয় বক্তব্য অথবা কাজকে স্বীকৃতিদানকারী সাক্ষ্য গ্রহণ না করার ফিক্বহী মূলনীতি এই জন্য প্রত্যাখ্যান করছি যে, এই বক্তব্য অথবা কাজটি এই মূলনীতিকে প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে শক্তিশালী দলীল, যা নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে বুখারী, তিরমিযী ও নাসায়ীতে 'উক্ববা বিন হারিছ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি আবূ ইহাবের কন্যাকে বিবাহ করলেন, তখন তার কাছে একজন মহিলা এসে বললেন, আমি 'উক্ববা ও তার স্ত্রীকে দুধ পান করিয়েছি, তখন 'উক্ববা তাকে বললেন, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন তা তো আমি জানি না, এরপরে তিনি আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর নিকটে বাহনে চড়ে আসলেন এবং তাকে ঘটনাটি বললেন, তখন নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি কীভাবে তাকে বিবাহ করেছ, অথচ এমন বিষয় তোমাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তখন 'উক্ববা তার ঐ স্ত্রীক বিচ্ছিন্ন করে দিলেন এবং অন্য একজন স্ত্রীকে বিবাহ করলেন। আর "কীভাবে তুমি তাকে বিবাহ করলে তোমাদের ব্যাপারে এমন বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও" এই বক্তব্যটি এমন ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ ওয়াজিব না হওয়ার ইঙ্গিত বিদ্যমান থাকার যেই মত পোষণ করা হয়, তা মেনে নিলেও এই ক্ষেত্রে যেহেতু সন্দেহ নিরসনের স্বার্থে বিবাহ বিচ্ছেদ করাটা অধিক উত্তম এই বিষয়ে কোনো মতানৈক্য নেই, তাই ওয়াজিব না হওয়ার এই মতটি প্রত্যাখ্যাত হবে ঐ হাদীছ দ্বারা, যেখানে নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তাকে (স্ত্রীকে) তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও" আবার অন্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে "তিনি তাকে তার (স্ত্রী) কাছে যেতে নিষেধ করে দিলেন"। পক্ষান্তরে সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ যেই দলীলের দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, তা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, তার বর্ণিত হাদীছটি মূলনীতিগুলোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক, বিধায় সেই হাদীছ আর মূলনীতিগুলোর মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন ওয়াজিব যে, উক্ত হাদীছের উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করে দেওয়া উত্তম। তিনি যদি উছূল দ্বারা "দুইজন সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষী শর্তযুক্ত হওয়ার উপর ইঙ্গিত করে এমন দলীলগুলো" উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাহলে কোনো সংঘর্ষ নেই, কেননা দুধ মাতার সংবাদ ঐ দলীলগুলোর ব্যাপকতাকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আর যদি তিনি উছূল দ্বারা বিশেষভাবে শুধুমাত্র দুধ মাতার সংবাদ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার উপর ইঙ্গিতকারী দলীলগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তাহলে এমন কোনো মূলনীতির অস্তিত্ব কোথাও নেই।

এরপরে জেনে রাখো যে, সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট এই সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার স্বার্থে এই দলীল দ্বারা যেই প্রমাণ পেশ করেছেন। তা আমরা অবান্তর প্রমাণ করে দিয়েছি, কিন্তু তিনি এরপরে এর চেয়েও আরো দুর্বল দলীল পেশ করেছেন এবং বলেছেন, "আর যেহেতু এটা রমযান সর্বদা ত্রিশদিন হওয়াকে আবশ্যক করে এবং ইবনু মাস'ঊদ ও অন্যান্যদের **হাদীছ** থেকে ছ্বহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, "আল্লাহর রসূল ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম এর উনত্রিশটি **ছিয়াম** রাখার বিবরণী ত্রিশটি **ছিয়াম** রাখার বিবরণির চেয়ে বেশি ছিল, আর যেহেতু এই সাক্ষ্য উক্ত সুন্নাহকে পরিত্যাগ করা আবশ্যক করছে, তাই এই সাক্ষ্যটি বিদ'আত বলে সাব্যস্ত হবে এবং সাক্ষ্যটি শুধুমাত্র মাসের প্রথমদিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হওয়া ওয়াজিব হবে, যেমনটি নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ও তাঁর খুলাফায়ে রাশিদীন এর যুগের প্রচলিত নিয়ম ছিল"। এই মুহাক্কিক্বের দলীলের উপর দৃষ্টিপাতকারীর দৃষ্টি আমি আর বেশিক্ষণ ধরে রাখব না, যেই দলীল তিনি পেশ করেছেন, কিন্তু এর চেয়েও আশ্চর্যের বিষয় **হলো**, শুধুমাত্র প্রথমদিবস বাদ দিয়ে পূর্ণ মাসের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যটি গ্রহণ না করার ব্যাপারে তার অনঢ় সিদ্ধান্ত।

তিনি বলেছেন: এই ক্ষেত্রে এই কথা বলা যাবে না যে, এটা সংবাদ, সাক্ষ্য নয়। কেননা আমরা বলব, **ছিয়াম**রত ব্যক্তি বিদ'আতপন্থীর চাঁদ দেখার সংবাদের আলোকে **ছিয়াম** রাখতে পারবে না, আর বিদ'আতকে শক্তিশালী করে বিদ'আতপন্থীর এমন সংবাদ উছ্বল শাস্ত্রের ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমি বলব: তোমার কাছে এই বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখাকে যখন বিদ'আত বিবেচনা করা হবে, তখন সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম**দারের এই বিদ'আতকে যেই সংবাদগুলো শক্তিশালী করবে সেই সংবাদগুলোই সংশয়পূর্ণ দিবসের **ছিয়াম** রাখার দলীলকেও শক্তিশালী করবে, তাই ব্যাপারটা যেনো এমন হয়ে গেল যে, সংশ্লিষ্ট **হাদীছ**টি আমাদেরকে এই সংবাদ দিচ্ছে যে, নাবী ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়াসাল্লাম ঐ দিবসে **ছিয়াম** রেখেছেন অথবা অমুক আলিম ঐ দিবসে **ছিয়াম** রেখেছেন অথবা ঐ দিবসের **ছিয়াম**কে মুস্তাহাব মনে করেছেন ইত্যাদি। তাহলে যেই দিবসকে সংশয়পূর্ণ দিবস মনে করা হয়েছে, সেই দিবসটি সংশয়পূর্ণ দিবস নয় বরং সেই দিবসটি রমযান মাসের অন্তর্ভুক্ত এই মর্মে দেওয়া সংবাদ কীভাবে

বিদ'আত এর সহায়ক হতে পারে, অথচ এই সংবাদটি "সংশ্লিষ্ট দিবস সংশয়পূর্ণ দিবস না হওয়ার" মর্মকে ধারণ করেছে, বিধায় এই সংবাদ মিথ্যা হওয়ার সন্দেহের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার পক্ষে যেই কারণ বিদ্যমান ছিল, তা দূর হয়ে গেল।

তিনি বলেছেন: এই কথা বলা যাবে না যে, "এই বিষয়টি (সাক্ষ্যটি প্রত্যাখ্যান করা) অবধারিত হবে ঐ ক্ষেত্রে, যখন উক্ত **ছিয়াম**দার **ছিয়াম** রাখা বন্ধ করার পূর্বে শাওয়াল মাসের চাঁদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে, কারণ এটা যথাসময়ে যথাস্থানে দেওয়া সাক্ষ্য, আর এই সাক্ষ্যটি তার সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বের দিবসের **ছিয়াম** কার্যকর হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে"। কেননা, আমরা বলব, এই সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করা অবধারিত হবে ঐ ক্ষেত্রে, যখন প্রথমদিন থেকে শুরু করে সাক্ষ্য দেওয়ার আগ পর্যন্ত একমাত্র সাক্ষ্যদাতা ছাড়া আর কারো উনত্রিশটি **ছিয়াম** পূর্ণ হয়নি। হ্যা, যদি অন্যান্য **ছিয়াম**দারদেরও উনত্রিশদিন পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে তার সাক্ষ্য প্রদানের পূর্বের দিবস যেই দিবসটি রমযান মাসের অন্তর্ভুক্ত, তা সাক্ষ্যের মধ্যে শামিল হবে না, কেননা অন্য **ছিয়াম**দারদের উনত্রিশটি **ছিয়াম এ**র দ্বারা মাসটি পূর্ণ হয়ে গেছে।

আমি বলব: শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়াটা কোনোভাবেই সংশয়পূর্ণ দিবসে **ছিয়াম** রাখার কাজকে কার্যকরী করার স্বার্থে নয়, আর একজন জ্ঞানী কীভাবে এটা চিন্তা করে যে, সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর "শাওয়াল মাস শুরু হয়েছে" মর্মে দেওয়া সাক্ষ্য রমযান মাস শুরু হওয়ার পূর্বের একটি দিনের (সংশয়পূর্ণ দিন) **ছিয়ামের** জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, আমরা যেহেতু এই বিষয়ের আলোচনা ইতোপূর্বে করে এসেছি, তাই এই আলোচনা পুনরায় করব না। তবে আমি এটা বুঝলাম না যে, কী এমন বিষয় আছে যা, সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহকে এই সঙ্কীর্ণ গুহায় পতিত হতে বাধ্য করল, ইজমা' এর বিরোধিতা না করে যেখান থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কঠিন। যেমন, ঐ বিশ্লেষণ, যা তিনি উল্লেখ করেছেন উনত্রিশ দিন অতিক্রম হওয়া ও না হওয়ার ব্যাপারে। এখানে তার এই ব্যাখ্যা যদি সঠিক পথের দিশা ও হেদায়েত পাওয়ার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে এই জাতীয় শাখাগত মাসআলাগুলো ধ্বসে পড়ার নিকটবর্তী কোনো গুহার কিনারায় স্থাপিত হইয়েছে, যা হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত নয় এবং এমন মূলনীতিগুলোর মধ্যে দলীল ও ইনছাফের কোনো সুগন্ধি বিহীন এই মূলনীতিগুলোর অনুকরণযোগ্য নয়। কেননা, তুমি এই বিষয়টি জানতে পেরেছ যে, কথা অথবা কাজ এর সমর্থনকে শামিলকারী

সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য এটা দলীলবিহীন দাবি মাত্র, এছাড়াও এই দাবির মধ্যে আল্লাহর রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণিত "দুধ মাতার বক্তব্য গ্রহণ" হাদীছের বিরোধিতা করা হয়। ধরে নাও যে, মিথ্যার সম্ভাবনা এই সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করাকে আবশ্যক করে, আর এই সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তি **হলো** এই মিথ্যার সম্ভাবনা দূর হয়ে যাওয়া, যেই মত পোষণ করেছেন উছূল শাস্ত্রের কিছু আলেম, আর কথা ও কাজের সমর্থনে দেওয়া সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে এমন মিথ্যার সম্ভাবনা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। তাহলে এমন সাক্ষ্যের সমর্থনের সঙ্গে বিতর্কের কী সম্পর্ক আছে, যেই সম্ভাবনা দূর হওয়ার ব্যাপারটিকে সকল বিজ্ঞ আলেম দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা এবং তাকে চুপ হতে বাধ্য করে এমন বিষয় দ্বারা তাকে প্রতিহত করা, যদিও তার (সায়্যিদ) দলীলটি ছহীহ না হয়, তাহলে এমন মুখবন্ধকারী দলীল প্রতিপক্ষকে এই বিষয়টি স্বীকার করতে বাধ্য করতে পারবে না যে, এই সাক্ষ্য ও সংবাদের মধ্যে (স্বয়ং সাক্ষ্যদাতার) কথা অথবা কাজের স্বীকৃতি বিদ্যমান, বিধায় তিনি যেই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা তার উপরে উত্থাপিত হবে না। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে যেভাবেই হোক সঙ্গতি স্থাপন করা, তাহলে এমন বিষয়টির নিয়ে সায়্যিদ নিজেও নিজের জন্য সন্তুষ্ট হবে না এবং আমরা তার ব্যাপারে এই ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট হবো না। আর যে ব্যক্তি সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহকে এই মাসআলায় গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার ইচ্ছা রাখে, সে এটা দেখতে পাবে যে, তিনি এই মাসআলাটিকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে আল-আযহার গ্রন্থে বর্ণিত আল-মাহদীর এই "অথবা নিজের কথার সমর্থনে" বক্তব্যের দৃষ্টান্ত বলে বুঝতে পারবে: "এই বক্তব্যের ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন, যেমন – রমযান মাসের প্রথমদিবসের সংবাদ এককভাবে প্রদানকারী ব্যক্তির "রমযান মাসের ত্রিশদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়া অথবা শাওয়াল মাসের চাঁদ উদয়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া"। কিন্তু তিনি এখানে সাক্ষ্যদাতা সংশয়পূর্ণ দিবসের **ছিয়াম** রাখার মতের পক্ষের একজন। সেখানে তিনি আমাদের বিষয়বস্তুকে আমাদের এই আলোচনার চেয়েও আরো ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু তিনি উনত্রিশদিন অতিবাহিত হওয়ার কোনো বিধান ধার্য করেননি, যেমনটি এখানে করেছেন।

তিনি বলেছেন: এই কথা বলা যাবে না যে, "সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করাটা ঐ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত হবে, যখন সাক্ষ্যটি খবরে ওয়াহিদ এর স্তরে থাকবে, আর

যখন সাক্ষ্যটি মুতাওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন যেহেতু এটা আবশ্যকীয় 'ইলমে রূপান্তরিত হবে, তাই তা আর প্রত্যাখ্যান করা যাবে না, আর এই জন্যই মুতাওয়াতির খবরের মধ্যে আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা শর্ত নয়"। কেননা আমরা বলব: বিতর্ক ঐ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যখন তারা "তাদের ছিয়ামের দিবসই রমযানের প্রথম দিবস" মর্মে সংবাদ দিবে, কারণ সম্ভাবনা আছে যে, তারা এমন সমূহ নির্দেশিকার উপরে নির্ভর করে এই সংবাদ দিয়েছে, যেগুলোর উপরে আমল করা যায় না। হ্যা, তারা যখন এই মর্মে সংবাদ দিবে যে, তারা রমযান মাসের চাঁদ দেখেছে এবং চাঁদ দেখেই **ছিয়াম** শুরু করেছে, তবেই কেবল তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, যেই আলোচনাটি 'আলী রা. এর কর্ম থেকে প্রমাণিত হয়েছে বলে ইতোপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

আমি বলব: যদি সাক্ষ্য গ্রহণের অন্তরায় ঐ বিষয়টি হয়ে থাকে, যা সায়্যিদ ইতোপূর্বে আলোচনা করেছেন অর্থাৎ তাদের সাক্ষ্যটি তাদের কার্য বাস্তবায়নকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি, তাহলে "তাদের **ছিয়াম** রাখার দিবসটি রমযানের প্রথমদিন" মর্মে তাদের সাক্ষ্য প্রদান করা আর "চাঁদ দেখার" মর্মে তাদের সাক্ষ্য প্রদান করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আর যদি সাক্ষ্য গ্রহণের অন্তরায় হয়ে থাকে আমলযোগ্য নয় এমন সমূহ নির্দেশিকার উপরে তাদের সংবাদ নির্ভর হওয়ার বিষয়টি, যেমনটি তিনি এখানে আলোচনা করেছেন, তাহলে সংশয়পূর্ণ দিবসের **ছিয়াম** রাখার মতাদর্শীদের কোনো একজনের সংবাদ গ্রহণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে, যখন সে আমলযোগ্য নয় এমন নির্দেশিকাসমূহের উপরে নির্ভর করেছে কি-না সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা না করেই শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা অথবা রমযান মাসে চাঁদ দেখার সংবাদ দেয়। এখন তিনি যদি বলেন, আসল অন্তরায় **হলো** যেই বিষয়ের আলোচনা ইতোপূর্বে গত হয়েছে অর্থাৎ নিজের কাজ কার্যকর সাব্যস্ত করার স্বার্থে সাক্ষ্য দেওয়া, কিন্তু এই অন্তরায় খবরে ওয়াহিদ এর ক্ষেত্রেই একমাত্র অন্তরায় হবে, মুতাওয়াতির খবরের ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে না, কারণ মিথ্যা হওয়ার ঐ সম্ভাবনাটি দূর হয়ে গিয়েছে, যেই সম্ভাবনার কারণে সাক্ষ্যটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। তাহলে আমরা বলব: উছুল শাস্ত্রে এই নীতি স্বীকৃত যে, মুতাওয়াতির সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে মিথ্যার হেতু বা উপলক্ষ্য বিদ্যমান না থাকা শর্ত, আর নিজের কার্য সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে দেওয়া সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার কারণ মাত্র একটি, তা **হলো** সাক্ষ্যটি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা,

আর তাই মিথ্যার হেতু খবরে ওয়াহিদ ও মুতাওয়াতির উভয় ক্ষেত্রেই অন্তরায় উছূল শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলেমদের নিকটে। তবে মোট কথা **হলো** এই যে, আবশকীয় 'ইলমকে অবধারিত করে এমন মুতাওয়াতির সংবাদ প্রত্যাখ্যান করার জন্য সায়্যিদ যেই সম্ভাবনাকে দলীলরূপে স্থাপিত করেছেন, যদি তা গ্রাহ্য করা হয়, তবে যে যা চাবে, তাই প্রত্যাখ্যান করতে পারবে, চাই তা সাক্ষ্য হোক অথবা মুতাওয়াতির বর্ণনা হোক অথবা অন্যকোনো বর্ণনা হোক। প্রত্যাখ্যানকারী এই কথা বলতে পারবে যে, আমি এই বর্ণনার রাবীদের আমলযোগ্য নয় এমন সমূহ নির্দেশিকার উপরে নির্ভর করাকে সম্ভব মনে করি, অথচ এই তাওয়াতুর বা অকাট্যভাবে বিশ্বস্ত পরম্পরা তার সূত্রে বর্ণিত সংবাদ এর মধ্যে কোনো ধরণের সংশয়ের উপস্থিতিকে অনুমতি দেয় না, যার ফলে এমন সংবাদের ক্ষেত্রে এই কথা বলা যাবে না যে, হয়তবা তারা এমন সমূহ নির্দেশিকার উপরে নির্ভর করেছে, যেগুলো আমলযোগ্য নয়, কেননা এই সংবাদ প্রদানের একমাত্র চাঁদ দেখা অথবা মেয়াদ পূর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই, আর মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার বিষয়টিও চাঁদ দেখার দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল। সুতরাং সংবাদটি **হলো** অনুভবযোগ্য বিষয়, যেখানে কোনো প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই। আর একটি বিরাটসংখ্যক দলকে আমলযোগ্য নয় এমন বিষয়ের উপরে নির্ভর করেছেন এই মত প্রদর্শন করার বিষয়টির ক্ষেত্রে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, এমন সম্ভাবনা আমাদের এই প্রেক্ষাপটে আছে, তাহলেও এটা মূলনীতি বিরোধী হবে। আর বাহ্যিকভাবে এমন সম্ভাবনা দ্বারা খবরে ওয়াহিদকেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না, সেখানে কীভাবে মুতাওয়াতিরকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব। সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যেতে পারে যে, এই মুতাওয়াতির সংবাদের মর্ম যন্নী বা ধারণার পর্যায়ের, অকাট্য নয়। আর এই যন্নী বা প্রবল ধারণাকে সাব্যস্ত করে এতটুকুই এই ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে যথেষ্ট। আর যদি সায়্যিদ এই মুতাওয়াতির সংবাদ প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে মিথ্যার হেতু দূর না হওয়ার বিষয়টি যা তাওয়াতুরের শর্ত দ্বারা দলীল পেশ করতেন - যেমনতি উছূলের গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান - তাহলে তার দলীলটি তার দাবির অধিক নিকটবর্তী হতো।

তিনি বলেছেন: আর এই মতের মধ্যে বিদ'আতপন্থী ও মুক্বাল্লিদের অন্ধ আনুগত্য থেকে সাবধান করা হয়েছে, যা হেদায়েতের পথিকের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তা'আলা যেনো আমাদেরকে স্বীয় তাওফীক্ব এর হাত দ্বারা সুন্নাহের পথে টেনে নিয়ে যান এবং আমাদেরকে এই রিসালাহ থেকে যা

জানলাম তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার ব্যবস্থা করে দেন। নিশ্চয় তিনি অনুগ্রহ ও করুণার অধিকারী।

আমি বলব: বিদ'আতপন্থী বা মুক্বাল্লিদের সংবাদ গ্রহণ করা তার তাক্বলীদ নয়, আর এই বিষয়ে তুমি জানতে পেরেছ সায়্যিদ রহিমাহুল্লাহ এর খণ্ডনমূলক বক্তব্যের তৃতীয় বিষয়ের অধীনে বিবৃত আলোচনায়।

এই রিসালায় আমি যেই আলোচনা সংকলন করতে চেয়েছি, তা শেষ হলো। আমি যথাসাধ্য সংক্ষেপ করার চেষ্টা করেছি এবং অসংখ্য আপত্তি পরিত্যাগ করেছি। কারণ, বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং শাখাগত সকল বিষয় বর্ণনা করতে গেলে অনেকগুলো পুস্তিকার প্রয়োজন পড়বে অথচ মনোযোগ এখান থেকে সরিয়ে অন্যস্থানে স্থানান্তর করা অধিক জরূরী। সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ তা'আলা আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি অপার রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।

এই পুস্তিকার নগণ্য সংকলক মুহাম্মাদ ইবনে 'আলী আশ-শাওকানী – আল্লাহ তাকে ও তার পিতাকে ক্ষমা করে দিন – পুস্তিকাটির সংকলন শেষ করেছেন জিল হজ্জ মাসের একুশ তারীখ, রবিবার ১২০৫ হিজরীতে।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কিতাবুল ঈমান- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২. শারহুস সুন্নাহ-ইমাম আল বারবাহারী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৩. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৪. আক্বীদাতুত তাওহীদ
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

৫. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের মূলনীতির ব্যাখ্যা)
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

৬. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

৭. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৮. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

৯. শারহু মাসাঈলিল জাহিলিয়্যাহ
- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১০. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৪৫০ টাকা]

১১. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী [নির্ধারিত মূল্য : ৫০০ টাকা]

১২. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৩. কাবীরা গুনাহ
-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৪. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)
- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

১৫. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

১৬. খিলাফাত ও বায়‘আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

১৭. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়‘আত

-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৮০ টাকা]

১৮. ফিক্বহের মূলনীতি (আল উসূল মিন ইলমিল উসূল)

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

১৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২০. মুখতাছার কিতাবুত তাওহীদ

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু খুযাইমাহ [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২১. মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ২৫০ টাকা]

২২. মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে ভ্রান্ত আক্বীদার নিরসন

- ড. আব্দুল বাসির বিন নওশাদ মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৩. ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১৫০ টাকা]

২৪. ইজতিহাদ ও তাক্বলীদ

- ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১২০ টাকা]

২৫. ফায়ছালা ও তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-হামাদ [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

২৬. কিতাবুল ফারায়েয-উত্তরাধিকার আইন

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

২৭. উমদাতুল আহকাম

- ইমাম হাফেয আব্দুল গনী আল-মাক্বদেসী [নির্ধারিত মূল্য : ৩৫০ টাকা]

২৮. তাওদ্বীহু উছূলিল ফিক্বহ আলা মানাহাজি আহলিল হাদীছ

-যাকারীয়া ইবনে গুলাম ক্বাদীর [নির্ধারিত মূল্য: ৩৫০ টাকা]

২৯. আন নাবযাতুল কাফীয়া ফী আহকামি উছূলিদ দীন-দীনের মূলনীতি

- ইমাম ইবনে হাযম আন্দালুসী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

৩০. আদ-দুরারুল বাহীয়্যাহ ফিল মাসাঈলিল ফিক্বহিয়্যাহ- মুহাম্মাদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ২০০ টাকা]

৩১. নতুন চাঁদের মাসআলা

-ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ-শাওকানী [নির্ধারিত মূল্য : ১০০ টাকা]

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত দাওয়াতী রিসালাসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৪. আক্বীদাহ আত-তাওহীদ বিষয়ে ১০০ প্রশ্নোত্তর

-আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আশ-শাআলান [নির্ধারিত মূল্য: ৪০ টাকা]

৫. আহলুল হাদীছদের আক্বীদা-আবূ বকর আহমাদ ইবনে ইসমাঈল আল ইসমাঈলী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

৬. উসূলুস সুন্নাহ-ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৭. লুম'আতুল ই'তিক্বদ-আক্বীদার ঝলক

-ইবনে ক্বুদামা আল-মাকদাসী [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

৮. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

৯. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১০. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১১. আমাদের দাওয়াত, আমাদের আক্বীদা ও ফিতনাহ হতে মুক্তির উপায়

-শাইখ মুক্বিবিল ইবনে হাদী আল ওয়াদি'য়ী [নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা]

১২. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৩. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৪. কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা

-সংকলনে ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৫. হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]

১৬. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ [নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা]

১৭. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৮. যাকাতুল ফিতর

- মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন [নির্ধারিত মূল্য : ১৫ টাকা]

১৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবয়্যিাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির [নির্ধারিত মূল্য : ৩০ টাকা]